

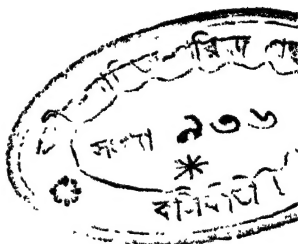
ইংলণ্ডের ইতিহাস।

—***—

ড্রিডুদেব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক

প্রণীত।

—●—



ভাগলী।

বুধোদয় যন্ত্রে

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

—●—

সন ১২৬৯ সাল।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।



এক্ষণে ইংলণ্ডীয়দিগের সহিত আমাদিগের
এমত নিকট সম্বন্ধ হইয়াছে যে অনেকাংশেই উভয়
জাতির সুখ, দুঃখ, সমৃদ্ধি, হ্রাস, গৌরব ও অপমান
একই কারণ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। সুতরাং
উভয়েরই উভয়ের গুণদোষ পরিচিত হওয়া সবিশেষ
আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কোন দেশীয়
লোকের জাতীয় প্রকৃতি তজ্জাতীয় ইতিহাস দ্বারা
যেমন স্পষ্টরূপে প্রতীক্ষমান হইতে পারে আর
কোন উপায়ের দ্বারাই তেমন হয় না। বিশেষতঃ
ইংলণ্ডীয় ইতিহাস পাঠ দ্বারা সে রাজনিয়ম ও রাজ্য-
শাসনের সুপ্রণালী সমস্ত সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর
রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে ইহা সকলেই স্বীকার
করিয়া থাকেন। এতু বাহুল্য ভয়ে তৎসংক্রান্ত
অনেকানেক প্রয়োজনীয় বিষয়ও পরিত্যাগ করিতে
হইয়াছে, এবং তজ্জন্য পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা
প্রার্থনা করা আবশ্যক।

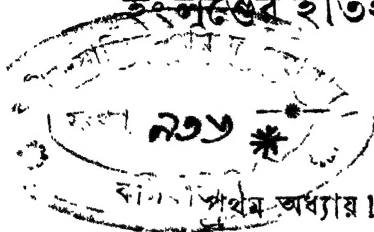
যে সকল জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত বর্গের প্রযত্নে
ইংলণ্ডীয় ভাষা ইহার আধুনিক পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হই-
য়াছে—যে সকল ক্ষমতাবান্ এবং বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি
ব্যবহার কৌশলে ইংলণ্ডের শিল্পকার্য্য অন্য সর্ব-

দেশের শাসনকার্য্য অপেক্ষা সমধিক গৌরবান্বিত
হইয়াছে—যে রূপে কালক্রমে এবং জগদীশ্বরের প্র-
সাদে ক্রমশঃ ইংলণ্ডীয়দিগের বৈদেশিক অধিকার
সমস্ত সম্বন্ধিত হইয়া উঠিয়াছে সেই সকল বিষয়ের
প্রকৃত প্রস্তাবে কিছু মাত্র বর্ণন করিতে পারা যায়
নাই বলিলেই হয়। ফলতঃ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ইংল-
ণ্ডীয় ইতিহাসের রাজকার্য্য-সংক্রান্ত কতকগুলি প্র-
ধান ঘটনামাত্রের সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে
পারাগিয়াছে। কিন্তু ইহা পাঠ করিলেও ইতিহাস
পাঠের অন্ততঃ প্রথমোল্লিখিত উদ্দেশ্যটী সাধন
হইতে পারিবে, এই আশয়ে পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচা-
রিত করাগেল।

১৮৬২সাল। }

:৫ই অগষ্ট }

ইংলণ্ডের ইতিহাস ।



—০—

[ইংলণ্ডের প্রাকৃতিক অবস্থা এবং পূর্ববৃত্তান্ত—সীজরের আগমন—রোমকাধিকার—সাকসন্দিগের আগমন—তাহাদিগের জাতীয় প্রকৃতি এবং খৃষ্ট ধর্মের দীক্ষা—ডেন্দিগের দৌরাত্ম্য—নর্মানদিগের আগমন ।]

ইউরোপের মানচিত্রের বামুকোণে যে একটি অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার দ্বীপ দৃষ্ট হয় তাহারই এক ভাগের নাম ইংলণ্ড। ঐ দ্বীপ ইংরেজদিগের নিবাস ভূমি। দ্বীপমাত্রেরই বায়ু প্রায় সমশীতোষ্ণ হইয়া থাকে, ইংলণ্ডেরও সেইরূপ। এই দেশের ভূমি নিতান্ত অনূর্বরাবোধ হয় না, কিন্তু কোথাও এমত উর্বরাও নয় যে, তদ্দেশবাসীদিগের যথেষ্ট আয়াস ব্যতিরেকে সমূহ ফলদায়িনী হয়। ইহার উপকূল

ভাগে অনেক সাগরশাখা প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং ইহাতে সুনাব্য* নদীও অনেক আছে । সুতরাং এই দেশ বণিকহুতির পক্ষে বিনক্ষণ উপযোগী । এখানকার আকারকের মধ্যে পাথরিয়া, কয়লা, লৌহ এবং তিন প্রধান ; আর উদ্ভিদের মধ্যে ওকরক্ষ সাতিশয় প্রসিদ্ধ ; ইহার কাষ্ঠদ্বারা দৃঢ়তর অৰ্ণব-
ধান প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

যাবৎকাল ইংলণ্ড দেশে নিতান্ত অলসম্ভাব, কৃষি ও বণিকহুতি পরাঙ্মুখ, অৰ্ণবধান প্রস্তুত করণে অশক্ত, কিন্তু সাহসী, ধর্মপরায়ণ এবং সংগ্রামানুরক্ত কেল্ট† জাতির বাস ছিল, তাবৎকাল এই দেশের কোন রুত্নানুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না । কেবল এই মাত্র ক্ষুদ্র হওয়া যায় যে, প্রাচীন ফিনিসীয় এবং কার্থেজীয় বণিকেরা কখনও এইদেশে বাণিজ্যার্থে আগমন করিত এবং এখানকার তিন, লৌহ, উর্ণা প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া তদ্বিনিময়ে কাচ, পিত্তলাদি নানাবিধ সামগ্রী প্রদান করিয়া দাইত । তাহার বহুকাল পরে যখন রোমকেরা আপনাদিগেব সাম্রাজ্য বিস্তার করে তখন তাহাদিগের সেনাপতি জগদ্বিখ্যাত জুলিয়স্ সীজর সমুদায় গল্দেশ‡ জয়

* টেম্‌স্, সর্বত্র প্রভৃতি ।

† কেল্ট জাতিয়েরা ককেশীয় বর্ষসম্বন্ধ এবং পূর্বকালে সমুদায় ইউরোপ খণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়াছিল ।

‡ ক্যাসের পুত্র নামে গজ ছিল ।

করিয়া ৫৬ পৃঃ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে আইসেন। তিনি কেট* প্রদেশের উপকূলে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন যে, তদ্দেশবাসিগণ পদাতি, অশ্বারোহী এবং রথারূঢ় হইয়া নানা অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ পূর্বক তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া আছে; কিন্তু মীজরের রণপাণ্ডিত্যে এবং তাঁহার সৈন্যগণের সুশিক্ষাগুণে ঐ আদিম নিধামীদিগের সকল প্রস্তুত এবং সাহস ব্যর্থ হইয়া গেল। মীজর উহাদিগকে পরাজয় করিয়া প্রতিগমন করিলেন। ইহার পর তিনি আর একবার ইংলণ্ডে আইসেন এবং রোমকাধিকার পূর্বাপেক্ষাও সুবিস্তৃত করিয়া বান।

সে সময়ের কথা হইতেছে সেই সময়ে ইংলণ্ড দ্বীপের নাম ব্রিটেন ছিল এবং তদ্দেশবাসীদিগকে ব্রিটন† বলিত। মীজর ও অপরাপর রোমক গ্রন্থকারেরা লিখিয়া গিয়াছেন যে, তখন ব্রিটন দ্বীপ নিবিড় অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল এবং তথাকার লোকসকলও অত্যন্ত অসভ্য ছিল। তাহার ব্রহ্মের দ্বক বা বন্য পশুর চর্ম্মদ্বারা যথা কথঞ্চিৎরূপে আপনাদিগের শরীর আবরণ করিত। গাত্রে বস্ত্র, ক্রক, পীত, হরিতাদি বর্ণ বিলিঙ করিয়া সংগ্রাম স্থানে ঘোর রূপ ধারণ করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইত।

* এই প্রদেশ ইংলণ্ডের অষ্ট্রিকানে অবস্থিত।

† প্রথিত আছে ব্রিটন, ব্রিট নামক কোন ব্যক্তি লত্ব ক প্রথমে এই দ্বীপে মনুষ্যের সঞ্চার হয়।

ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ডে চৰ্ম্মায়ত্ত করিয়া সরিৎ ও জলাকীর্ণ ভূমি সমস্ত উত্তীর্ণ হইবার উপযোগী তেলক প্রস্তুত করিত । বস্তুতঃ কৃষি ও বাণিজ্য দ্বারা যে সকল প্রয়োজনীয় এবং সুখোপভোগের সামগ্রী প্রস্তুত হয় ঐ রটন্দিগের মধ্যে তাহার কিছুই ছিল না । কিন্তু তখনও রটনেরা সৰ্ব্বত্র এই প্রকার ছিল না । দক্ষিণ ভাগে, বিশেষতঃ কেণ্ট প্রদেশে যাহারা বাস করিত তাহাদিগের মধ্যে পাশুপাল্য, কোথাও রূপি এবং বৎকিঞ্চিৎ বণিক ব্যাপারের প্রথাও প্রচলিত হইয়া ছিল । তখন রটনের যত অন্তর্ভাগে যাওয়া যাইত ততই অসম্ভ্যতার তিমির ক্রমশঃ গাঢ়তর বোধ হইত এবং যত উপকূল ভাগে আগমন করা যাইত, ততই সম্ভ্যতার অপরিষ্কৃট আলোক কিঞ্চিৎ দৃষ্টি গোচর হইত । এমন বন্যাদশাপন্ন লোকের মধ্যে যে বিরূপ শাসন-প্রণালী প্রচলিত ছিল তাহা সুনিশ্চিতরূপে অবধারিত হয় না; এই পর্য্যন্ত অবগতি আছে যে, রটনেরা অসংখ্য ক্ষুদ্র জাতিতে বিভক্ত হইয়া এক২টা জাতি এক২ জন শাসনকর্তার অধীনে বাস করিত । ইহাদিগের ধর্ম প্রণালীও অন্যান্য জাতির ধর্ম প্রণালী হইতে অধিক ভিন্ন ছিল না । ইহাদিগের মধ্যে ড্রুইড নামে একটা যাজক সম্প্রদায় ছিল । তাহারা রাজাদিগের ভ্রূপক্ষাও সমধিক পরাক্রমশালী হইয়া যাহা মনে কল্পিত তাহাই করিতে পারিত । ড্রুইডেরা পূর্বজন্ম

এবং পরজন্ম স্বীকার করিতেন। পরমেশ্বর এক এবং তাঁহার অধীনে অসংখ্য দেবদেবী আছেন ইহাও মানিতেন। কখনও যুদ্ধযাত হতভাগ্য বন্দিগণকে অগ্নি-দগ্ধ করিয়া ঐ দেবতাগণের উপাসনা করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশই নিবিড় অরণ্যমধ্যে কেবল জপ তপস্যা দ্বারা ঈশ্বরারাধনায় নিমগ্নচিত্ত হইয়া থাকিতেন। ডুইড্‌দিগের শক্তি অদ্বিতীয় ছিল। ইহারা যদি কোন রাজাকেও অভিশপ্ত করিতেন তবে আর কেহই তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিত না, কেহই তাঁহার কোন সাহায্য করিত না। তাহার ইচ্ছা সেই তাঁহার প্রাণবধ করিতে পারিত এবং বহুস্থলে সেই হতভাগ্য ব্যক্তি অল্পজন অভাবেই প্রাণ-পরিত্যাগ করিত। কনতঃ রুটনেরা সর্বতোভাবে আপনাদিগের যাজক-বর্গেরই অধীন হইয়াছিল। কিন্তু যখন প্রবল রোমকেরা, সম্রাট্ ক্লডিয়স্ এবং নিরোর* সময়ে ওয়েল্‌স দেশ† পর্যান্ত অধিকার করিল, অনেকবার অনেক বিদ্রোহ দমন করিল, বহু সংখ্যক নগর এবং উপনিবেশ সংস্থাপিত করিল, ও ‘মুটোনিয়স্’ পলিনস্’ নামে তাহাদিগের একজন সেনাপতি মোনা‡ দ্বীপে গিয়া তথাকার সকল ডুইড্‌কে খজাহত এবং তাহাদিগের

* রোমের পঞ্চম ও ষষ্ঠ সম্রাট।

† ইংলণ্ডের পশ্চিম প্রান্তবর্তী পঞ্চদশীয় দেশ।

‡ আইরিশ সাগরান্তর্গত অকল্‌স দ্বীপ।

আরাধনা স্থান সমস্তকে ভয়সাৎ করিলেন, তখন
 রুটনেরা সর্বতোভাবে বশতাপন্ন হইল । ইহার
 পর ‘আগ্রিকোলা’ নামে একজন শাসনকর্ত্তা রুটনে
 আগমন করিয়া উত্তরে স্কটলণ্ডের কিয়দূর পর্য্যন্ত
 অধিকার করিলেন এবং কতকগুলি রণতরী প্রস্তুত
 করিয়া ইউরোপের উত্তরাঞ্চলীয় জলদস্যুগণের
 নৌরাজ্য নিবারণ করিলেন । ফলতঃ ঐ সময় অবধি
 রুটনে রোমকাধিকারের দোম গুণ দুইই ক্রমশঃ প্রব-
 র্ত্তিত হইতে লাগিল । ধর্ম্মাধিকরণ উত্তম হইল,
 শাসন প্রণালী উৎকৃষ্টতর হইল, নগর * পুর সমস্ত
 নির্মিত হইতে লাগিল, রাজবর্গ সকল প্রস্তুত হইল
 এবং কৃষি ও বাণিজ্যকার্যের প্রতি জন সাধারণের
 অনুরাগ বৃদ্ধি হওয়াতে দেশে ধনসম্পত্তির আধিক্য
 হইতে লাগিল । কিন্তু রোমকেরা রুটনদিগকে বুদ্ধ-
 বিদ্যা শিক্ষা করাইয়া কদাচিত্ও স্বদেশে অবস্থান
 করিতে দিতেন না । যে সকল রুটন বুদ্ধশিক্ষা করিত
 তাহাদিগকে কোন দূরদেশ রক্ষার্থ প্রেরণ করিয়া অ-
 পর দেশীর সৈনিক গণের দ্বারা রুটন রক্ষা করিতেন ।
 আর যে সকল লৌক সৈনিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইয়া-
 ছিল তাহাদিগের সকলকেই নিরস্ত্র হইয়া থাকিতে
 হইত । সুতরাং রোমকেরা একবার রুটন ভাগ ক-

* লণ্ডন এবং ইয়র্ক এই দুই নগর **আগ্রিকোলা** কাউর বা চেফর
 এই দুই শব্দ যে সকল নগরের নামের অন্তে দৃষ্ট হয় সেই
 সকল নগর রোমকদিগের নির্মিত ।

রিয়। গেলে তদ্দেশীয়েরা সে, কোন প্রকারে আয়রক্ষা করিতে পারিবে তাহার কোন উপায়ই রহিল না।

যেমন মৃত্যু আসন্ন হইলে হস্তপদাদির প্রান্ত-ভাগ অগ্নেই শীতল হয় এবং তথায় রক্তের গমনাগমন নিরূত্ব হওয়াতে আর সেই সকল স্থলে নাড়ীর গতি বোধ হয় না। শরীরের মধ্যভাগেই কণ-কাল পর্য্যন্ত নাড়ীর সঞ্চার বোধ হইয়া থাকে, সেইরূপ যেমন রোম সাম্রাজ্যের বিনাশকাল নিকটবর্তী হইতে লাগিল, অমনি তাহার দূরপ্রদেশ সমুদায় হইতে রোমক সৈন্যগণ প্রস্থান করিল আর তথায় প্রত্যা-গমন করিল না এবং ক্রমে সংকুচিত-বৃত্ত হইয়া রো-মের সন্নিধানেই চতুর্দিক রক্ষা করিবার নিমিত্ত কিছু-কাল সচেষ্ট হইতে লাগিল। ৪২৯ খৃঃ অব্দে রোমকেরা ইংলণ্ড পরিত্যাগ করে। তখন স্কটলণ্ডের দক্ষিণাঞ্চল বাসী 'স্কট্' এবং 'পিক্ট' জাতীয়েরা হটনদিগকে অ-তান্ত বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিল। হটনেরা যুদ্ধে নিতান্ত অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা রোমে পত্র প্রে-রণ করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করত এই বলিয়া দুঃখ করিয়াছিল যে, “ভীষণাকার অসত্য লোকেরা আমা-দিগকে সমুদ্রের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে; সমুদ্রও আবার ঐ রাক্ষসদিগের সমক্ষে প্রতিহত করিতেছে, আমরা কোথায় যাই কি করি কিছুই বুঝিতে পারি না।” কিন্তু রোমকেরা আপনাদিগের দুঃখ সময়ে হ-টনদিগের বিশেষ উপকার করিতে পারিলেন না।

সুতরাং উহারা অগত্যা উত্তরাঞ্চলীয় জনদস্যাদিগের নিকটেই সাহায্য প্রার্থনা করিল। ঐ জনদস্যাদিগের বাসস্থান, 'রাইন'* নদীর মুখ হইতে 'এল',† নদীর মুখ পর্য্যন্ত সে ভূভাগ তাহাতেই ছিল। উহারা 'জুট' 'জাঙ্গল' এবং 'সাক্সন' ইত্যাদি বিবিধ নামে প্রসিদ্ধ হয়। 'হেঞ্জিষ্ট' এবং 'হর্স' নামক ভ্রাতৃত্বয় নিমন্ত্রণ পাইয়া রুটনে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অতি স্বাভাবিকভাবেই স্বর্ট ও ক্রিক্টিদিগকে পরাভূত করিয়া সমুদায় দেশ নিকশিত করিল। কিন্তু তাহারা দেশের শোভা ও দেশবাসীদিগের অকমতঃ দর্শনে আপনারা লোভপরবশ হইয়। রুটন ত্যাগ করিয়া বাইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইল। প্রত্যুত উহারা স্বদেশীয় অপরাপর লোক সকলকে আহ্বান করিতে লাগিল এবং সকলে মিলিয়া ক্রমে সমুদায় দেশটি আশনাদিগের অধিকৃত করিয়া লইল।

রুটনেরা কেল্ট-জাতীয় ছিল, সাক্সনেরা তাহা ছিল না, উহারা টিউটন্স জাতীয় লোক ছিল। উহাদিগের সহিত যুদ্ধে রুটনেরা প্রায় নিম্মূলিত হইয়া

* এই নদী সুইডেনের পশ্চিম হইতে নিঃসৃত হইয়া ড্যান্সের পূর্বদিক দিয়া আইসে এবং ইংলণ্ডদেশের মধ্যদিয়া অর্থন সাগরে পতিত হয়।

† এই নদীর মুখ ডেনমার্ক দেশের নৈর্ধ্বতকোণে দৃষ্ট হইবে।

‡ টিউটন্স জাতীয়েরাও ককেশীয় বর্ণসম্মুক্ত। উহারা এখনো প্রায় ইউরোপের সর্বত্রই আধিপত্য লাভ করিয়াছে।

ধায়। কেবল পশ্চিম ভাগে যে পর্বত শ্রেণী আছে তাহাতে কতক লোক প্রস্থান করিয়া রক্ষা পায়। আর কতক ব্যক্তি গল্দেশে পলাইয়া হুটেনি* নামক তাহার প্রদেশ বিশেষে যাইয়া বাস করে।

সমুদায় দেশ সাক্সনদিগের অধিকৃত হইলে উহা প্রথমতঃ বহু ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয় এবং সেই সময়ে পোপ† ‘গ্রীগরী’ প্রেরিত ‘অগস্টিন্’ নামক একজন সাধু আসিয়া উহাদিগকে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করিতে আরম্ভ করেন। সাক্সনদিগের পূর্ব-ধর্ম অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। উহারে অনেক দেবদেবী মানিত এবং স্বর্গ নরকও স্বীকার করিত বটে কিন্তু উহাদিগের মতে দেবতা ‡ মাত্রেই রণোন্মত্ত—সর্বদা যুদ্ধ এবং মধ্যে তীব্র মদিরা পান করাই স্বর্গের সুখ—আর যুদ্ধে পলায়ন করিলেই নরকের দুঃখভোগ করিতে হয়। যতদিন উহারে অসত্য ছিল এবং দণ্ড-হুতি দ্বারা আপনাদিগের জীবনোপায় করিত তাবৎকাল এইরূপ ধর্মই প্রবল রহিল। কিন্তু যখন উহাদিগের হুটেন দ্বীপে বাস হইল, কৃষি বাণিজ্যাদি দ্বারা সুখ ভোগের সামগ্রী উৎপন্ন হইল এবং অন্যান্য প্র-

* ফ্রান্সের বায়ু কোণে অবস্থিত।

† রোম নগরীর রাজকেরা এই উপাধি গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ প্রায় সমুদায় খ্রীষ্টমতাবলম্বী দিগের পুণ্ড্র ধর্ম শাসন বিস্তার করেন।

‡ ওডিন, থর, প্রভৃতি।

কারে অসম্ভার পরিবর্তন হওয়াতে মনও কোমল এবং প্রশান্ত হইয়া উঠিল, তখন পূর্বোক্তরূপ কেবল সংগ্রামের ধর্ম প্রণালী আর অসম্ভার পাত্র ছই ত পারিল না। মাক্সনেরা অতি অল্প কালের মধ্যেই ধর্ম ধর্ম গ্রহণ করে। ইহারই কিয়ৎকাল পরে তাহাদিগের স্বতন্ত্র ২ আর্টী রাজ্য ক্রমশঃ পরস্পর মিলিত হইয়া একত্রীকৃত হয় এবং ‘এগ্‌বট’ নামক কোন মহায়া ঐ মিলিত রাজ্যের রাজ হন।

এই মাক্সনেরাই বর্তমান ইংরাজ জাতির পূর্ব-পুরুষ। তাহাদিগের অসম্ভারত্বই যে সকল রীতি নীতি ছিল তাহাই এক্ষণে পরিণত হইয়া ইং-রাজদিগের সমস্তা রীতি নীতি হইয়াছে। তাহাদিগের রাজ্য বখোঁসারী হইতে পারিতেন না। কতক গুলি স্ববিদ্বৎ পুরুষের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া তাহাকে রাজ-কার্য্য করিতে হইত। ঐ সভার নাম ‘উইটন। গিমট’ ছিল। কলতঃ ঐ সভাই বর্তমান ‘পার্লিয়ামেন্ট’ সভার মূল স্বরূপ বলিতে হই বক। মাক্সনদিগের ধর্ম্মাধিকরণ এক প্রকার ‘পঞ্চায়তের’ দ্বারা নির্ধারিত হইত। তাহা হইতেই ইংরাজদিগের মধ্যে জুরি নিয়োগের ব্যবহার উৎপন্ন হইয়াছে। মাক্সনেরাই প্রথমে সমুদায় ইংলণ্ড বেশকে সাইয়র, কোন্টী, হেণ্ড্‌ ইত্যাদি নানাতাগে বিভাগ করে এবং প্রজাদিগকে পরস্পরের আচার ব্যবহারের প্রতিদৃষ্টি রাখাইয়া যোগে আপনাই অনেকাংশে আপনা-

দিগের রাজকার্য্য নিৰ্ব্বাহ করিতে পারে এমন উপায় করিয়া দেয় । ইংরাজেরা সেই অধি প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী সংস্থাপনে যেমন কৃতকার্য্য হইয়াছেন বোধ হয়, পৃথিবীর অন্য কোন জাতিই সেরূপ হইতে পারেন নাই । সাক্সনেরা জলযান প্রস্তুত করণে বিলক্ষণ নিপুণ, সামুদ্রিক যুদ্ধে অতিশয় কুশল আর জল পথে দূরদেশ গমনে একান্ত নিতর্য্য-হৃদয় ছিল—ইংরাজেরাও এই সকল গুণের নিমিত্ত বিশিষ্ট রূপে গৌরবান্বিত হইয়া আছেন ।

কিন্তু অতাপ্পকালমধ্যেই ইংলণ্ডে আর একটি জাতির প্রবেশ হইয়াছিল । রোম ইতিহাসে বাক্য আছে যে, রোম সাম্রাজ্য যে অসত্য জাতির স্রোতঃ-প্রাবৃত হইয়, যায়, সেই সকল অসত্য জাতি একেবারে বা এক সময়ে উক্ত সাম্রাজ্যকে আক্রমণ করে নাই । কেমন সমুদ্রের উন্মি একটী করিয়া কূলের দিকে আসিতে থাকে তেমনি বিবিধ নামধেয়* অসত্য জাতির দল একটী করিয়া রোম সাম্রাজ্যের উপর পতিত হইয়াছিল । সাক্সনেরা যে দেশ হইতে নির্গত হইয়াছিল তাহার উত্তর দিকস্থ ‘ডেন-মার্ক’ ‘স্কাণ্ডি-নেবিয়া’† প্রভৃতি ভূভাগ হইতে আর একটি ভয়-কর দল বাহির হইয়াছিল । উহার ‘ডেন’ বা

* গথ, ভাণ্ডাল, হনু, সুইডি, লাজেমান, বর্গণ্ডিয়ান, প্রভৃতি ।

† মরুয়ে এবং সুইডেন্

‘নরমান্’ নামে প্রসিদ্ধ হয় । প্রথমে দস্যুরাজিই উহাদিগের একমাত্র ব্যবসায় ছিল । উহাদিগের ন্যায় মিঠুর, নির্ভয়হীন, ঈশ্বরচাৰী লোক, বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোন দেশে কখন জন্ম গ্রহণ করে নাই । উহারা একজন বিক্রমশালী আধিপতি-কর্তৃক পরিচালিত হইয়া অর্নবমান আরোহণে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি নানা দেশের উপকূলে অরতীর্ণ হইত এবং যেখানে যাইত তথাকার গৃহ, দেবালয়, উদ্যান, শাস্ত্রক্ষেত্র সকলই তথা ও ভস্মসাৎ করিয়া সমুদায় দেশ বিলুপ্তি ও তত্রতা জন সমূহকে বন্দীকৃত করিয়া লইয়া যাইত । ইহারা সাকসনদিগের আধিপত্যের সময় পুনঃ ইংলণ্ডে আগমন করে । সাকসন রাজারা ইহাদিগের দৌরাত্ম্য অতি ব্রূত এবং উদ্ভিগ্ন হইয়াছিলেন । বিশেষতঃ মহাত্মা আলফ্রেড একদা সংগ্রামে পরাভূত হইয়া রাজসিংহাসন পরিত্যাগপূর্বক অরণ্য মধ্যে প্রস্থান করেন । কিন্তু তিনি পুনর্বার প্রবল হইয়া শত্রুসমূহকে পরাভূত করেন এবং তাহাদিগকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিয়া ইংলণ্ডের এক প্রদেশে বাস করিতে দেন ।

ইহার পর আর এক জন সাকসন রাজা নিতান্ত মূঢ়তার কৰ্ম্ম করিয়া স্বদেশবাসী তাবৎ ডেন জাতীয় লোককে বিনাশ করিয়াছিলেন । তাহাতে ডেনমার্ক রাজ ‘সোএনু’ মহাক্রোধে আসিয়া ইংলণ্ড

আক্রমণ করেন এবং অক্লেশে ইহার সিংহাসন অধিকার করিয়া আপনি, আপন পুত্র কেনুট এবং পৌত্র হাডিকেট এই তিন পুরুষ অবাহতরূপে এই দেশের রাজদণ্ড ধারণ করেন । পরিশেষে পূর্ব-গত সাক্সন ভূপাল বংশীয় এডওয়ার্ড নামক একটা শালু-প্রকৃতিক ব্যক্তি পুনর্বার ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । ইনি ধার্মিক ছিলেন বটে, কিন্তু যে সময়ে লোকের বিদ্যা চর্চার আধিক্য না থাকে তৎকালের ধর্ম প্রায় বিশুদ্ধ যুক্তি-সংস্কৃত হইতে পারে না ; তখন ধর্মবুদ্ধি নিতান্ত জড়ীভূত এবং বহুবিধ কুসংস্কারে পরিপূর্ণ থাকে । এডওয়ার্ডের মনেও সেইরূপ নানা প্রকার কুসংস্কার ছিল । তিনি বোধ করিতেন যে, স্ত্রী সংসর্গ করিলে শরীর অপ-বিত্র এবং মন অশুচি হয় ; এই ভাবিয়া তিনি যাব-জীবন কখনই আপন ধর্মপত্নীর সংসর্গ করেন নাই । এডওয়ার্ড এইরূপে নিঃসন্তান হইয়া পরলোক গমন করিলে তাঁহার রাজ্যাধিকার লইয়া ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল ।

যে সময়ে নর্মান্ এবং ডেন্‌ জাতীয়েরা ইং-লণ্ড আক্রমণ করে সেই সময়ে ভাহাদিগের আর একদল ‘রোলো’ নামক কোন যুদ্ধবীরের অ-ধীন হইয়া ক্রান্ত রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল । ক্রান্তরাজ্যে নিতান্ত অক্ষম ছিলেন । তিনি রোলোকে

* চাল্‌স্‌ দি সিফল্‌ অর্থাৎ নিসর্ফাৰ্‌ চাল্‌স্‌ ।

তুচ্ছ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যের বারু কোণে কিয়দাগের অধিকার প্রদান করিলেন । ঐ প্রদেশ নরমানদিগের নিবাসভূমি হওয়াতে তাহার নাম নরমাণ্ডি হইল । রোলো এবং তাঁহার পরবর্তী রাজগণ ডিউক্ উপাধি গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত বৈচক্ষণ্য সহকারে স্বদেশ শাসন করিয়াছিলেন । বিশেষতঃ ফ্রান্সদেশবাসী সচেতা ব্যক্তিবর্গের সংস্রবে ভীষণপ্রকৃতি নরমান্ লোক সকল অত্যঙ্গকাল মধ্যেই বিবিধ সদাণ সম্পন্ন হইয়া ক্রমে সত্য পদবীতে আকৃষ্ট হইয়াছিল । এডওয়ার্ড ইংলণ্ডের রাজা হইবার পূর্বে ঐ নরমাণ্ডির রাজ্য সভাতেই থাকিতেন; সুতরাং তাহাদিগের রীতি চরিত্রের প্রতি তাঁহার বিশেষ আস্থা এবং ভক্তি জন্মিয়াছিল । অতএব তখন তিনি লোকান্তর গমন করেন তখন নরমাণ্ডির ডিউক্ উইলিয়মকেই আপন রাজ্যাধিকার প্রদান করিবার মানস প্রকাশ করিয়া যান । কিন্তু সাক্সনেরা নরমানদিগের অতিশয় ঘেব করিত । তাহাদিগের এমত ইচ্ছা ছিল না যে, নরমান্ জাতীয় কোন ব্যক্তি তাহাদিগের উপর কর্তৃত্ব লাভ করে । সুতরাং তখন মৃত রাজার শ্যালক ‘ হারল্ড ’ আপনি রাজ্য হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তখন সাক্সনেরা সকলেই মহা তুচ্ছ হইয়া তাঁহাকে রাজ্যাধিনিষ্ঠ করিল । ইতিপূর্বে একদা হারল্ড নরমাণ্ডিতে পর্যটনহুনে গিয়াছিলেন । তখন উই-

এই যুদ্ধের প্রবর্তক অতএব এই ধর্মযুদ্ধে প্ররত হইলে সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হইবে এবং স্বর্গ সুখ-লাভেরও উপায় হইবে' । ইউরোপখণ্ড তখন অনন্য-কর্ম্মা সংগ্রামপরায়ণ যুদ্ধবীরে পরিপূর্ণ ছিল । তা-হাতে ধর্ম্মশাস্ত্রের এই প্ররোচনাদেশ, অতএব অতি অল্পকাল মধ্যেই সহস্র বোদ্ধা নানা অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ করিয়া কতক পাদচারে, কতক পোতা-রোহণে জুড়িয়া প্রদেশাভিমুখে প্রস্থান করিল । এই জৈত্র যাত্রাকে 'ক্রুসেড'* বলে ।

নরমাণ্ডির ডিউক রবট', ফ্রান্স অপরিশোধিত অসুস্থতাদিষ্ট এবং রণোন্মত্ত ছিলেন, তাহাতে তিনি যে সর্ব্ব প্রথমেই ক্রুসেডে গমন করিবার নিমিত্ত অভিলাষী হইবেন তাহা সহজেই বোধ হইতে পারে । কিন্তু তেমন দূরদেশ যাইতে হইলে সমধিক অর্থ সম্ব-লের প্রয়োজন হয় । অমিতব্যয়ী রবটের কিছুনা ব্র-ধন সম্পত্তি ছিল না । তিনি দেশের রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু কখনও তাঁহার এমন দশা উপস্থিত হইত যে, ভৃত্যেরা একত জন করিয়া রাত্রিকালে তাঁহার সকল পরিধেয় গুলি চুরি করিয়া লইত, প্রাতঃকালে পরিধান করিয়া শয্যা হইতে বাহির হন এমন বস্ত্র খণ্ডও তাঁহার থাকিত না । সুতরাং রবটের অর্থ প্রয়োজন হওয়াতে তিনি ইংলণ্ডগতি উইনি-

* যোদ্ধৃগণ স্বয়ং অদ্যাতরএ ক্রুসের (†) চিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই নাম হইয়াছিল ।

রায়ের নিকট আশন অধিকার সমস্ত বন্ধক দিয়া
 ঋণগ্রহণ করিলেন। উইলিয়ম, ইংলণ্ড এবং নর্ম্যাণ্ডি
 উভয়দেশেই রাজ্য করিতে লাগিলেন। একদা উইলি-
 য়ম মৃগয়া করিতেছেন এমন সময়ে ‘ওয়াট্‌টিরেল’
 নামক এক ব্যক্তির নিকশিত শর দৈবাধীন কোন
 দিকে লাগিয়া প্রতিহত হইয়া একেবারে রাজার হৃদয়
 বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইল। কেহ বলেন যে,
 ‘ওয়াট্‌টিরেল’ বুদ্ধিপূৰ্ব্বকই এই কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন
 —উহা দৈবাধীন হয় নাই।

হাশা ইউক, উইলিয়মের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত
 হইবা মাত্র তাঁহার অনুজ ‘হনরী’ রাজসিংহা-
 সনারোহণ করিলেন। ইনি তৎকালপরিজ্ঞাত বিবিধ
 বিদ্যায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এই হেতু লোকে
 তাঁহাকে ‘সুশিক্ষিত’ উপাধি প্রদান করিয়াছিল।
 ইনি আশন পিতা ও ভ্রাতার ন্যায় সাক্ষমন্ প্রজা-
 বর্গের উৎসাহিত না করিয়া যাহাতে উহার। সুখ-
 সন্মুখে কালযাপন করে এমন চেষ্টা করিতে লাগি-
 লেন। বিশেষতঃ নর্ম্যাণ্ডীর ডিউক ‘রবার্ট’ জুডিয়া
 হইতে প্রত্যাগমন করত নিজ রাজ্যের অধিকার
 গ্রহণ করিলে পর ইংলণ্ডীয় প্রজাবর্গের প্রতিই ইহার
 বিশিষ্ট স্নেহ এবং সম্ভাব হইল। ইনি সাক্ষমন্দিগের
 পূৰ্ব্বরাজবংশীয়। নাটিল্ডা নাম্নী কামিনীর পাণিগ্রহণ
 করিলেন। তাহাতে সাক্ষমনের। আর আশনাদিগকে
 পরকীয় রাজার অধীন বলিয়া ভাবিল না। অতান্ত

নিজের তাঁহাকে আপনার দেশে পাইয়া, সান্তিশয় ধূর্ততাচরণ দ্বারা এইরূপ শপথ করাইয়া লন যে, তিনি উলিয়মের রাজ্যাধিকারে প্রতিবন্ধকতা করিবেন না । এক্ষণে সেই হারল্ডই আপনি রাজ্যসমগ্র গ্রহণ করাতে নর্মান্ডির ডিউক তাঁহাকে বিধর্মী বলিয়া রোম নগরীয় ধর্মশাস্তা পোপের নিকটে অভিযোগ করিলেন । পোপ দেখিলেন যে স্বাধীনস্বত্বের সাক্ষর নেরা আমাকে তাহাদিগের ধর্মসংক্রান্ত সকল বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে দেয় না; অতএব উইলিয়মের জয় হইলে আমারও ইংলণ্ডে আধিপত্য বৃদ্ধি হইবে; এই ভাবিয়া তিনি ইংলণ্ডে অধিকার করিবার নিমিত্ত উইলিয়মের প্রতি অনুমতি প্রদান করিলেন, আর হারল্ডকে ধর্মবিরোধী বলিয়া অভিশপ্ত করিলেন । উলিয়ম ইউরোপের যাবতীয় যোদ্ধাবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে লাগিলেন । অসভ্যদেশে মাত্রই সংগ্রাম কামনার বাহুল্য থাকে, সুতরাং অসভ্য দেশে অনন্য কস্মা কেবল যুদ্ধবিন্যাসিবারদ যত লোক পাওয়া যায় সভ্যদেশে কখনই তত পাওয়া যায় না । উইলিয়মের রণ পতাকা উড়্‌ডীন হইবামাত্র শত শত সুবিখ্যাত যুদ্ধীর চতুর্দিক হইতে আগমন করিতে লাগিলেন ।

এখানে হারল্ডের সোদর টফি, আপনি রাজ্য হইবেন এই অভিপ্রায়ে নরওয়ের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিতে গিয়াছিলেন । তিনি হঠাৎ সমূহ-

সৈন্য সমভিব্যাহারে আসিয়া রাজের উত্তর দিক
আক্রমণ করিলেন। হারল্ড কাল বিলম্ব না করিয়া
তৎক্ষণাৎ উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন। নরওয়ের
সৈন্যগণ তৎকর্তৃক আক্রান্ত, পরাভূত এবং সর্বতো-
ভাবে বিনষ্ট হইল। কিন্তু এই অবকাশেই, উ-
ইলিয়ম সসৈন্যে ‘সসেক্স’* প্রদেশে আসিয়া উপ-
স্থিত হইয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি নৌকা
হইতে অবতীর্ণ হইবার সময়ে ভূমিতে পড়িয়া যান।
এই অমঙ্গল চিন্তদর্শনে তাঁহার সৈন্যগণ ভীত হইবার
উপক্রম করিয়াছিল কিন্তু অতিশয় প্রতাপবান
তাঁহার এক জন পারিষদ রাজাকে সযোধন করিয়া
বলিলেন, ‘মহারাজ, আগনি বড় সৌভাগ্যশালী পু-
রুষ, দেখুন এই দেশে পদার্পণ করিবামাত্র ইহার মূর্তি-
কা আগনার হস্তগত হইয়াছে, এই কথা বলিবা মাত্র
আর কেহ অমঙ্গল শঙ্কা করিল না। সকলেরই দৃঢ়
প্রতীতি হইল যে অচিরেই ইংলণ্ডদেশ তাহাদিগের
করকবলিত হইবে।

হারল্ড, উইলিয়মের আগমন বার্তা শ্রবণ-
মাত্র তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে দক্ষিণাভি-মুখে যাত্রা ক-
রিলেন। ১০৬৬ খৃঃ অব্দের ১৪ ই অক্টোবরে হেষ্টিংস †
নামক নগরের সম্মুখস্থ উভয় প্রতিপক্ষ সৈন্যে

* কেণ্ট প্রদেশের পশ্চিমে অবস্থিত ইহার প্রধান নগরের
নাম চিচেস্টার।

† লণ্ডন নগরের অগ্রিকোণে সমুদ্রকূলে অবস্থিত।

ঘোরতর যুদ্ধ হয় । সাক্সনেরা যেমন সাহস, ঠেংহু, বিক্রম এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল, যদি তাহাদিগের তাদৃক যুদ্ধকৌশল থাকিত তাহা হইলে উইলিয়মের জয় হইত না । আর হারল্ড, জীবিত থাকিলেও, বোধহয়, ঐ এক যুদ্ধেই ইংলণ্ড একেবারে উইলিয়মের পদাবনত হইত না । কিন্তু গেরুপ মটিল তাহাতে ঐ হের্টিংসের যুদ্ধেই সাক্সনদিগের স্বাধীনতা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল ।

ইহার পরে যখন নর্মাণ্ডির সহিত ইংলণ্ডের সম্পর্ক রহিত হইয়া গেল, যখন নর্মান্ এবং সাক্সন এইরূপ জাতি ভেদ আর রহিল না, তখন উদারস্বভাব, সচেতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি নর্মান্দিগের গুণে সাক্সনদিগের দৃঢ়তা, সাহসিকতা এবং স্বাভাবিক-পরায়ণতা সংযুক্ত হইয়া বর্তমান ইংরাজদিগের জাতীয় গুণ সমূহ প্রকাশ হইতে লাগিল ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

—০—

[বিজেতা উলিয়ম—সৈনিকভূম্যাধিকার-প্রণালী—উইলিয়ম রডকেশ—ক্রুসেড—রবার্ট—হন্সব্রীম্পট—ফেফেনু হন্সব্রীম্পট—গেনেট—পোপের প্রাদুর্ভাব—রিচার্ড সিংহমনা—ভূমিশূন্য বন—মাগ্নাচার্টা—প্রকৃত ইংরাজজাতির উৎপত্তি ।]

সাক্সন্ এবং নর্মান্ এই দুই জাতির মধ্যে যে রূপ পরস্পর দৃঢ়তর বিদ্বেষ ছিল তাহাতে যে উইলিয়ম নিকপত্বে ইংলণ্ড অধিকার করিতে পাইবেন তাহার কোন সম্ভাবনাই ছিল না । বস্তুতঃ সাক্সনেরা তাহাতে স্বাধীন হইতে পারে পুনঃ ২ এমত চেষ্টা করিয়াছিল । তাহার সম্মুখে পূর্বে সমুদায় ডেন্জাতীয় লোককে নষ্ট করিয়াছিল সেইরূপ সকল নর্মান লোককেও হত্যা করিবার নিমিত্ত এফণে পরামর্শ করিল । কিন্তু তাহাদিগের ঐ দুর্মন্ত্রণা সকল হইল না । এবং উহা প্রকাশ হওয়াতে উইলিয়ম, সাক্সনদিগের প্রতি অনেকানেক সুকঠিন-নিয়ম প্রচারিত করিলেন । প্রথমতঃ তিনি ইংলণ্ড ভূম্যাধিকারের এক নূতন প্রণালী প্রবর্তিত করিলেন যদ্বারা দেশের সকল ভূমি-সম্পত্তি রাজার নিজস্ব হইল । রাজা ঐ সমস্ত ভূমির কিয়দংশ খাসে রাখিলেন । অপর সমুদায় ভাগ সৈন্য সংখ্যার অনুসারে বিভাগ করিয়া আপন সেনাপতিগণকে অর্পণ করিলেন । সেনাপতিগণ

ঐ ভূমি সম্পত্তি গ্রহণকালে এমনতর স্বীকার করিলেন যে তাঁহার রাজার অধীন হইয়া থাকিবেন এবং যুদ্ধ উপস্থিত হইলে নির্দিষ্টসংখ্যক অশ্বারোহ এবং পাদাত সৈন্য লইয়া তাঁহার সহকারিতা করিবেন । এই রূপ করাতে প্রায় সাক্ষ্যমাত্রেই ভূম্যধিকার-বর্জিত হইল । প্রধানতঃ নর্ম্মান শোদ্ধপতিগণ স্বতন্ত্র অধিকারে এক একটা উপভূগ নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে স্বাধীন হইয়া বাস করিতে লাগিলেন । উইক্সা পরস্পর বিবাদ করিতেন, প্রজাবর্গের বিবাদ বিসম্বাদ মীমাংসা করিতেন এবং অপরাপর ব্যক্তিকেও ভূম্যধিকারের কিঞ্চিৎ অংশ প্রদান করিয়া আপনারা রাজার নিকট যে রূপ নিয়মেবদ্ধ ঐ সকল ব্যক্তিকেও তদ্রূপে বদ্ধ করিতেন । ফলতঃ কোন জাতি বিজিত জনপদ মধ্যে বাস করিবার প্রয়াস পাইলেই প্রায় এই রূপ ভূম্যধিকারের নিয়ম প্রচলিত করিয়া থাকে । উইলিয়ম তাহাই করিয়াছিলেন এবং এই নিয়ম তৎকালে ইউরোপের সর্বত্রই প্রচলিত হইতেছিল । কিন্তু ইহা ব্যতিরিক্ত তিনি আরও কতিপয় কঠিন নিয়ম সংস্থাপিত করেন । সন্ধার ক্রিয়াক্ষণ পরে নগরে ঘণ্টার ধনি হইত । সেই ঘণ্টার ধনি শ্রবণ

* এতদ্দেশে পঞ্জাবরাজ রণজিৎসিংহ অধীনস্থ সরদার-দিগের সহিত পূর্বোক্তরূপ নিয়ম করিতেন । পাঠানেরা হিন্দু-প্রধান জয় করিয়া কোথাও উক্তরূপ ভূম্যধিকার প্রণালী সংস্থাপনের চেষ্টা পাইয়াছিল ।

মাত্র সকল প্রজাকেই স্বয়ং গৃহের অগ্নি নির্বাণ বা
আচ্ছাদিত করিয়া অন্ধকারে থাকিতে হইত। যদি
কোন নর্মান্ কোথাও নিহত হইত তবে যে পল্লীতে
তাহার শব পাওয়া গাইত সেই পল্লীর সকল লোকে
তাহার নিমিত্ত দায়ী হইত। এবং হতাকারীকে নি-
র্দেশ করিয়া দিতে না পারিলে সকলেরই বিলক্ষণরূপ
অর্থ দণ্ড হইত। উইলিয়ম আর এক নিয়ম করেন যে,
রাজানুজ্ঞা ব্যতিরেকে কেহই মৃগয়া করিতে পারিবে
না। এই রূপ নানা প্রকার রাজস্বপাতিনী ব্যবস্থা
প্রচলিত হওয়াতে সাক্সনেরা অত্যন্ত পীড়িত হ-
ইতে লাগিল। কিন্তু উইলিয়ম, বিজেতা উপাধি গ্রহণ
করিয়াছিলেন এবং যে অস্ত্রবলে হের্টিংসের যুদ্ধ জয়
হইয়াছিল তাহারই বলে তাঁহার রাজ্য রক্ষিত হইল।

উইলিয়ম এমত সৌভাগ্যশালী, বুদ্ধিমান এবং
প্রতাপান্বিত হইয়াও আপনার গৃহে সুখী হইতে
পারেন নাই। তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ
রবর্ট অবাধ্য এবং উদ্ধত স্বভাব ছিল। উইলিয়ম তা-
হার প্রতি নর্মাণ্ডি শাসনের ভারার্পণ করিয়া ইংলণ্ডে
আইসেন। কিন্তু রবর্ট স্বাধীন হইবার আকাঙ্ক্ষায়
বিদ্রোহ উত্থাপন করে। ইহাতে পিতাপুত্রে সংগ্রাম
হয়। তৎকালে অশ্বারোহ প্রধান ২ যোদ্ধা কুলীনগণ*

* ইংরাজীতে ইহাদিগকে নাইট্ বলে : এক্ষণে বিশিষ্ট গুল-
শালী ব্যক্তি মাঝেই রাজার স্থানে নাইট্ উপাধি প্রাপ্ত হইতে
পারেন।

আপনাদিগের সমুদায় শরীর লৌহবর্ষ্মে আবৃত করিত। রবট এবং উইলিয়ম উভয়েই ঐ রূপ বর্ষ্ম ধারণ করিয়া পরস্পর দ্বৈরথ্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পুত্র পিতার প্রতি আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে অশুচ্যুত করে এবং পরে নিষ্কোষ রূপাণ হস্তে তাঁহার নিরশ্ছেদনের উদ্যম করিলে উনিই যে তাঁহার পিতা এই পরিচয় প্রাপ্ত হয়। রবট তৎক্ষণাৎ অহতাপযুক্ত হইয়া পিতার পানমূলে নিপতিত হইল এবং অতি ককণবনে তাঁহার স্থানে ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

ইহার কিয়ৎকাল পরে বিজিত উইলিয়মের মৃত্যু হইল এবং তাঁহার রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পৈতৃক রাজ্য নম্বাণ্ডি জ্যেষ্ঠ পুত্র রবটের এবং স্বেপার্জিত ইংলণ্ড রাজ্য মধ্যম পুত্র দ্বিতীয় উইলিয়মের ভাগধেয় হইল। তৃতীয় পুত্র হনরী যথেষ্ট সুবর্ণ-মুদ্রা পাইয়াই তুষ্ট রহিলেন। দ্বিতীয় উইলিয়মের কেশ রক্তবর্ণ ছিল এইজন্য ইতিহাসে ইহাকে ‘রক্তকেশ’ উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। রবট কেবল নম্বাণ্ডি পাইয়াই তুষ্ট রহিলেন না। আর কুটবুদ্ধি উইলিয়মও মনে ২ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে রবট অতি নির্যোধ, অতএব তাহার হস্ত হইতে নম্বাণ্ডির অধিকার গ্রহণ করা নিতান্ত কঠিন হইবে না। উভয়ের মন এইরূপ হওয়াতে পরস্পর বিবাদের সূত্র সহজেই উপস্থিত হইল। উভয় ভ্রাতৃ

সৈন্যে অনেক বৃদ্ধ হইল এবং দিনে উইলিয়ামেরই বিজয় হইবার সম্ভাবনা দৃষ্ট হইতে লাগিল ।

এমত সময়ে সমুদায় ইউরোপগণ্ডে একটী অতি ভয়ঙ্কর গোলযোগ উপস্থিত হইল । রোম সাম্রাজ্য নাশের হেতুভূত নানা অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে তুরস্ক জাতিয়ের অতি প্রধান বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য । তাহারা আর্ল্টাই* পর্বত হইতে অতীর্ণ হইয়া দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে আগমন করত তত্ত্বদেশে প্রচলিত মুসলমান ধর্ম গ্রহণপূর্বক সমুদায় আদিমিক তুরস্ক অধিকার করিয়া লয় । তাহারা কোন নতন ধর্ম গ্রহণ করে তাহাদিগের যেমন উৎসাহ হয়, তাহারা পুরুষানুক্রমে সেই ধর্মের শাসন মানিয়া আসিতেছে তাহাদিগের তত উৎসাহ হয় না । নব মুসলমান ধর্মাবলম্বী তুর্ককেরা জুডিয়া দেশ জয় করিয়া তথাকার খ্রীষ্টান তীর্থ যাত্রিকদিগের প্রতি নানা প্রকার দোঁরায়া করিতে লাগিল । পীটার নামক একজন সম্যাসী জুডিয়া প্রদেশস্থিত খ্রীষ্টের সমাধিস্থান প্রভৃতি তীর্থদর্শন করিয়া ইউরোপে প্রত্যগমন পূর্বক তুরস্কদিগের ঐ সকল অত্যাচারের বিবরণ ব্যক্ত করিয়া দিলেন । বিধর্মীদিগের হস্ত হইতে আপনাদিগের তীর্থস্থান মুক্ত করিতে কোন ধর্মপরায়ণ জাতির সম্যক ইচ্ছা না হয়? বিশেষতঃ কৃপাপ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে ‘জগদীশ্বর স্বয়ং

* তাতারদেশের উত্তরসীমাবর্তী পর্বতশ্রেণী ।

তুৰ্ক হইয়া হনুৰীৰ সহায়তায় প্রৱৃত্ত হইল। হনুৰী
ঐ সময়ে জেষ্ঠ ভ্রাতা ৰবৰ্টেৰ প্রতি যুদ্ধোদ্যম
করিলেন। প্রথম উদ্যমে ভ্রাতৃত্বয়ের মধ্যে সন্ধি
সংস্থাপিত হইল। দ্বিতীয় উদ্যমে আর সন্ধি
হইল না। ৰবৰ্ট যুদ্ধে ধৃত হইয়া ইংলণ্ডেৰ কোন্
দুৰ্গ মধ্যে বাবক্ষীবন নিকল্প রহিলেন। হনুৰী
সমুদায় নক্ষীণী এবং ইংলণ্ডেৰ উপর একাধিপত্য
করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তিনি শেষ দশায় অত্যন্ত মনোবেদনা
পাইয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র সমুদ্রমগ্ন
হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। পরে, আপনি একদা অতি-
ভোজন দ্বারা পীড়াগ্রস্ত হইয়া পরলোক গমন করেন।
হনুৰীৰ মৃত্যু হইলে তাঁহার ভাগিনেয় ‘ফেফেন’
রাজ্যসন অহণ করিলেন। কিন্তু ফ্রান্সেৰ অস্থগত
‘আঞ্জু’ প্রদেশেৰ অধিপতি মৃত মহীপতিৰ হনুৰী-
নাগাদোহিত্রও সেই সময়ে মাতামহেৰ সিংহাসন
অহণার্থে যত্নবান হন। উভয়ে অনেক যুদ্ধ হইয়াছিল।
পরে প্রতিবন্দীদিগেৰ মধ্যে সন্ধিবন্ধন হইয়া এই নিয়-
মাবধারণ হইল যে, হনুৰী একগে যুদ্ধে নিহত থাকিবেন
কিন্তু বয়োধিক ‘ফেফেনেৰ’ মৃত্যু হইলে তিনিই রাজ্য-
সন পাইবেন। ১১৫৪ খৃষ্টাব্দে ফেফেনেৰ মৃত্যু হইল
এবং পূৰ্বোক্ত নিয়মামুসারে হনুৰী ইংলণ্ডেৰ রাজা
হইলেন। ইনিই ‘প্লাটীগেনেট্’* বংশেৰ প্রবর্তক।

* হনুৰীৰ পিতা যুদ্ধবিশেষেৰ পক্ষ দ্বারা আপন নিরজাণ

ফ্রান্সের ইহাকে হেনরী-প্রাটগেমেট্‌ অথবা পকা-
 স্তরে দ্বিতীয় হেনরী বলা গিয়া থাকে। তৎকালে হেনরীর
 স্ত্রী প্রতাপশালী মহীশান-আর কেহই ইউরোপে
 ছিলেন না। ইংলণ্ড এবং নম্মাণ্ডী তাঁহার মাতা-
 মহারাজ্য, আঞ্জু টৈপ্তুক অধিকার এবং ফ্রান্সের
 আরও অনেকানেক প্রদেশ বিবাহ-সম্বন্ধে তাঁহার
 অধিকৃত হয়। এই সকল ব্যতিরিক্ত তিনি অল্পবলে
 ‘আয়ল’ দ্বীপ জয় করেন, ‘স্কটলণ্ডের’ রাজাকে
 বন্দী করিয়া আপন অধীনতা স্বীকার করান এবং
 ওয়েল্‌সের অধিপতির স্থানে নিয়মিতরূপ কর লন।
 কিন্তু এমত প্রতাপশালী হইয়াও তিনি সুখী হইতে
 পারেন নাই।

বিজেতা উইলিয়মের ইংলণ্ডে আগমন হওয়া
 ক্ষমতি ধর্মশাস্ত্রা পোপ তদ্রূপে আপন অধি-
 পত্য বিস্তারের চেষ্টা পাইতেছিলেন। তখন ইউ-
 রোপের সর্বত্রই যাজকদিগের সমূহ ভূম্যধিকার
 ছিল। এই ভূম্যধিকার রাজদত্ত, সূতরাং তজ্জন্য
 যাজকবর্গকে রাজার অধীন থাকিতে হইত। কিন্তু
 যাজকরা ক্রমে রাজশক্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া আপনারা
 যে, কেবল ধর্মশাস্ত্রা পোপেরই অধীন, এইরূপ
 ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহারা ইহাও
 বলিয়া উঠিলেন যে, আমাদের উপর রাজার

শোভিত করিতেন বলিয়া তিনিই পুণ্যে এই উপাধি প্রাপ্ত
 হইলেন।

কোন শক্তিই নাই। যদি কোন রাজক কোন দুষ্কর্ম করে, রাজা তাহার শাসন করিতে পারিবেন না। বস্তুতঃ রাজক সম্বন্ধীয় কি 'নান্' কি 'কৌজদাবী' কোন প্রকার মোকদ্দমাতেই রাজার কোন হাত নাই। সেই সকল মোকদ্দমা পোপের নিযুক্ত বিচারপতিদিগের নিকটেই নিশ্চয় হইতে পারে। হনরী দেখিলেন যে, ইহা হইলে পোপই তাঁহার রাজ্যের রাজা হইয়া উঠেন। অতএব যাহাতে ইহা না হইতে পারে, নিরন্তর এই চিন্তা এবং চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 'বেকেট' নানা একত্বন সামান্য-বংশোদ্ভব, কিন্তু অতি বিচক্ষণ এবং প্রগাঢ় বিদ্যাশালী কোন ব্যক্তি রাজার পক্ষ হইয়া, এই বিষয়ে অনেক তর্ক করিয় ছিলেন। হনরী তাঁহার প্রতি ভূষিত হইয়া কাণ্টেরবুরীর আর্চ-বিশপের পদ শূন্য হইলে বেকেটকে সেই পদে অধিরূঢ় করিলেন। কিন্তু বেকেট স্বয়ং ইংলণ্ডের প্রধান রাজক হইয়া আর পূর্বে-রূপ রহিলেন না। পূর্বে রাজার তোবামোন এবং বাবুয়ানা করিয়া বেড়াইতেন। এক্ষণে একেবারে ধার্মিকচূড়ামনি ও পরম তপস্বী হইয়া বসিলেন।

* ইংলণ্ডের রাজকপ্রধান সর্বোচ্চ পদ প্রাপ্ত ব্যক্তি আর্চ-বিশপ উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের আর্চ-বিশপ দুইজন, একজন লন্ডন নগরে অপর ব্যক্তি কেন্টপ্রদেশীয় প্রধান নগর কাণ্টেরবুরীতে অবস্থিতি করেন। এতদুভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ব্যক্তি শ্রেষ্ঠত্ব।

তঁাহার পদ পরিবর্ত হওয়াতে মতিরও পরিবর্ত হইল। তিনি বলিয়া বসিলেন, রাজকনিগের বিচারে রাজার কোন হাতই নাই। হনরী বেকেটর এইরূপ অত্যাচার দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং কথায়২ এক দিন বলিয়া ফেলিলেন ‘আমি কি হতভাগা! আমার এমন একটাও আত্মীয় ব্যক্তি নাই যে, এই পাজি রাজকের হাত হইতে আমাকে মুক্ত করে’। প্রভুদিগের কখন কাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা কর্তব্য নয়। সহজেই লোকে তঁাহাদের মন বুঝিয়া কর্ম করিতে চাহে, আবার যদি তঁাহারা কাহারও প্রতি স্পষ্টরূপে আন্তরিক বৈরক্তি প্রকাশ করেন, তবে সেই ব্যক্তির রক্ষা হওয়া ভার। হনরীর পারিষদ চারি জন তঁাহার প্রমুখ্যৎ পূর্বোল্লিখিত কথা শ্রবণমাত্র আর কালবিলম্ব না করিয়া কান্টেরবুরী নগরে গমন করত বেকেটকে হত্যা করিয়া ফেলিলেন। বেকেট পরম ধার্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। অতএব তঁাহার হত্যায় দেশের অমঙ্গল শঙ্কা করিয়া সকল লোকে হাহাকার করিতে লাগিল। বেকেট সাধুস্বর্গে পরিগণিত হইয়া ‘সেন্ট টমাস’ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন এবং হনরীকে তঁাহার বধের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। তিনি

* অতি ধর্মশীল কোন্ ব্যক্তির তিরোভাব হইলে রোমান-কাথলিক যাজকেরা তঁাহাকে সেন্ট অর্থাৎ সাধু উপাধি প্রদান করিয়া থাকেন। মুসলমানেরা স্বাভাবিক তাদৃশ ব্যক্তিদিগকে পীর বলিয়া সম্মান করে।

রাজধানী লণ্ডন নগর হইতে অনারত-পদে কাটরবুরী নগর পর্য্যন্ত গমন করিলেন এবং সেন্ট টমাসের গঠধারী সন্ন্যাসিগণ তাঁহার পৃষ্ঠে অশীতিবার বেত্রাঘাত করিল। হনুী ষত দিন এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া ছিলেন, তাবৎকাল ইংলণ্ডীয় প্রজাবর্গ মহাশঙ্কান্বিত হইয়াছিল এবং ধর্ম্মশাস্তা পোপ, মহারাজাকে অভিশপ্ত করিবেন, এই ভয় দেখাইয়া রাখিয়াছিলেন।

হনুর আর এক মহা অশুখের কারণ তাঁহার রাজ্যীর ও ভদ্রগর্তজাত সম্ভ্রান্নিগের দুর্ভিক্ষতা। ইহাঁর পুত্রেরা প্রথমে পরস্পর বিবান করিয়া পরিশেষে পিতার বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করে। সেই দুঃখে, বিশেষতঃ প্রিয়পুত্র 'হনু'ও সেই বিদ্রোহে মিলিত হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিয়া মহারাজ অত্যন্ত মনোবেদনার অত্যাশ্রয় কালমধ্যেই প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় হনুর চারি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে দুই জন পিতৃবর্ত্তমানেই লোকান্তরগত হন। অবশিষ্ট দুয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ 'রিচার্ড' পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করিলেন। রিচার্ড অত্যন্ত বলবান্ বিক্রমশালী এবং সাহসী পুরুষ ছিলেন। তজ্জনা লোকে তাঁহাকে 'সিংহমন্' উপাধি প্রদান করিয়াছিল। ইহাঁর প্রধান কীর্ত্তি মহম্মদ ইব্রাহীম লোকের প্রাণবধ করা

* যিহুদীয়েরা ধৃতকে জুসে বিক্রয় করিয়া নষ্ট করে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা অনেকে ধনশালী হয়, এই দুই কারণে

এবং ক্রুসেডে গমন করিয়া তৎকালিক মুসলমান মহীপতি 'মালে অদীনের' সহিত ঘোরতর যুদ্ধকরা । অনন্তর জুডিয়া হইতে স্থলপথে প্রত্যাগমন কালে ইনি অফ্রিয়ার ডিউবু* কর্তৃক কারাবদ্ধ হন এবং পরে তাঁহার প্রজাগণ নিষ্কর স্বরূপ যথেষ্ট অর্থদান করিয়া ইহাকে মুক্ত করিয়া আনে । রিচার্ড স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া স্বপকালমধ্যেই নিহত হন ।

রিচার্ডের মৃত্যু হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'যেন' সিংহাসনারোহণ করিলেন । যেন অতিশয় মূর্থ এবং দুষ্কৃত্যবান ছিল । ফ্রান্সের রাজা 'ফিলিপ'† যেনের অক্ষমতা দর্শনে মনে২ স্থির করিলেন যে, এই সুযোগে ফ্রান্সের মধ্যে ইংলণ্ডাধিপের বত অধিকার আছে, সমুদায় আপনার হস্তগত করিবেন । এই পরামর্শ করিয়া তিনি যেনের ভ্রাতুষ্পুত্র 'অর্থারকে' ইংলণ্ডের বথার্থ রাজা বলিয়া স্বীকার করত নর্ম্মাণ্ডী প্রভৃতি তাবৎ দেশ আক্রমণ করিয়া আপন অধি-

স্বার্থ-পরায়ণ ও ধনলোলুপ পুংস্বভব খৃষ্টানেরা উচ্ছাভীর লোকের পুতি অতিশয় বিদেহ করিষ্ট ।

* অফ্রিয়াদেশ পূর্বে একনকার ন্যায় পুবল ছিল না—বর্তমান হাপ্সবর্গ বংশীয় রাজারা ইহাকে সাম্রাজ্য করিয়া তুলিয়াছেন এবং আপনারাও সম্রাট উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

† ইনি অতিশয় বিচক্ষণ সদাশয় এবং পুতাপাষিত হইয়া 'অগকস' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

কারমন্তু করিলেন । প্রজাগণ যনকে ‘ভূমিশূন্য’ এই উপাধি প্রদান করিয়াছিল । ফলতঃ ফ্রান্সে ‘যনের’ অতি অসম্পন্ন স্থানই অধিকৃত রহিল । কিন্তু তিনি ‘জার্থর্স’কে রংবন্দী করিতে পারিয়া ঐ শিশুর প্রাণ-বধ করিলেন ।

যন এইরূপ বিবিধ অত্যাচার করিলে পর ইংলণ্ডের প্রবান^২ ভূমাদিকারিগণ উত্থিত হইয়া তাঁহার প্রতি বিদ্রোহাচরণে প্ররত হইলেন এবং ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে ‘ম্যাগাচাটা’ নামক প্রসিদ্ধ আধিকৃতিক পত্রীতে স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন । এই ‘ম্যাগাচাটা’ ইংল্যান্ড নিগের মহামান্য ব্যবস্থা; ইহা দ্বারা প্রজামাত্রের স্বাধীনতা নির্দিষ্ট হইল, — রাজা সাধারণী সভার অনতিমতে প্রজাদিগের স্থানে কর সংগ্রহ করিতে পারিবেন না ইহাও নিরূপিত হইল, — আর অনেক লোকে অনেক প্রকার বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল । ফলতঃ এই মহতী আধিকৃতিক পত্রী প্রস্তুত করা — ইহাকে নানা বিপদে রক্ষা করা — এবং ইহার পরিপক্বতা সম্পাদন করাই* যে, ইংল্যান্ড জাতির চিরস্মরণীয় অবিতীৰ্য্য কীর্তি, তাহার সন্দেহ মাত্র নাই ।

যন মূৰ্খতা করিয়া পোপের সহিত বিবাদে প্ররত হইয়াছিল । তাহাতে পোপ তাহার রাজ্য, ফ্রান্সরাজ ফিলিপকে অর্পণ করেন । যন তাহাতে

* ইংলণ্ডের রাজত্বের অন্যান্য ১৮ বার এই আধিকৃতিক পত্রী স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ।

ভীত হইয়া পুনর্ব্বার পোপের শরণাগত হইল এবং বর্ষে ২ তাঁহার নিকট কর প্রদান করিতে স্বীকার করিল । অনন্তর পোপ তাহাকে নিজ করিলেন এবং কিলিপকে যুদ্ধে নিরত হইতে অনুমতি করিয়া পাঠাইলেন ।

যন এইরূপে নীচতা এবং দুষ্কৃত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া পরে ১২১১ খ্রীষ্টাব্দে লোকান্তর গমন করিলেন । তাঁহার পুত্র তৃতীয় হম্ফ্রী তৎকালে সিংহাসনারোহণ করেন । ইনি সুশীল এবং ধর্ম্মকর্ম্মপরায়ণ ছিলেন । কিন্তু ইহার মন নিতান্ত নিস্তেজ ছিল । ইনি কাহার পরামর্শ ব্যতিরেকে স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া কোন কন্মই করিতে পারিতেন না । প্রথমে তাঁহার ভগিনীপতি আর্ল অব্‌গেব্রোক নামা একজন প্রধান ভূমাদিকারী সমুদায় রাজকার্য্য নিরূপক করিতেন । যত দিন ইনি জীবিত ছিলেন ততদিন রাজ্যপালন নিতান্ত মন্দ হয় নাই । কিন্তু গেব্রোকের পর অনেক দুষ্কলোক হম্ফ্রীর পরামর্শী হইতে লাগিল । কেহ বা ভূমাদিকারীদের সম্পত্তির প্রতি লোভ করান্তে তাহাদিগের বিব-নয়নে পড়িল, কেহ বা ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে প্ররত হইয়া পরাভব প্রাপ্ত হওয়াতে লোকের নিকট দিকার প্রাপ্ত হইল, আর কেহ বা নিজ আত্মীয় বর্গের নিতান্ত পরোপাতী হইয়া রাজকন্মের বিতরণ আরম্ভ করাতে রাজকর্ম্মচারীদের মনে অতি প্রদ ৩র ইবা জয়া-

হৈতে লাগিল। এইরূপে রাজ্যশাসনের মধ্যে রানাজি
বিশ্বখলা উপস্থিত হইলে পরিশেষে রাজার বিধবা-
ভগিনী-পরিণেতা মন্টফোর্ড নামা ফ্রান্সদেশীয়
ভূম্যধিকারী ইংলণ্ডে আগমন করিয়া লীশেষ্টার*
নাম পরিগ্রহ করত রাজকার্যের ভার গ্রহণ করিলেন।
লীশেষ্টার কখন রাজপক্ষ হইয়া ভূম্যধিকারিবর্গের
দমন করিতে লাগিলেন—কখন বা ভূম্যধিকারিবর্গের
পক্ষতাবলম্বন করিয়া রাজশক্তি হরণ করিতে লাগি-
লেন এবং মধ্যে সাধারণ প্রজাবর্গের সহায়তা-
বলম্বন করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে রাজ-
শক্তির কিঞ্চিৎ অংশ প্রদান করিতে থাকিলেন।
লীশেষ্টারের যত্নেই ইংলণ্ডে ‘হোম অফ কমন্স’
নামক সভার প্রথম সৃষ্টি হয়। ইহার পূর্বে কেবল
প্রধান ভূম্যধিকারি এবং রাজকবর্গ সাধারণী-সভা-
স্থলে অবস্থান প্রাপ্ত হইতেন। এক্ষণে নাগরিক ও
পল্লীগামনিবাসি প্রভারাও ‘পার্লিয়ামেন্ট’ সভাতে
প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল।

লীশেষ্টারের যত্নেই এই মহৎকার্য্য সুসিদ্ধ
হয়। কিন্তু এত করিয়াও তিনি সকলের প্রিয় হইতে
পারেন নাই। তিনি যে, তাহাদিগের রাজা ও রাজ-
পুত্রকে বন্দীপ্রায় করিয়া রাখিয়াছিলেন, লোকে
তাহাই দেখিল; তাঁহার দ্বারাষ্ট যে ভাবি মঙ্গলগ্রাম

* ভূম্যধিকারি-বর্গের পুচ্ছলিত নাম তাহাদিগের অধিকারের
নামানুসারেই হইয়া থাকে।

দর্শনের প্রথম সোপান হয়, কেহই তাহা বিবেচনা করিল না। ফলতঃ সকল প্রধান লোককেই এই এক মহৎ দুঃখ ভোগ করিতে হয় যে, তাঁহারা যাহা-নিগের উপকারের নিমিত্ত যাবজ্জীবন চেষ্টা করেন, তাহারাই উইনিগের প্রতি বিরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার কারণ মনুষ্যের কৃতঘ্নতা নহে। প্রধান ব্যক্তির স্বভাবতঃই দূরদর্শী হইয়া পরিণামে কি রূপে লোকের উপকার দর্শিবে, ইহারি চিন্তা করেন; অদূরদর্শী জন সাধারণ তাঁহার কার্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে না, সুতরাং তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠে।

রাজপুত্র এড্‌ওয়ার্ড, পিতার ন্যায় অক্ষম ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি কৌশলপূর্ব্বক একদা লীশেক্টরের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া স্বরায় সৈন্য সংগ্রহ করিলেন এবং সম্মুখসংগ্রামে লীশেক্টরকে নিহত করিয়া পুনর্বার পিতাকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। ১২৭২ খৃঃাব্দে তৃতীয় ইন্‌রীর মৃত্যু হয়। এই অবধি দিন ২ ইংলণ্ডের প্রাদুর্ভাব হইতে আরম্ভ হইল। নর্ম্মান্ এবং সাক্সন্ বলিয়া পূর্ব্ব প্রজায় ২ বে রূপ বিবেচ্য ভাব ছিল, তাহা প্রায় সকলই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং একগুণে ইংরাজের প্রবলতর হইয়া অপরাপর জাতির প্রতি বল প্রকাশের উপক্রম করিতে আরম্ভ করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায় ।



[মর্রান্ ও সাক্সনদিগের সম্মিলন—রোমানকাথলিক ধর্মের প্রভাব—এডওয়ার্ড ১ম বা দীর্ঘহাত—কটেলও আক্রমণ—ওয়ালেস—ব্রুন—২য় এডওয়ার্ড—৩য় এডওয়ার্ড—জুনের সহিত যুদ্ধ—ব্রাক্সিন্ ।]

পূর্বে দুই অধ্যায়ে বর্তমান ইংরাজ জাতির উৎপত্তির বিবরণ কথিত হইয়াছে । সাক্সন এবং মর্রান্দিগের পরস্পর সম্মিলনেই প্রকৃত ইংরাজ-জাতির উৎপত্তি হয় । সেই সম্মিলনের প্রধান কারণ এই যে, ঐ দুই জাতির বাস্তবিক মূল ভিন্ন ছিল না । উভয়ই টিউটন জাতীর লোক ছিল; সুতরাং তাহাদিগের আদিমভাষা, আদিম ধর্ম এবং আদিম রীতি, নীতি একপ্রকার হওয়াতে, উহারা সহজেই মিলিত হইতে পারিল । কিন্তু উক্ত জাতিদ্বয়ের একীকরণ যে, অতি শীঘ্রই সম্পন্ন হয়, তাহার আরও একটা কারণ ছিল । তাহা এই যে, ইংলণ্ডের রাজারা অতি অল্পকাল মধ্যেই ঐশ্বর্য্যক আধিকারচ্যুত হইয়া কেবল ইংলণ্ড-কেই সার করিয়া রাখিলেন; সুতরাং তাহাদিগের এবং তজ্জাতীয় কুলীন্দির আধিকারিগণের সম্ভাবন সম্ভূতি

ইংলণ্ডে জাত, শিক্ষিত, এবং সাক্ষস অনুচর ও সহচরবর্গ-পরিবেষ্টিত হওয়াতে অতি শীঘ্রই সাক্ষসদিগের প্রতি ঘৃণা-বেষ-বর্জিত হইয়া উঠিল।

এতদ্ব্যতিরিক্ত রোমান্-কাথলিক ধর্ম প্রণালীর একটি সুমহৎ গুণ এই যে, ইহার শাসনাধীন প্রায়ই জাতিভেদ-জনিত বৈষাদ্বেষ অধিক প্রবল হইতে পারে না। রোমান্-কাথলিকদিগের মতে রাজক মাত্রেই অন্য সর্বব্যবসায়ি লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সুতরাং কোন ব্যক্তি যতই নীচবংশোদ্ভব হউন না কেন, তিনি রাজকের ব্যবসায় গ্রহণ করিলেই সকলের পূজনীয় হন। রোমান কাথলিক রাজকেরা এইরূপে কেবল আপনাদিগের গৌরব বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে অন্য সকল লোকের মধ্যে জাতিভেদ প্রবল হইতে দিতেন না। বজমানেরা সকলেই সমান, রাজক মাত্রেই তাহাদিগের মাননীয়, এই সংস্কার প্রবল করাই রোমান্-কাথলিক রাজকদিগের উদ্দেশ্য ছিল।

যাহা হউক, প্রকৃত ইংরেজ জাতি জন্ম গ্রহণ মাত্রই চতুর্দিকে আপনার প্রাবল্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগের রাজ্য প্রথম এডওয়ার্ড, তাঁহার পিতার নাম অক্ষম পুরুষ ছিলেন না। তিনি লীসেস্টরকে বন্দি করিয়া পিতাকে সিংহাসনাধিপতি করেন এবং আপনিক ধর্মযুদ্ধে নিগত হইয়া জুড়িয়া প্রদেশে যান। তৎপরে পিতার লোকা-

সুর গমন বার্তা শ্রবণ করিয়া এড্‌ওয়ার্ড স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন এবং প্রথমেই ‘ওএল্‌স্’ প্রদেশ জয় করিয়া আপন রাজ্য সম্ভুক্ত করিলেন। রাজ্যী* এইযুদ্ধের পর ওয়েল্‌সে অবস্থান করত এক নবকুমার প্রসব করেন ; এইজন্য এড্‌ওয়ার্ড আপন পুত্রকে ‘প্রিন্স্‌ অব্‌ ওএল্‌স্’ উপাধি প্রদান করেন এবং সেই অবধি ইংলণ্ডের যুবরাজ্য মাত্রেই ঐ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। ওয়েল্‌স্‌ জয় হইবার পর এড্‌ওয়ার্ড, স্কট্‌লণ্ড দেশও নিজ অধিকার সম্ভুক্ত করিবার মানস করিলেন। ঐ সময়ে স্কট্‌লণ্ডের রাজ্যাসন শূন্য ছিল, কে রাজ্যাধিকারী হইবে তাহার নিশ্চয়তা হয় নাই। প্রতিদ্বন্দ্বিগণ এড্‌ওয়ার্ডকে মধ্যস্থ মানিলে পর তিনি বলিলেন, তোমাদিগের মধ্যে যে আমার নিকট অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবে, আমি তাহাকেই রাজ্য দিব। ‘বেলিয়ল্’ নামক এক ব্যক্তি তাহা স্বীকার করিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু স্কট্‌লণ্ডের প্রজা সমূহ আপনাদিগের জন্মভূমির অগৌ-

* এই রাজ্যের নাম ‘ইলিয়ানর’ ছিল। ইনি স্বামী-সমভিব্যাহারে জুডিয়া প্রদেশে গিয়াছিলেন এবং তথায় কোন দূর্বৃত্ত মুসলমান এড্‌ওয়ার্ডের পুত্র সংহারার্থ বিবাক্ত অস্ত্র দ্বারা তাঁহার শরীরে আঘাত করিলে, পতিততা পত্নী নিজ জীবন প্রত্যাশা পরিহার পূর্বক মুখ দ্বারা স্তন্য ভাগ চোষণ করিয়া স্বামীর জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহা শুনাগ্ৰহে তাঁহার ও অনুজ্যজ্ঞানের কোন ব্যাঘাত হয় নাই।

রব সহ্য করিতে পারিল না। তাহার অত্যাশ্রয় কাল মধ্যেই বিদ্রোহ উত্থাপন করিল। এড্‌ওয়ার্ড সসেনোর গমন করত স্কটল্যান্ডকে দমন করিয়া আপনার আধিপত্য সংস্থাপন করিলেন। ইহার পর ক্রায়েনর সহিত বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে তাঁহাকে তদ্দেশে গমন করিতে হইল। সেই অবকাশে 'ওয়ালেস্, নামা সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা স্কটলণ্ডে আপন প্রভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি পুথমে অতিঅশ্রয় সহচর লইয়া ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। পুত্র উদ্যমেই জয় লাভ হওয়াতে তাঁহার দল পুষ্ট হইতে লাগিল এবং এড্‌ওয়ার্ড ক্রায়েন হইতে ফিরিয়া না আসিতে আসিতেই সমুদায় স্কটলণ্ড দেশ পুনর্বার স্বাধীন হইয়া উঠিল। কিন্তু ইংলণ্ড রাজ স্বয়ং যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলে আর 'ওয়ালেসের' প্রভুত্ব থাকিল না। স্কটদিগের লৈন্যগণ পরাভূত হইল। 'ওয়ালেস্' প্রথমতঃ ইতস্ততঃ পলাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং পরিশেষে কোন জঘন্যায়ম বনলুন্ধ বন্ধু কর্তৃক এড্‌ওয়ার্ডের হস্তে সমর্পিত হইলে লণ্ডন নগরে আনীত ও নিদ্রোহী বলিয়া ঘাতক কর্তৃক নিহত হইলেন। এই কার্য্যটী বীরপ্রকৃতিক এড্‌ওয়ার্ডের নিতাস্ত অযোগ্য হইয়াছিল।

কিন্তু আবার কিছুকাল পরে 'বুগ্' নামা একজন

* আনাদিগের বস্তুমান গবর্ণর এড্‌ওয়ার্ড লর্ড এলুগিন বাহুর এই মহানুভাবের বংশ সঙ্কত।

বীর পুরুষ এয়ালেসের মতাবলম্বী হইয়া নিজ জন্ম
ভূমির স্বাধীনতা সাধনার্থ পুনর্বার যত্নবান হই-
লেন। এড্‌ওয়ার্ড তদম্মন্যার্থ গমন করিয়া পশ্চি-
মধ্যে লৌকিকী লীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার
পুত্র দ্বিতীয় এড্‌ওয়ার্ড রাজ্যাধিকারী হইয়া আপনার
মূৰ্খতায় বুসের নিকট পরাভূত হইলেন* এবং তাঁ-
হার দুঃশীল রাজ্যী ইংলণ্ডের ভূম্যধিকারিবর্গের
সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভূত করত
রাজকার্য্যে অক্ষম বলিয়া বন্দীকৃত করিয়া রাখিল। প-
রিশেষে অবজ্ঞা বস্ত্রণাসহকারে দ্বিতীয় এড্‌ওয়ার্ডের
প্রাণবধ হয়। ইহার পুত্র 'তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ড'
পিতৃসত্ত্বে রাজ্যোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি
যত দিন অপ্রাপ্ত-ব্যবহার ছিলেন তাবৎ কাল তাঁ-
হার মাতা ও তদুপপতি 'মর্টিমর' নামক একজন
ভূম্যধিকারী সমুদায় রাজকার্য্য নির্বাহ করিতেন।
পরে এড্‌ওয়ার্ডের পক্ষীয় ভূম্যধিকারিগণ মর্টিমর-
কে নষ্ট করিয়া রাজমাতাকে কারানিকদ্ধ করিয়া
রাখিলেন। এডওয়ার্ড প্রথমেই স্কটলণ্ড আক্রমণ
করেন। সম্মুখ সংগ্রামে তাঁহার জয় হইল। কিন্তু
তিনি নিজ রাজ্যে আগমন করিবামাত্র স্কটলণ্ডের
প্রজাগণ পুনর্বার স্বাধীনতা গ্রহণ করিল। এদিকে
ফ্রান্সের রাজ্যসন শূন্য হওয়াতে এড্‌ওয়ার্ড

* বানকবর্গের যুদ্ধে।

† ফ্রান্স রাজ চতুর্থ ফিলিপের দুহিতা ইসাবেলা।

‡ চতুর্থ চার্লসের মৃত্যুর পর।

বলিলেন যে, আমার মাতা ফ্রান্সরাজ দুহিতা; অত-
এব আমিই ফ্রান্সের রাজ্যাধিকারী হইব । কিন্তু
ফরাসীদিগের দেশীয় ব্যবস্থানুসারে* খ্রীলোক মা-
ত্রেই রাজ্যসনে অধিকার ছিল না । ইংলণ্ড
রাজ ঐ ব্যবস্থা মানিলেন না, কিন্তু ফরাসীরা তাঁহার
কথা অগ্রাহ করিয়া ‘ভালোয়া’-বংশীয় ফিলিপ†
নামক প্রকৃত রাজ্যাধিকারিকেই রাজ্যসন প্রদান
করিল । এইরূপে ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে বহুকাল-
স্থায়ী বিবাদের প্রথম সূত্রপাত হয় । এড্‌ওয়ার্ড
১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স রাজ্য আক্রমণ করিয়া
‘ক্রেসী’ নামক একটি ক্ষুদ্র প্রাণের নিকটে একদা
ভূমূল সংগ্রাস করেন । তাহাতে ত্রিশশতসহস্র
ইংলণ্ডীয় সৈন্যকর্তৃক লক্ষাধিক ফরাসী সেনা
পরাসৃত হইল । এই যুদ্ধে ইংরেজেরা সর্ব প্রথমে
কামানের ব্যবহার করিয়াছিলেন । কিন্তু তাঁহাদিগের
জয় কামানের গুণে, অথবা লৌহবর্ষধারি অশ্বা-
রোহ ভূম্যধিকারি সৈনিকগণের বিশেষ বিক্রমে,
হয় নাই । অশ্বারোহ সৈন্য ফরাসীদিগেরও বেগন
সাহসিক, রণদক্ষ এবং বিক্রমশালী ছিল, ইংরাজদি-
গেরও তদ্রূপই ছিল । কিন্তু ফরাসী পদাত সৈন্যে এবং
ইংলণ্ডীয় পদাত সৈন্যে অনেক প্রভেদ হইয়া-
ছিল । ইংলণ্ডীয় সাধারণ প্রজাগণ আর তাহা-

* ইহাকে ‘শালিকলা’ বলে ।

† ইহাকে বর্ত্ত ফিলিপ বলে এবং ইনি ৪র্থ চার্লসের খুল-
ভাত পুত্র ছিলেন ।

দিগের ভূম্যধিকারিবর্গের নিতান্ত দাসস্বরূপ ছিল না।
 উহার। স্বাধীনতার সুখভোগ করিয়া স্বদেশের হই-
 যাইতে, যুদ্ধ করিতেছে এমত ভাবিতে লাগিল; সু-
 তরাং প্রাণ পণ করিয়া সংগ্রাম করিল। এই যুদ্ধে
 ইংলণ্ডের যুবরাজও বিলক্ষণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া-
 ছিলেন। তিনি সচরাচর ঘোর তিমিরবর্ণ বর্ম ধারণ
 করিতেন; এই হেতু সকলে তাঁহাকে ‘ব্ল্যাক্‌প্রিন্স’
 (কৃষ্ণকুমার) উপাধি প্রদান করিয়াছিল। যখন ফরা-
 নী এবং ইংরাজ সৈন্যে ঘোরতর সংগ্রাম হইতেছে
 এবং ‘ব্ল্যাক্‌প্রিন্স’ সকলের ক্ষুব্ধবর্তী সৈন্যচয়
 লইয়া যুদ্ধ করিতেছেন, তখন একজন সৈনিক পুরুষ
 রাজসমক্ষে উপস্থিত হইয়া ‘মহারাজ! রাজকুমারের
 সাহায্যার্থ কিছু সৈন্য প্রেরণ ককন’ এই বলিয়া
 ব্যগ্রতা পূর্বক অনুরোধ করিলে রাজা বলিলেন
 ‘কেন আমার পুত্র জীবিত আছে ত’?। ঐ ব্যক্তি উ-
 ত্তর করিল ‘হঁ। তিনি কুশলে আছেন কিন্তু সং-
 গ্রাম অতিশয় ভয়ঙ্কর হইতেছে’। রাজা বলি-
 লেন ‘তবে আর অধিক সৈন্যের প্রয়োজন নাই,
 যুবরাজকে বল যে, তাঁহাকে এই যুদ্ধেই ‘নাইট’
 উপাধি গ্রহণের শোভাতা দর্শাইতে হইবে’। ‘ব্ল্যাক্-
 প্রিন্স’ বিনা সহায়তাতেই যুদ্ধবিজয় করিলেন।
 এই যুদ্ধের পর এড্‌ওয়ার্ড কালিস* নগর অবরোধ
 করেন। নাগরিকেরা একাদশ মাস তাঁহার সহিত

* ডোবর প্রণালীর তীরবর্তী কালিস, (কালে)নগর।

যুদ্ধ করে। পরে যখন তাহার নিতান্ত অক্ষম হইয়া তাঁহার নিকট শরণ প্রার্থনা করিল, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, ‘তোমাদিগের মধ্যে কতিপয় প্রধান ব্যক্তির প্রাণ নাশ না করিলে আমি ক্ষান্ত হইব না’। মহায়া ‘য়ুফেস্ ডিসেন্ট পীয়ার’ প্রথমেই নিজ জীবন দানপূর্ব্বক নাগরিকবর্গের নিকৃতিসাধনে সম্মত হইয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি-স্তানুগামী হইয়া আরও কতিপয় উদারচরিত ব্যক্তি স্বয়ং গলদেশে শৃঙ্খল বন্ধনপূর্ব্বক ‘এড্‌ওয়া-ডের’ সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ‘এড্‌ওয়াড’ উহাদিগের প্রতি তর্জন গর্জন করিতেছেন, এমনত সময়ে রাজমহিষী ‘ফিলিপা’ স্বামীর পদাবনত হইয়া তাঁহার স্থানে ঐ ব্যক্তিদিগের প্রাণ তিক্ষা করিলেন। রাজা সেই গুণবতী ধর্ম্মপত্নীর ককণ-প্রার্থনায় অসম্মত হইতে পারিলেন না। উক্ত নাগ-রিকদিগকে মুক্ত করিয়াদিলেন এবং কালিস্ নগরে আপন সৈন্য সন্নিবেশ করিয়া উহা আপন অধিকার-সম্ভুক্ত করিলেন।

যে সময়ে ফ্রান্সে এই ব্যাপার ঘটিতেছিল সেই কালে ফ্রান্সের মিত্র রাজা, স্কটলণ্ডের অধি-পতি, উত্তরদিগ হইতে ইংলণ্ড আক্রমণ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু রাজ্যী অবিলম্বে মসৈন্যে গমন করিয়া তাঁহাকে পরাভূত ও বন্দীকৃত করিয়া আনি-লেন। এডওয়াড, ব্যাক্সিয়ার হস্তে ফ্রান্সের স্বত্বার্থ সমর্পণ করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করি-

লেন এবং ইহার অভ্যুত্থানকাল মধ্যে ফ্রান্সরাজ ফিলিপের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা ‘ফিলিপ’ তদদেশের সিংহাসনারোহণ করিলেন । যনের সহিত ব্লাকপ্রিন্সের একটা তরুণ যুদ্ধ হয় । তাহাতেও অভ্যুত্থান ইংরাজ সৈন্যকর্তৃক তাহার পঞ্চাশ জন ফরাসী সৈন্য ‘পেইটীয়সের’ নিকট সম্মুখ যুদ্ধে পরাভূত হইয়াছিল । এই যুদ্ধে ফ্রান্সরাজ স্বয়ং ধৃত হইয়াছিলেন । সুশীল ‘ব্লাকপ্রিন্স’ বন্দীকৃত রাজার সবিশেষ গৌরব করিয়া তাঁহাকে পিতৃসদনে আনয়ন করিলেন । অতএব স্টুয়ার্ট এবং ফ্রান্স দুই দেশের দুইজন রাজা তখন ইংলণ্ডে বন্দীভূত হইয়া রহিলেন । ব্লাকপ্রিন্স ইহার কিছুকাল পরে স্পেন দেশে গমন করিয়াছিলেন এবং ‘নাজারার’ যুদ্ধে জয়ী হইয়া শরণাগত স্পেনীয় ভূপতিকে তাঁহার সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন । কিন্তু এই স্পেনে গিয়াই যুবরাজ পীড়াগ্রস্ত হন এবং অতিরিক্ত কাল মধ্যে লৌকিকী লীলা সম্বরণ করেন । এডওয়ার্ড তাদৃশ গুণশালী স্বাধাৰ্মিক পুত্রের মরণে মর্মান্তিক দুঃখানুভব করিয়া ১৩৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কলৈবর পরিত্যাগ করিলেন ।

ইংরেজেরা এডওয়ার্ডের সময়ে সেরূপ প্রবল হইয়াছিল তাহা দেখিলে বিলক্ষণ বোধ হয় যে, উহাদিগের দ্বারা পুনর্বার সমুদায় ইউরোপে রোম-ধিকারের ন্যায় একাধিপত্য সংস্থাপিত হইতে

পারিত । তৎকালে তাহার বল ও বুদ্ধি উভয়ে-
 তেই সমান হইয়াছিল । ‘চসর’ নামক মহাকবি ঐ স-
 ময়ে সৰ্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ডীয় ভাষায় কাব্য রচনা করেন ।
 ‘উইক্লিক’ নামক অপর এক ব্যক্তি ‘রোমান্-কাথ-
 লিক’ ধর্মপ্রণালীর নোষোদ্‌ঘোষণা করিয়া ‘বাই-
 বলের’ ক্রিয়দংশ ইংরাজিতে অনুবাদিত করেন ।
 ইহার পূর্বে আদালতে করাসী ভাষার ব্যবহার হইত,
 এক্ষণে তাহাও রহিত হয় । অতএব এই সময়ই
 ইংরাজদিগের বল, বিক্রম, শিষ্টিত্বপূর্ণ্য এবং কাব্য-
 শাস্ত্রাদি রচনার প্রথম অভ্যুদয় কাল । কিন্তু
 অন্তর্কর্ষিবাদেই উইাদিগের সমস্ত বল পর্য্যবসিত
 হইয়া যায় ; সুতরাং তাহারা যেরূপ উদ্যম করিয়া
 উঠিয়াছিলেন ইউরোপখণ্ডে তদনুরূপ সাম্রাজ্য-
 স্থাপন করিতে পারিলেন না ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

—০—

[২য় রিচার্ড—ওয়াট্‌ টাইলর—৪র্থ হনরী—৫ম হনরী—
৬ষ্ঠ হনরী—গোলাপবয়ের যুদ্ধ—৪র্থ এডওয়ার্ড—৫ম এড-
ওয়ার্ড—৩য় রিচার্ড—টিউডর বংশ ।]

তৃতীয় এডওয়ার্ডের ছয় পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ
তিন জন পিতা থাকিতেই লোকান্তর গমন করেন ।
তন্মধ্যে সর্ব-জ্যেষ্ঠ ব্যাক প্রিন্সের একপুত্র এবং তৃ-
তীয় পুত্র লাইওনেলের এক কন্যা সন্তান থাকে । ব্যা-
ক প্রিন্সের পুত্র দ্বিতীয় রিচার্ড নাম পরিগ্রহ পূর্বক
পিতামহ রাজ্যে রাজা হইলেন । এবং তাঁহার বয়ঃ
প্রাপ্তি পর্য্যন্ত চতুর্থ খুল্লতাত ‘ডিয়ুক অব ল্যাঙ্কাশায়ার’
রাজকার্য্য নিৰ্ব্বাহ করিতে লাগিলেন ।

রিচার্ডের রাজ্যকালে ইংলণ্ডের সাধারণ প্রজা
গণের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ উত্থাপিত হইয়া-
ছিল । তাহার মূল কারণ এই যে, রাজা ও ভূম্যধিকারী
সকলেই উহাদিগের পীড়ন করিতেন; এমন কি, পূর্বের
সাক্ষনদিগের মধ্যে যেরূপ কৃষিবর্গ দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ
ছিল, অদ্যাপি সম্পূর্ণ-রূপে তাহা খণ্ডিত হয় নাই ।
কোথাও ভূম্যধিকারবিক্রয় কালে সেই ভূমিনিবাসি
কৃষকেরাও বিক্রীত হইত এবং নাগরিকেরা কোন

পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারীর শরণাপন্ন হইয়া না থাকিলে তাহাদিগের প্রতিও বথেষ্ট অত্যাচার হইত। কিন্তু ইংলণ্ডের বাণিজ্যবিস্তার হওয়াতে জন্মসাধারণের মধ্যে ধন ও বিবিধবিষয়জ্ঞতার বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল; সুতরাং তাহারা আর দাসত্বদশায় পরিতুষ্ট থাকিতে পারিত না। উল্লিখিত বিদ্রোহের ইহাই প্রকৃত কারণ বটে; কিন্তু অপর একটি বাণ্যার উপস্থিত হওয়াতেই ইহা তৎকালে উদ্ভিক্ত হয়। তখন ইংলণ্ডের আদায় করিবার এইরীতি ছিল যে, পার্লামেন্ট সভার অনুমতিক্রমে কোন কর নির্দিষ্ট হইলে রাজা আপনার লোক দিয়া ঐ কর আদায় করিতেন না। তশীলদারদিগের স্থানে ইচ্ছানুরূপ পণ লইয়া ঐ করানায়ের ভার তাহাদিগেরই হস্তে সমর্পণ করিতেন। এই সময়ে পার্লামেন্টের মতে একটি পোলটাকস* নিরূপিত হইয়াছিল। ঐ পোলটাকসের তাৎপর্য্য এই যে, পঞ্চদশবর্ষের অধিক বয়স্ক পুরুষমাত্রকেই সমপরিমাণে কর প্রদান করিতে হইবে। এইরূপে কর নির্দেশ করা অত্যন্ত অন্যায্য। কারণ ইহাতে আত্ম এবং দুঃস্থ সকল প্রজাকেই তুল্যমূল্য করা হয় এবং তাহা করিতে গেলেই দুঃখি-

* হিন্দুধর্মাবলম্বীদিগের প্রতি ‘জিজিয়া’ নামক যে কর আরম্ভের (ঔরংজেব) ও অন্যান্য দূর্বৃত্ত মুসলমান বাদশাহদিগের দ্বারা নিরূপিত হইত তাহার পুঙ্ক্তিক এইরূপ । বর্তমান ইনুকম টাকসের এই পুঙ্কার কোন দোষ নাই।

লোকের সগৃহ কর্তৃ হইয়া থাকে। বাহা ইউক, ঐ পোলটাক্সের আদায় হইবার সময়ে সকলেই ননেন অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল, কিন্তু মুখে কেহই কোন কথা বলিতে সাহস করিত না। এমত সময়ে ‘ওয়াট্‌’ নামে এক ব্যক্তির নিকট উক্ত কর আদায়ের নিমিত্ত গাইলে সে আপনার নিমিত্ত যথোচিত কর প্রদান করিয়া বলিল, আমি বই আর আমার বাটীতে পুরুষ নাই; আমার পরিবারে কেবল একটা কন্যা সম্ভান মাত্র। করদায়ী কহিল “কৈ তোমার সে কন্যা কোথায়? আমি দেখিতে চাই” ওয়াট্‌ তৎক্ষণাৎ আপন যুবতী কন্যাকে বাহির করিয়া দেখাইল। কিন্তু ঐ দুব্ৰা-আ তাহাতেও তুষ্ট না হইয়া বলিল, ইটি স্ত্রীলোক কি পুরুষ তাহা বিশেষ করিয়া জানা আবশ্যক। এই বলিয়া সে ঐ যুবতীর বস্ত্রহরণের উদ্যম করিলে পিতা আর ক্রোধসম্বরণে অসমর্থ হইয়া তাহার মস্তকে মুদ্রার প্রহার করিলেন। এক আঘাতেই দুব্ৰায়ার পঞ্চত্ব হইল।

ওয়াট্‌এর প্রতিবাদিগণ অবিলম্বে এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া সকলেই তুষ্ট হইল এবং তাহাকে রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত না হইতে হয়, এই অতিপ্রায়ে তাহার সহিত আসিয়া মিলিত হইতে লাগিল। কতিপয় দিবসমধ্যেই নানা অস্ত্র শস্ত্র ধারী বর্ষি মহাপ্রাণিক ব্যক্তি ওয়াট্‌এর দলে নিবিষ্ট হইল। তখন তিনি প্রজাসাধারণের শ্রাবণীয় দুঃখ এক ঘোষণাপত্রীতে-

লিপিবদ্ধ করিয়া চতুর্দিকে প্রচারিত করিয়া দিলেন এবং আপনি লণ্ডননগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজা আপন মন্ত্রিবর্গসমবেত হইয়া ওয়াটের সমক্ষে উপনীত হইলে সে তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া রাজাকে আপনাদিগের তাবৎ দুঃখবিবরণ বিজ্ঞাপন করিতে লাগিল। ওয়াট সাহসপ্রাপ্ত হইয়াছিল; অতএব সে মুক্তকণ্ঠে রাজার ও ভূমাদিকারিবর্গের দৌরাভ্য বর্ণন করিতে লাগিল এবং মধ্যে২ হস্তোত্তোলনাদি বাগ্মি-সমুচিত অঙ্গভঙ্গীও করিতে আরম্ভ করিল। তদর্শনে একজন রাজপারিষদ হঠাৎ তাহার প্রতি আক্রমণ করিলেন এবং অবিলম্বে সকলে মিলিয়া তাহার শরীর খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। প্রজাগণ-তদর্শনে মহাকুপিত হইল এবং রাজা স্বয়ং সান্তি-শয় প্রত্যুৎপন্ন-মতির-কার্য না করিলে, বোধ হয়, তৎক্ষণাৎ অতি ভয়ঙ্কর অনর্থ ঘটিত। কিন্তু রিচার্ড, ওয়াটের মৃতদর্শন নাত্র প্রজাদিগের নিকটে ধাবমান হইয়া গেলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন “হে প্রকৃতিবর্গ! তোমাদিগের নায়ক হত হইলেন বলিয়া তোমারা দুঃখিত হইও না; আমি স্বয়ং তোমাদিগের পরিচালকতা গ্রহণ করিলাম, এবং বাহাতে তোমাদিগের সকল দুঃখবিমোচন হয়, অবশ্যই এমত করিব”। জনগণ রাজার এই বাক্যে কুণ্ট হইয়া ওয়াট্ টাইলরকে বিস্মৃত হইয়া গেল এবং মহারাজের জয়, মহারাজের জয় ! এই বলিতে২ রাজার

পঞ্চাশত্বে যাইতে লাগিল। রিচার্ড, পালিয়ামেন্টের
অভিষেক করাইয়া প্রজা সাধারণের প্রতি দৌরাভ্য
নিবারণার্থ কতকগুলি ব্যবস্থা নিরূপিত করিলেন।
প্রজাবর্গ ভুট হইয়া স্বয়ং স্থানে প্রতিগমন করিল।
ঐ সময়ে রিচার্ডের বয়ঃক্রম ষোড়শবর্ষ মাত্র হইয়া-
ছিল; সুতরাং সকলেই অনুমান করিল, এখন তখন
বয়সেই রাজার এমত বুদ্ধি, তখন বয়োধিক হইলে
ইনি একজন প্রধান ব্যক্তি হইবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য-
ক্রমে তাহার ঠিক বিপরীতই ঘটয়া উঠিল। রিচার্ডের
যত বয়স বাড়িতে লাগিল, তিনি ততই দুষ্টি-
চার এবং ইন্দ্রিয়পণ্যে হইলেন। প্রজামাত্রেই
তাহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ তিনি
অনেকানেক ভূম্যধিকারীকে বিবাসিত করিয়াছিলেন;
তন্মধ্যে তাহার খুল্লতাত লান্কারের পুত্র হনরীও
অকারণে নিৰ্বাসিত হন। একদা রিচার্ড, আয়ারল-
ণ্ডের বিদ্রোহ দমনার্থ তদ্রূপে গমন করিলে, হনরী
ঐ সুযোগে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন। অনেক-
কালেক ভূম্যধিকারী তাহার সহিত মিলিত হইল—
রিচার্ডের সৈন্যগণও সেই পক্ষ আশ্রয় করিল—এবং
তিনিও অভ্যন্তরীণ মধ্যে হনরীর করকবলিত হইয়া
পড়িলেন। পালিয়ামেন্ট সভার সদস্যগণ একমত
হইয়া অনতিকালবিমধ্যে রিচার্ডকে সিংহাসনচ্যুত
করিয়া হনরীকে রাজপদাভিষিক্ত করিল। রিচার্ড
কোন উপদ্রুগ মধ্যে নিকঙ্করহিলেন। কিন্তু তিনি

রাজাসন হইতে অবতারিত হন, তিনি সমাহিত না হইলে শত্রুবর্গের মনস্তৃষ্টি হইতে পারে না।
 রিচার্ড কারাগার মধ্যে অনশনে প্রাণত্যাগ করিলেন ।

‘চতুর্থ হনরী’ অতি সক্ষম ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তিনি রাজ্য হইয়া এক দিনও মনের সুখে থাকিতে পারেন নাই। অনায়াসোপার্জিত রাজ-মুকুট তাঁহার মস্তকে কষ্টকমুকুটবৎ বিদ্ধ হইতে লাগিল। বিশেষতঃ যে সকল পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারিগণ তাঁহাকে রাজ্য-মুকুট উন্নত করিয়াছিলেন, তাঁহারা উহার অবাধ্যতা-চরণ করাতে অতি ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। হনরী অস্ত্রবলে সেই সকল বিবাদ উত্তীর্ণ হইলেন বটে*কিন্তু নিরন্তর দুশ্চিন্তায় তিনি অকালে জীর্ণ হইয়া পড়িলেন। ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে হনরীর মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্র ‘পঞ্চম হনরী’ যৌবনাবস্থায় অতি দুর্দান্ত এবং নীচসঙ্গপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু রাজ্যপদ প্রাপ্ত হইবামাত্র তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণ-রূপেই পরিবর্তিত হইয়াগেল। তিনি অতি বিচক্ষণ মন্ত্রিবর্গের সহায়তায় স্বন্দররূপে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ইংলণ্ড যেমন প্রবল, ফ্রান্স তেমনি

*অ.সুবুরীর যুদ্ধে তাঁহার অতিপ্রবল প্রতিপক্ষ উগ্রচেভা পার্মি হট্‌সার পুনঃ পরিভাগ করেন ।

দুর্বল হইয়াছিল। ফ্রান্সের রাজা* রাজকার্যে অশক্ত হইয়াছিলেন। অতএব ‘অলীস’, এবং ‘বর্গণ্ডী’ এই দুই প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারের† ‘ডিউকেরা’ কে রাজার প্রতিনিধি হইয়া রাজ্যশাসন করিবেন, এই বিষয় লইয়া অতি ঘোরতর বিবাদ হইতেছিল। পরিশেষে বর্গণ্ডির ডিউক ইংলণ্ডের রাজাকে আশ্রয় প্রদান করিতে স্বীকার করিলেন। হনুবী তৎক্ষণাৎ সৈন্যে ফ্রান্সে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। একদা অসংখ্য ফরাসী-সৈন্য আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। তাহাতে সকলে ভীত হইয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধবীর হনুবী, ক্রোধী এবং পইটিয়স স্মরণ করিয়া সাহস পূর্বক সংগ্রামে অগ্রসর হইলেন। ‘আজিন্ কুরের’ যুদ্ধে ফরাসীরা সর্বতোভাবেই পরাজিত হইল। ইহার কিছুকাল পরে ফ্রান্সরাজ-দুহিতার সহিত হনুবীর বিবাহ হইল। এবং তিনিই তৎকালিক রাজার‡ মৃত্যু হইলে রাজ্যাধিকারী হইবেন, ইহাও নির্দিষ্ট হইল।

বদি হনুবী ইহার পর অধিককাল জীবিত থাকিতেন তবে, বোধ হয়, ফ্রান্সরাজোই ইংরাজদিগের রাজধানী সংস্থাপিত হইত এবং তাহা

* বঠ চার্লস

† অলীস (অলেন্স) এবং বর্গণ্ডী পুদোশ জমাবুদে ফ্রান্সদেশের পশ্চিম এবং পূর্বোত্তরভাগে সংস্থিত।

‡ বঠ চার্লসের।

হইলে ইংরেজেরা বাস্তবিক বিজয়ী হইয়াও কদাপি সুখী হইতে পারিতেন না। ক্রমে২ তাঁহাদিগকেও করাসীদিগের রীতিনীতি গ্রহণ করিতে হইত—ট্যাং-হাদিগের জন্মভূমি, প্রদেশাধিকারের ন্যায় রাজ-প্রতি-ভুৱারা শাসিত হইত—ইংলণ্ডের সমুদায় ধন ক্রান্তি-গিয়া পড়িত—এবং ফ্রান্সের নিকটবর্তী অরি-রাজ্য সমস্তের সহিত যে সকল যুদ্ধ ঘটনা অরুক্ষণ ঘটিত, ইংরাজদিগকেও তাহাতে বিনিপ্ত হইতে হইত। তাহা হইলে ইংরাজদিগের বল ঐ সকল যুদ্ধেই পর্যাবসিত হইয়া যাইত। উইঁরা এক্ষণে যে প্রকার পৃথিবীর চতুর্দিকে বাণিজ্য এবং উৎপাদন বিস্তার করিয়াছেন, বোধ হয়, তাহার শতাংশের একাংশও ঘটিয়া উঠিত না।

যাহা হউক, পঞ্চম হনরী একটি নিশ্চয় সন্তান রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি ‘ডিউক অব বেড্‌ফোর্ডকে’ ফ্রান্স রাজ্য শাসনের ভারার্পণ করেন ও ‘ডিউক অব গ্লুসেস্টারকে’ ইংলণ্ডের কর্তৃত্ব দেন, আর ‘ডিউক অব ওয়ারিককে’ নিজ সন্তানের শিক্ষা ও লালন পালনের ভারার্পণ করেন। ষষ্ঠ হনরী অবিলম্বে ইংলণ্ডের এবং ফ্রান্সের রাজা বলিয়া প্রচারিত হইলেন। পূর্বফ্রান্সের পুত্র ‘সপ্তম চার্লস’ রাডোয়ার দক্ষিণভাগে কতিপয় সহস্র স্কট্ জাতীয় ভূতিভুক সৈন্য লইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার কোন রাজশক্তি ই রহিল না।

ডিউক অব বেড্‌ফোর্ডের ইচ্ছা হইল যে, একেবারেই তাঁহার সমুদায় বল বিনষ্ট করেন, এই ভাবিয়া তিনি একদল সৈন্য লইয়া লইয়র নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন এবং অন্য একদল সৈন্য তাঁহার আদেশানুসারে অলীকনগর অবরোধ করিয়া রহিল। ফলতঃ ক্রাস রাজা যে ইংরাজদিগের সম্পূর্ণ রূপেই অধিকৃত হইবে, তাহার আর কোন সন্দেহই রহিল না।

কিন্তু এপর্যন্ত করাসী প্রজাগণ এই যুদ্ধে বিশেষ মনোযোগ করে নাই। ভূম্যধিকারিগণই ইহাতে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিল। কিন্তু যখন প্রকাশিত হইল যে, ইংলণ্ডীয় রাজা ক্রাসের রাজাধিকারী হইলেন, তখন ভয়, লজ্জা এবং ক্রোধ সর্বসাধারণের মনোমধ্যে যুগপৎ জাজ্জল্যমান হইয়া উঠিল। যেসময়ে কোন জাতীয় লোকের মনোমধ্যে একটি প্রবলতর ভাবের আবির্ভাব হয়, তখন কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারাই সেই ভাবের প্রথম প্রকাশ হইয়া থাকে। হাইার দ্বারা উহা প্রকাশিত হয়, তিনিই সেই সময়ের প্রধান ব্যক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া থাকেন এবং জনসাধারণে তাঁহার অনুবর্তী হইয়া কার্য্য করে। ক্রাসদেশীয় সমস্ত জনগণের তাত্‌কালিক মনোগত অভিপ্রায় ‘জোয়ান্ অব আর্ক’ নাম্নী একটি যুবতীর প্রাযুক্ত্যে ব্যক্ত হইয়াছিল। সে নবোদিত রাজস্বকীয় তাবদিবরণ আন্দোলন ক-

রিতে২ এমনি অনন্য-মনা হইয়া পড়িল যে, জন্ম-ভূমির উদ্ধার করিবার নিমিত্ত যেন তাহার প্রতিই দৈবাদেরশ হইয়াছে, এমত নিশ্চয় জ্ঞান করিল। সে আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না, চার্লসের নিকটে গিয়া আপনার অতিপ্রায় বাক্ত করিল। চার্লস তখন নিতান্ত নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতএব অনন্যোপায় ভাবিয়া ঐ কন্যার কথাতেই আপনার বিশ্বাস খ্যাপন করত এইরূপ প্রকাশ করিয়াদিলেন যে, ‘জোয়ান্’ বাস্তবিক দেবানুগৃহীত হইয়াছে ; উহার দ্বারাই আমার রাজ্য উদ্ধৃত হইবে। ইংলণ্ডীয় সৈন্যে অলী’জ্জ নগর আরোপ করিয়া রাখিয়াছিল। জোয়ান্ সেই সমুদায় ইংরাজ সৈন্য ভেদ করিয়া অলী’জ্জে খাদ্য সামগ্রী এবং অনেক নূতন সৈনিক প্রাপ্ত করিয়া আসিল। আর তাহার খ্যাতির পরিসীমা রহিল না। সকলেই তাহাকে অলী’জ্জের কুমারী বলিয়া আখ্যাত করিল। কুমারী যেখানে উপস্থিত হন সেইখানেই জয় লাভ করেন। ইংরেজেরা করা-সীদিগকে পূর্বে নিতান্ত অবজ্ঞেয় জ্ঞান করিয়াছিল, এক্ষণে তাহারাই ঐ কুমারীর রূপতাকা দর্শন করিলে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। চার্লস, রীমস্* নগরে যাইয়া রাজমুকুট গ্রহণ করিলেন।

* ফ্রান্সের প্রথম রাজা ক্লোবিস রাজধানী পারিসের (পারিস) নিকটবর্তী এই নগরে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ আছে, একসী পারাবত রাজার অভিষেকের নিমিত্ত স্বর্ণ হইতে তৈল

জোয়ান্ এই পর্য্যন্ত সম্পন্ন করিয়া রাজার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন । কিন্তু রাজা তাঁহাকে বিদায় দিলেন না । তদুদ্যোগ আরও অধিক উপকার সম্ভাবনা বোধ করিয়া উহাকে মৃত্যু কার্য্যেই নিযুক্ত রাখিলেন । পরন্তু ইহার কিয়ৎকাল মধ্যে জোয়ান্ ইংরাজদিগের হস্তগত হইলেন এবং নৃশংস ইংরেজেরা তাঁহাকে 'ডাকিনী' বলিয়া জ্বলন্ত অনলে দগ্ধ করিয়া নষ্ট করিল । কিন্তু জোয়ানের মৃত্যু হইলেও আর ইংরেজেরা প্রবল হইতে পারিল না । তাহার পুনঃ পরাভব প্রাপ্ত হইতে লাগিল । ডিউক অব বেড্‌ফোর্ডের পঞ্চত্ব হইল । এবং ইংলণ্ডে নানা বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে কেবল কালিস্‌নগর ভিন্ন আর সমুদায় ক্রান্ত দেশ স্বাধীন হইয়া উঠিল । ইংরেজেরা এইরূপে পরকীয় দেশে বলবিক্রম প্রকাশ করিতে না পারিয়া স্বদেশে গমন করিয়া কিয়ৎকাল পরম্পর হিংসারসে নিমগ্ন হইয়া রহিলেন ।

পূর্বেই বলাগিয়াছে যে, তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ডের তৃতীয় পুত্র 'লাইওনেল' পিতৃ বর্ত্তমানেই লোকান্তর গমন করেন । তাঁহার 'কলিপা' নাম্নী একটি কন্যা থাকে । 'মর্টিমর' সেই কন্যার পাণি গ্রহণ করেন এবং 'রজর' নামা তাঁহাদিগের এক পুত্র হয় । রজরের কন্যা 'এনের' সহিত রিচাডের বিবাহ

আনয়ন করিয়া দেয় । সেই স্বর্গীয় তৈল দ্বারাই সমস্ত চার্জ-সের অভিষেক হইয়াছিল ।

হয়। এই রিচার্ড তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ডের পঞ্চম পুত্রের বংশোদ্ভব ছিলেন। সুতরাং উইলিয়ার্ডের উত্তরের সম্ভান 'ডিউক অব ইয়র্ক' ইংলণ্ডের রাজাসনের বাস্তবিক অধিকারী হইতে পারেন। কারণ ইংলণ্ডের ব্যবস্থানুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্রের অধিকারী কেহ বর্তমান থাকিতে কনিষ্ঠের অধিকার হইতে পারেন না। সুতরাং চতুর্থ হনরী 'ডিউক অব ল্যাঙ্কাশায়ার'ের পুত্র আর 'ডিউক অব ইয়র্ক' ল্যাঙ্কাশায়ারের জ্যেষ্ঠ 'লাইওনেলের' উত্তরাধিকারী; অতএব ইয়র্কেরই বাস্তবিক অধিকার স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বর্তমান চতুর্থ হনরী এবং তাঁহার প্রতাপশালী পুত্র বর্তমান ছিলেন, তত দিন এই সকল কথাই কোন উল্লেখই হয় নাই। অকস্মাৎ বর্তমান হনরী রাজ্যাধিকারী হইলে এই সকল কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। একনা কোন উদ্যান মধ্যে দুই দলের দুইটি স্ত্রীলোক এই বিষয়ের তর্ক হইতেছিল, ইতিমধ্যে ল্যাঙ্কাশায়ারের পক্ষীয় কামিনী একটি রক্তবর্ণ গোলাপ ফুল ভুলিয়া বলিলেন “দেখ! যেমন এই কুসুমবর উদ্যানস্থিত অন্য সকল কুসুম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, তেমনি হনরীর অধিকার অন্য সকলের অধিকার অপেক্ষা সমধিক শ্রেষ্ঠ”। ইয়র্ক-পক্ষীয় কামিনী উত্তর করিলেন “না, না, তাহা নহে, দেখ! এই শ্বেত গোলাপের সৌন্দর্য্য কি পবিত্র! ইহার পবিত্রতাও যেমন, আর এই রাজ্য বাহার ভাগধেয় সে ব্যক্তিও তেমনি পবিত্র”। এইরূপ বাদানুবাদের

পর উভয়েই স্বয়ং মনোনীত কুমুমদ্বয়কে গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ক্রমে এই কথা প্রচরিত হইয়া পড়িল এবং তখন ইংরেজে ইংরেজে যুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল, তখন উভয় দলেরই এক প্রকার পতাকা, এক প্রকার যোদ্ধারাব এবং একই প্রকার অন্যান্য চিহ্ন থাকিলে, রণ স্থলে শত্রু মিত্র ভ্রম হইবার সম্ভাবনা হওয়াতে সকলেই ঐ দুই গোলাপের মধ্যে যাহার ফেরাস মনোগত সে সেই প্রকার গোলাপকে আগুন চালে, বর্ষে, পতাকায় এবং মুকুটে চিহ্নিত করিয়া লইল। এইরূপে ইংলণ্ড-দেশে দুই গোলাপের দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল। ঐ গোলাপদ্বয়ের যুদ্ধে যে কত লোক নষ্ট হইল—কত প্রধান বংশ একেবারে নিঃশেষিত হইয়া গেল—কত নগর এবং গ্রাম ভস্মীভূত হইল—এবং কত অদভুত, অশ্রুতপূর্ব, নিষ্ঠুরতাচরণ হইল—তাহা বর্ণন করা যায় না। এস্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে, ডিউক অব ইয়র্ক স্বয়ং যুদ্ধে ধৃত হইয়া দাতক হস্তে প্রাণ ত্যাগ করেন। আবার যষ্ঠ হনরীও রাজ্যচ্যুত হইয়া কারাধিবাগ প্রাপ্ত হন। তাঁহার পত্নী ‘মার্গারেট’ যিনি পুত্র তেজস্বিতা প্রকাশপূর্বক অকর্মণ্য স্বামীর প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি ক্ষুণ্ণদেশে পলায়ন করিয়া রক্ষা পান এবং ডিউক অব ইয়র্কের জ্যেষ্ঠ পুত্র চতুর্থ এডওয়ার্ড ইংলণ্ডের রাজ্যাসন গ্রহণ করেন।

কিন্তু এই পর্য্যন্ত হইয়াই দিবাদের নিষ্পত্তি হইল না । চতুর্থ এডওয়ার্ডরাজা হইয়া আপন সুহৃৎতম ডিউক অব ওয়ারিকের অপমান* করাতে, সেই পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারী তাঁহার পক্ষতা পরিত্যাগ করিলেন, এবং রাষ্ট্রীয় মার্গারেটের সহিত মিলিত হইয়া পুনর্বার যষ্ঠ হনরীকে কারাগার হইতে আনয়ন পূর্ব্বক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিলেন । কিন্তু চতুর্থ এডওয়ার্ডের পক্ষ পুনর্বার প্রবল হইয়া উঠিল । ওয়ারিক পরাভূত, মার্গারেট পুনর্বার বিবাসিত, এবং তৎপুত্র নিহত হইল । চতুর্থ এডওয়ার্ড আপন কনিষ্ঠ সৈন্যবরেরও প্রাণ হিংসা করিয়া পরিশেষে দুই শিশু সম্ভ্রান রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন । উহাদিগের জ্যেষ্ঠ পঞ্চম এডওয়ার্ড নাম পরিগ্রহ পূর্ব্বক কতিপয় দিবসের নিমিত্ত রাজা হইয়া ছিলেন । পরে তাঁহাদিগের খুল্লভাত উভয় শিশুকেই নষ্ট করিয়া আপনি তৃতীয় রিচার্ড নামে রাজা হইলেন । ইনি হৃদ্ধরাজ যষ্ঠ হনরীরও প্রাণ বিনাশ করিয়াছিলেন ।

* ওয়ারিক অতি প্রভাপশালী ভূম্যধিকারী ছিলেন । তিনি যখন যাহাকে ইচ্ছা সিংহাসনাধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'কিংমেকর' বা রাজনির্ম্মাতা, এই উপাধি প্রদান করিয়াছিল । কথিত আছে, ইহার অধিকৃত উপদুর্গ সমস্তের মধ্যে অন্যান্য দশসহস্র পরিচারক ভৃত্য নিভ্য উহার ব্যয়ে গান ভোজনাদি করিত । ইহার পরলোক হইলে আর কোন ভূম্যধিকারী এমন প্রবল হইতে পারেন নাই ।

পরন্তু রিচার্ড কুলোক ছিলেন বটে, কিন্তু রাজ্য-শাসনের রীতি নিতান্ত মন্দ করেন নাই ।

বাহা হউক, ডিউক অব লান্কাষ্টরের প্রপৌত্রী গর্ভ-জাত 'টুডর' নামা একজন ওয়েল্সদেশীয় ভূমাদি-কারীর সন্তান হনরী, এই সময়ে ফ্রান্স রাজ্যে বিবাসিত হইয়াছিলেন । তিনি কতকগুলি সৈন্য সমভিবাহারে ইংলণ্ডে অবতীর্ণ হইবামাত্র অনেকানেক প্রপান্ন ব্যক্তি তাহার সহিত মিলিত হইলেন । ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে 'বসওয়ার্থের' যুদ্ধে রিচার্ড ইংলান্ড নিকট পরাভূত হইলেন । গোলাপদ্বয়ের যুদ্ধ এত দিনের পর সম্পূর্ণরূপে বিরাম প্রাপ্ত হইল ।

গোলাপ দ্বয়ের যুদ্ধ বিরত হইল, কিন্তু এই যুদ্ধের পূর্বে ইংলণ্ডের যে অবস্থা ছিল, এক্ষণে আর সেরূপ নাই । পরাক্রান্ত ভূমাদিকারিদল প্রায় একেবারেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে ভূমাদিকারিবর্গের পরস্পর যুদ্ধ সময়ে তাহারা সকলেই প্রজা সাধারণকে আপনাদিগের পক্ষতাবলম্বন করাইবার নিমিত্ত চেষ্টা পাওয়াতে উহারা বিশিষ্টরূপে সমাদৃত হইয়াছে—পার্লিয়ামেন্ট সভাতে যে হাউস অব কমন্স ছিল, তাহা পূর্বে কেবল নামে মাত্র ছিল, অধুনা তাহার অনেক ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে—কৃষিদিগের দাসত্ব একেবারে রহিত হইয়া গিয়াছে—বণিকহস্তির গৌরব হইয়াছে—এবং পূর্বে অত্যন্ত দুঃস্থ এই দুই প্রকার প্রজা ছিল, এক্ষণে উভয়ের

মধ্যবর্তী এক প্রকার মধ্যবিধ লোকের বিশিষ্ট প্রাচু-
 র্তাব হইয়াছে। বস্তুতঃ ঐ সময়ে সমুদায় ইউ-
 রোপেই সমূহ পরিবর্ত ঘটিয়া উঠিয়াছিল। উদ্ভ-
 মশঃ অনুরূপ বেষ্ঠন করিয়া ভারতবর্ষে আগমনের
 পথ প্রকাশিত হইয়াছিল। আমেরিকা আবিষ্কৃত
 হইয়াছিল। মুদ্রাবস্তুর ব্যবহার আরম্ভ হইয়া-
 ছিল। আর বাকদের গুণ প্রকাশিত হওয়াতে ক্ষে-
 ত্রবিদ্যারও সম্যক পরিবর্ত উপস্থিত হইয়াছিল।
 ফলতঃ বোম সাম্রাজ্য বিনাশের পর যে মহা বিশৃ-
 ঙ্খলা উপস্থিত হয়, এতদিনে সেই সমুদায় দোষের
 পরিহার হইয়াছিল।

— ০ —

৫ম অধ্যায়।

— ০ —

[সপ্তম হনরী—ভূমিধিকারিবর্গের ভেজোহাস—অ'কমহনরী—
 ধর্ম সংশোধন প্রণালী—হনরীর বহু বিবাহ—যেট এডওয়ার্ড—
 জেন্ প্রে—মেরী—এলিজাবেথ—স্কট্‌রাজী মেরী—এসকন্স—
 ইংলণ্ডের পুতাবলানিতা।]

সপ্তম হনরী ইংলণ্ডের রাজাসন প্রাপ্ত হইলে
 লানকাস্ট্রাস এবং ইয়র্কীয়দিগের পরস্পর বিবাদ
 উপরত হইল। বিশেষতঃ তিনি রাজমুদ্রা গ্রহ-

গের অব্যবহিত পরেই চতুর্থ এডওয়ার্ডের কন্যা 'এলিজাবেথের' পানিগ্রহণ করাতে রক্ত ও শ্বেত গোলাপদ্বয়ের সম্মিলন সম্পন্ন হইল—আর দলাদলির হেতু রহিল না। তথাপি হনরীর রাজ্য কালে দুই-বার তুঘল গোল যোগ উপস্থিত হইয়াছিল। একদা 'লার্ট-সিমনেল' নামক একজন ভেটেরী-ওয়ারার সন্তানকে চতুর্থ এডওয়ার্ডের ভ্রাতৃপুত্র বলিয়া প্রকাশ করত ইয়র্কীয়েরা আইয়র্নগে বিদ্রোহ উত্থাপন করে এবং তথা হইতে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলে যুদ্ধে পরাভূত হয়। উহাদিগের প্রতিষ্ঠিত নরপতি হনরীর হস্তে পড়িলেন। হনরী উহার কোন দণ্ড করিলেন না। উহাকে আপন সূপকারের কর্মে নিযুক্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। ইহারই কিছুকাল পরে 'পার্কিনওয়ার্বেক' নামক একজন ইহুদীর পুত্র আপনাকে চতুর্থ এডওয়ার্ডের দ্বিতীয় পুত্র বলিয়া প্রচারিত করিল। স্কটলণ্ডের রাজা তাহার সহায়তা করিলেন। বর্গণ্ডীর ভূমাধিকারীর পত্নী† যিনি স্বয়ং চতুর্থ এডওয়ার্ডের সহোদরা ছিলেন, তিনিও ঐ ব্যক্তিকে আপনার ভ্রাতৃপুত্র বলিয়া স্বীকার করি-

* চতুর্থ জেমস।

† বেরী—ফ্লাণ্ডর্স প্রদেশ ও এই সময়ে বর্গণ্ডীর অধিকৃত ছিল এবং ফ্লাণ্ডর্সের সহিত ইংরাজদিগের বিশেষ লাভজনক বণিজ্য চলিত।

লেন। ইংলণ্ডীয় অনেকানেক ভূমাদিকারী হন্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া গোপনেই উহার পক্ষতাবলম্বন করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু হন্রী উহাদিগের গুপ্ত পরামর্শ সমুদায় জানিতে পারিয়া একা-কি করিয়া অনেকেরই প্রাণ বধ করিলেন। সুতরাং পর্কিনওয়ার্থকে স্কট্রাজদত্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডে প্রবেশ করিয়া আপন পক্ষহ্রস্বি করিতে পারিলেন না। তিনি রাজ সৈন্য কর্তৃক পরাভূত, ধৃত, এবং লণ্ডননগরে আনীত হইয়া বিচারান্তে ফাঁসি কাঠে উদ্ধৃত হইলেন।

ইহার পরে আর হন্রীর রাজ্য কাল কোন বিশেষ উপদ্রব ঘটে নাই। পাছে আবার কোন গোলযোগ উপস্থিত হয় এই শঙ্কা প্রযুক্ত তিনি চতুর্থ এডওয়ার্ডের প্রকৃত ভ্রাতৃপুত্রের* প্রাণ বধ করিলেন। তাহাতেই ইয়র্কীয় রাজবংশ একেবারে নিঃশেষিত হইল।

পরে ইংলণ্ড রাজ স্কটলণ্ডের রাজা চতুর্থ জেমসের সহিত আপন দুহিতা মার্গারেটের বিবাহ দিলেন। হন্রীর এই কর্ম্মগী অত্যন্ত মন্দুরনশীর কর্ম্ম হইয়াছিল; কারণ ইহাই ইংলণ্ড এবং স্কটলণ্ড মিলিত করিবার প্রথম সোপান হয়। হন্রী, স্পেইন রাজ-

* ইহার নাম ওয়ারিক, ইনি ৪র্থ এডওয়ার্ডের ভ্রাতা ক্লারেন্সের পুত্র ছিলেন এবং টৌয়র নামক কারাগৃহে বদ্ধ থাকিয়া উদ্ভাদ রোগগ্রস্ত হইয় ছিলেন।

ছুহিত। কাথারীনের সহিত আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রের উদ্বাহ সম্পন্ন করিলেন এবং কিয়দ্দিন পরে সেই পুত্রের কাল হইলে, ধর্মশান্ত। পোপের স্থানে অনুমতি গ্রহণ করিয়া পুনর্বার আপন দ্বিতীয় পুত্র হনরীর সহিত ঐ বিধবা স্ত্রীর বিবাহ দিলেন। হনরী অতি কঠিন-হৃদয়, স্বার্থপর, অর্থলোভী কিন্তু বুদ্ধিমান এবং দূরদর্শী রাজা ছিলেন। তিনি এমত একটা ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়া যান, যাহার প্রভাবে ইংলণ্ডের ভূম্যধিকারি বর্গ দিনে দিনে হীনবল হইয়া পরিশেষে রাজার একান্ত বশীভূত হইয়া পড়িল। পূর্বে ইংলণ্ডের ভূম্যধিকারিগণ স্বয়ং টপ-তুক ভূম্যধিকারের দান বিক্রয়ের স্বত্বাধিকারী ছিলেন না। সুতরাং কোন ভূম্যধিকার খণ্ডে হইয়া ক্ষুদ্র হইতে পারিত না। যাহার যত ভূমিতে অধিকার থাকিত, তাহার উত্তরাধিকারীও একেবারে সেই সমুদায়ের অধিকার প্রাপ্ত হইত। হনরী এই ব্যবস্থা রহিত করিয়া এমত নিয়ম করিলেন যে, ভূম্যধিকারিগণ স্বয়ং ইচ্ছানুসারে আপন টপ-তুক বিষয় ভাগ করিয়া দান বিক্রয়াদি করিতে পারিবেন। প্রথমে ভূম্যধিকারীর স্বয়ং বিষয়ের উপর একপ সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইয়া মহা সন্তুষ্ট হইল,

* ফর্ডিনাণ্ড ও ইসাবেলার দুই কন্যা হয়, জ্যেষ্ঠার নাম জোয়ানা, দ্বিতীর নাম কাথারীনা। জোয়ানার গর্ভে যে চার্লস জন্মগ্রহণ করেন।

কিন্তু দুই তিন পুরুষের মধ্যেই তাহাদিগের আর কাহারও পূর্বেরূপকার্য সুবিস্তৃত ভূম্যধিকার রহিল না। সুতরাং পূর্বেরূপ যেমন দুই তিন জন ভূম্যধিকারী মিলিত হইলেই রাজাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিত, ইহার পর আর কখন তাদৃশ ব্যাপার ঘটিবার সম্ভাবনা রহিল না।

সপ্তম হনরী ১৫০৯ খৃঃ অব্দে লোকান্তর গমন করিলে তাহার পুত্র অষ্টম হনরী সিংহাসনারোহণ করিলেন। ইনি দেখিতে শ্রীমান, ব্যবহারে শ্রীতিজনক, অর্থব্যয়ে মুক্ত-হস্ত এবং লাক্ষ্যী ও ইয়র্কীয় উভয় বংশনন্তৃত হওয়াতে সমুদায় রাজ্যের একমাত্র অসন্দ্বিগ্ন রাজ্যধিকারী ছিলেন। সুতরাং ইনি যে, সকল লোকেরই অনুরাগ ভাজন হইবেন, তাহার সন্দেহ কি? হনরী প্রথমেই ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন বিশেষ ফল দর্শিল না। তিনি তৎকালিক প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্স এবং স্পেইনের রাজত্বের মধ্যে কখন একজনের কখন অপরের পক্ষতা অবলম্বন করিয়া আপন ধন এবং সৈন্যের অপচয় করিতে লাগিলেন। এই কয়েক 'ওল্গী' নামক একজন যাজক তাহার প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। ঐ ব্যক্তি একজন সামান্য ব্যাধের পুত্র ছিল। অক্সফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া যাজক রূতি

গ্রহণ করত সপ্তম হনরীর বাণীতে পৌরোহিত্য কন্মে নিযুক্ত হয় এবং তথায় রাজপুত্রের সহিত সর্বদা সন্দর্শন হওয়াতে চাটুজ্জি দ্বারা তাঁহাকে বিলক্ষণ বশ করে। স্মরণ্য অষ্টম হনরী রাজ্যপদ প্রাপ্ত হইলে, তিনি প্রিয়তম ওল্‌সীরও পদবৃদ্ধি করিয়া দিতে বিলম্ব করিলেন না। ওল্‌সী প্রথমে উইঞ্চেঃফেরের বিসপ্ হইলেন, তাহার পর ইয়র্কের আর্চ বিশপ এবং সেই সময়েই লর্ড চান্সেলরের* পদে অভিষিক্ত হইলেন। এই সকল উচ্চ পদ এবং তৎসহ রাজতুল্য বিভব প্রাপ্ত হইয়াও ওল্‌সীর মনে সন্তোষ জন্মিল না। তিনি পোপ হইবেন, এই আশয়ে তাত্‌কালিক অষ্টিতীয় বীর্ঘ্যবান্ সট্রাট্ পঞ্চম চার্লসের† পক্ষপাতী হইয়া আপন নরপতিকেও তৎপক্ষতাবলম্বন করাইবার নিমিত্ত সচেষ্ট রহিলেন। কিন্তু চার্লস তাঁহাকে পোপের পদ দিলেন না। বহুকাল শোক-দিয়া রাখিলেন। পরে ওল্‌সী, চার্লসের চাতুর্ঘ্য অনুভব করিতে পারিয়া একেবারে ক্রুদ্ধ হইয়া

* এই পদ এক জন প্রধান সচিবের পু্যপ্য—ইনি হৌস অব লর্ডস্ নামক সভার সভাপতি এবং ‘ইকুই’ ঘটিত ধর্ম্ম-ধিকরণের সর্বাধ্যক্ষ হইয়া থাকেন।

† উল্লিখিত পঞ্চম চার্লস জার্মানির ইলেক্টরদিগের দ্বারা উক্ত সাম্রাজ্যের কর্তৃত্বে নিযুক্ত হইয়া সম্রাট উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

উঠিলেন এবং আপন মহীপতিকেও চার্লসের বিপক্ষ হইতে মজুনা দিয়া ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের সন্ধি বন্ধন করাইলেন । এইরূপে হনুয়ী, কিছুকাল ওল্দমীর ক্রীড়া-মুণের ন্যায় তাঁহার মতেই মত দিয়া চলিতে লাগিলেন ।

এই সময়ে ইউরোপে একরূপ এক আশ্চর্য ঘটনার উপক্রম হইয়াছিল যে, তদ্বারা সকল রাজ্য ও সকল লোকের মন বিচলিত হইয়া উঠিল । এই ব্যাপার ধর্ম-সংশোধন নামে প্রসিদ্ধ । যখন ইউরোপে খ্রীষ্টধর্ম প্রথমে প্রবর্তিত হয়, তখন অসভ্য জাতীয়েরা যে দেশে ঐ ধর্ম গ্রহণ করুক না কেন, সকলেই রোমের ধর্মশাস্ত্রা বিশপদিগের নিকট ব্যবস্থা গ্রহণ করিত এবং কোন কঠিন বিষয়ের বিচার উপস্থিত হইলে তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইত । বস্তুতঃ রোম নগরে বিদ্যার আধিক্য এবং রোমের পূর্ব সন্মান, এই উভয় কারণ বশতঃ রোমের বিশপেরা সকল খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদিগের গুরু হইয়া উঠিয়াছিলেন । উহাঁরাই পোপ* উপাধি প্রাপ্ত হন ।

পোপেরা বহুকালাবধি ইউরোপখণ্ড মধ্যে অব্যাহত প্রভাব প্রচার করিয়া আসিতে, ক্রমেৎ মধ্যে-মধ্যে ব্যবহার করিতে লাগিলেন । কোন কন্মের নিমিত্ত

অর্থের প্রয়োজন হইলে তাঁহারা খ্রীষ্টকৃত স্মৃতি সমূহ বিক্রীত করিতেন ! পুর্বেই এইরূপ করাতে কোন বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই । পরন্তু মুদ্রাবস্ত্রের ক্ষতি হইয়া অবধি পুস্তক সংখ্যার হ্রাস ও তন্মূল্যের হ্রাস হওয়াতে জনসাধারণের মধ্যে বিলক্ষণ বিদ্যাচর্চার প্রাভুত্ব হইয়াছিল । লোকের বিদ্যারহি হইলেই স্বাতন্ত্র্য জন্মে, অর্থাৎ বিদ্যাবান ব্যক্তির স্বয়ং সদসদ্বিবেচনায় সক্ষম হইয়া থাকেন; সুতরাং কেবল অন্যের কথাকেই ব্রহ্ম-জ্ঞান করিতে পারেননা । পোপেরা, যে বিরূপ করিয়া খ্রীষ্টের স্মৃতি সমস্ত দান বিক্রয়ের অধিকারী হইয়াছিলেন, ইহা সহজেই তাদৃশ ব্যক্তিবর্গের জিহ্বা হইয়া উঠিল ।

এই সময়ে জার্মানি দেশে ‘লুথর’ নামা একজন সম্রাসী, পোপ কর্তৃক নিজ সম্প্রদায়ের অপমান হইয়াছে বোধ করিয়া, এই পুণ্য-বিক্রয় ব্যাপারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন । পোপের পক্ষীয়

* খ্রীষ্ট, যত্নবান হইয়া সন্তান করিয়া মনুষ্যকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন । রোমান ক্যাথলিকেরা বলেন যে, খ্রীষ্টের স্মৃতি এত অধিক যে, সমুদায় পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াও অনেক উদ্ধৃত হয় । খ্রীষ্টের প্রিয় শিষ্য পীটার সেই সমুদায় স্মৃতির অধিকারী এবং পোপেরা সেই পীটার উত্তরাধিকারী বলিয়া তাহাতে বিশ্বাস হইয়াছেন ; অতএব অবশ্যই তাহার দান বিক্রয় করিতে সমর্থ !!

পণ্ডিতেরাও তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন । উভয় পক্ষ যত তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল, প্রোভূবর্গ ততই আপনাদিগের চিরাগত ধর্ম প্রণালীর দোষ সমূহ দেখিতে পাইল । পরিশেষে লুথর মতাবলম্বীদিগের এই সিদ্ধান্ত হইয়া উঠিল যে, ধর্ম বিষয়ে পোপের কোন শক্তিই নাই । পোপ উহাদিগকে অভিশপ্ত করিলেন, এবং কোন রাজা উহাদিগের বিনাশার্থ অস্ত্র ধারণ করিলেন । কিন্তু লুথর মতাবলম্বীরা পোপের শাপকে তৃণ জ্ঞানও করিল না এবং অভিনব মতাবলম্বী রাজা ও ভূম্যধিকারিবর্গ উহাদিগের রক্ষার্থে প্রবৃত্ত হইলেন ।

ইংলণ্ডরাজ অষ্টম হন্রী, তৎকাল প্রচলিত শাস্ত্রসমস্তে অতি সুপণ্ডিত ছিলেন । তিনি এই ধর্ম যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করিয়া লেখনী ধারণ করিলেন এবং পোপের মাহাত্ম্য পরিপোষক এক সূত্রই গ্রন্থ বিরচিত করিয়া পোপের নিকট পাঠাইয়া দিলেন । পোপ, ঐ গ্রন্থ দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ইংলণ্ডাধিপতিকে ‘স্বধর্ম রক্ষিতা’ এই উপাধি প্রদান করিলেন । ইংলণ্ডের রাজারা ঐ সময় অবধি উক্ত উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন । তাঁহাদিগের আধুনিক ধর্ম আর সেই পূর্বকালের রোমান কাথলিক ধর্ম নাই । উহারা বহুকাল হ-

ইন প্রটেস্ট্যান্ট মতাবলম্বী হইয়াছেন। তথাপি পোপ-প্রদত্ত ঐ উপাধি পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু যে হন্রী পোপের পক্ষপাতী হইয়া এতাদৃশ তর্কবিতর্ক করিয়াছিলেন, তিনিই ইহার কিছুদিন মধ্যে পোপের প্রবল শত্রু হইয়া উঠিলেন। একুশদশী পণ্ডিতগণ উত্তম কহিয়াছেন যে, ধর্মের প্রতি আস্থা, কখন তদ্বিষয়ের তর্কবিতর্ক দ্বারা সৃষ্টীভূত হয় না। হন্রীরও তাহাই হইয়াছিল। তিনি, যে পোপের সম্মান ও প্রভুর রক্ষার নিমিত্ত এত যত্ন করিলেন, যখন সেই পোপ তাঁহার দুঃপ্রবৃত্তি পরিপূরণের প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিলেন, তখন তাঁহার আজ্ঞালঙ্ঘন ও অন্যান্য বিবিধ প্রকারে অপমান করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সপ্তম হন্রী পোপের স্থানে অনুমতি গ্রহণ করিয়া আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিধবা ভার্য্যা কাথারীনের সহিত হন্রীর বিবাহ-সম্পাদন করেন। হন্রী সেই বিবাহে অসম্মত হন নাই। তাঁহার ঔরসে কাথারীনের গর্ভে ‘মেরী’ নামে একটি কন্যা জন্মিয়াছিল। বহুকালের পর হন্রী আপন সীমন্তিনীর সহচরী একটি যুবতীকে অবলোকন করিলেন। উহাকে দেখিয়া অবধি তাঁহার পূর্ব বিবাহ যে, শাস্ত্র সিদ্ধ

বাহারা পোপের ক্ষমতার প্রতি ‘পোটেস্ট’ অর্থাৎ অস্বীকার-প্রকাশ করে তাহাদিগকে ‘পোটেস্ট্যান্ট’ বলে।

হয় নাই, ইহা স্মৃতিই বোধহইল! অতএব, তিনি পোপের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন যে, আপনি, আমার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত হয় নাই বলিয়া আমাকে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহে অনুমতি করুন। পোপ মহা বিপদে পড়িলেন। কাথারীন্ পঞ্চম চার্লসের মাতৃশ্রম। কাথারীনের অপমান করিলে চার্লস ক্রুদ্ধ হন, আর তাহা না করিলে অষ্টম হনরী বিরক্ত হইয়া উঠেন। অতএব শীঘ্র কোন উত্তর না করিয়া তিনি ঐ বিবাহ শাস্ত্রসম্মত হইয়াছে কিনা, ইহার বিচারার্থ কতিপয় বিদ্যাবান ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলেন এবং যাহাতে কাল বিলম্ব হয়, এমত করিতে শিখাইয়া দিলেন। বিচার চলিতেই লাগিল। এ দিকে হনরীও মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—তাহার আর বিলম্ব সহ্য হয় না। বিচারকর্তৃ বাজকদিগের মধ্যে হনরীর প্রিয়তম ওল্‌সীও ছিলেন। তিনি পোপের অনভিমত করিতে পারেন না; সুতরাং রাজা তাহার প্রতি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং তাহাকে সকল কর্মচ্যুত করিয়া সভাহইতে দূর করিয়া দিলেন ওল্‌সী মনোদুঃখে পঞ্চস্থ পাইলেন। মরিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন “হায়! আমি যেরূপ যত্ন করিয়া রাজসেবা করিয়াছি, যদি ঈশ্বর সেবার তাহার অর্দ্ধেকও যত্ন করিতাম, তবে এই হৃদ্যাবস্থার

ভগদীশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করিতেন না।।
কলতঃ দুই লোক মাত্রেবুই এই এক সুমহদুঃখ
যে, তাহারা গাহাদিগের মনস্তষ্টির নিমিত্ত দুষ্কর্মে
প্রবৃত্ত হয়, সেই সকল লোকও তাহাদিগের
প্রতি কৃতজ্ঞ ব্যবহার করেন।

ওলসী মরিলেন, এখানে 'ত্রান্মর' নাম্নী এক জন
পণ্ডিত রাজাকে এই পরামর্শ দিলেন যে, এমন দুর্ভাগ্য
বিষয়ের বিচার স্থলে পোপের অভিমতের অপেক্ষা
না করিয়া, পত্র দ্বারা স্বদেশীয় এবং বৈদেশিক
প্রধান প্রধান চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকদিগের মত
গ্রহণ করাই যুক্তিসিদ্ধ। এই কথা হনরীর মনে
লাগিল। তিনি ভাস পত্র করাইলেন। বিধবা ভ্রাতৃ
পত্নীর পানিগ্রহণ যে শাস্ত্র বিরুদ্ধ তাহা সপ্রমাণ
হইল এবং হনরী সেই পূর্বদৃষ্ট, মনোজ্ঞ-রূপা
'অনাগুলিনের' পানিগ্রহণ করিলেন। পোপ, এই
বিবাহে সম্মতি প্রদান করিলেন না। এদিকে আনা-
গুলিন স্বয়ং লুপ্ত মতাবলম্বিনী ছিলেন। অতএব
হনরীর সহিত পোপের মহাভেদভাব উপস্থিত
হইল। তিনি ব্যবস্থাপিত করিলেন যে, ইংলণ্ডের
ধর্মশাসনে পোপের কোন অধিকারই নাই—ইহা-
তে রাজারই সম্পূর্ণ অধিকার। হনরী এই মত প্রচার
করিলেন বটে, কিন্তু তিনি পূর্ব-ধর্মপ্রণালীর কোন
অংশ পরিবর্তিত করিলেন না। তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ
দোদান কাথলিকই হইয়া রহিলেন। অতএব হনরী

একদিকে রোমান্ কাথলিকের শত্রু, আর অন্যদিকে লুথরমতাবলম্বী প্রোটেস্ট্যান্টদিগের শত্রু হইয়া উভয় পক্ষকেই বিস্তর পীড়া দিতে লাগিলেন। যাহারা তাঁহার মতে নত নিয়া চলিত, তাহাদিগেরই রক্ষা; যাহারা উভয় মতের মধ্যে কোন মতে দৃঢ় প্রতীতি প্রকাশ করিত, রাজাজ্ঞানুসারে তাহার। অনেকেই ঘাতকের অস্ত্রমুখে পতিত হইতে লাগিল।

বৎসরেক কাল মধ্যেই রাজ্যীর এক কন্যা সন্তান জন্মিল। এই কন্যার নাম ‘এলিজাবেথ’। কিন্তু হনরী আর রাজ্যীর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। তিনি ইহার সখী ‘জেন্ সেমুরের’ লাভণ্যদর্শনে নোহিত হইয়া তাঁহাকেই সিংহাসনারূঢ়া করিতে বাসনা করিলেন। অবিলম্বেই আনাদুলিনের ব্যভিচার দোষ প্রকাশিত হইল। তদ্বিবয়ে তৎক্ষণাৎ বিচারায়ত্ত হইল, রাজ্যী বিচারে অপরাধীণী হইলেন, এবং অবিলম্বে দণ্ড বিধান হওয়াতে তাঁহার মৃত্যু হইল হইল। পর দিবস হনরী, জেন্ সেমুরের পানি গ্রহণ করিলেন। জেন সেমুর একবর্ষ মধ্যে পুঙ্খ নন্ত হইয়া নিজ সৌভাগ্যবলে স্মৃতিকাগারেই লোকান্তর গমন করিলেন। ইহার পুত্র ‘এডওয়ার্ড প্রিন্স অব ওয়েল্‌স উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। হনরী ইহার পর ‘কাথারীন হোয়ার্ড’ নামী কামিনীকে বিবাহ করেন। তাহার বাস্তবিক ব্যভিচার দোষ

প্রকাশ হওয়াতে সে ঘাতককর্তৃক বধা হয় । হনরীর পঞ্চম পত্নীর নাম ‘অন্ অব ক্লিবস্’ । ইংল-
ওরাজ বিবাহের পূর্বে ইহাকে দেখেন নাই । কোন
চাটুকার চিত্রকর দ্বারা চিত্রিত ইহার চিত্রপট দর্শন
করিয়াই বিবাহ করেন । পরে যখন ইহার
প্রকৃত অবয়ব দর্শন করিলেন, তখন অবিলম্বেই
পরিত্যাগ করিলেন । ইহার পর হনরীর আর একটি
বিবাহ হয় । সেই স্ত্রীর নাম ‘কাথারীন পার্’ । এই
স্ত্রীলোকটি বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী ছিলেন । তিনি
অনেকবার কোশল করিয়া হনরীর ক্রোধ হইতে
মুক্ত হন এবং পরিশেষে হনরীর লোকান্তর গমন
হইলেও স্বয়ং জীবিত থাকেন ।

অষ্টম হনরীর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র বর্ড
এড্‌ওয়ার্ড সিংহাসনারোহণ করিলেন । তাঁহার
রাজ্যকালে প্রটেক্টেন্ট ইংলণ্ডে বদ্ধমূল হইল ।
প্রাণানুশ্রাবিক মঠধারী সন্ন্যাসিগণ সকলেই স্ব-
স্বাধিকারভুক্ত হইল এবং দৈনিক প্রার্থনা-পুস্তক
ইংরাজী ভাষায় প্রস্তুত হইল । কিন্তু রাজা অপ্রাপ্ত-
বয়সেই মৃত্যুবরণ করিলেন । ‘ডিউক অব সাসেক্স’ নামা প্রসিদ্ধ
ভূম্যধিকারী রাজারি প্রতিভূ হইয়া একাল পর্যন্ত
রাজকাৰ্য্য নির্বাহ করিতেছিলেন । অনন্তর ‘আল-
ব ওয়ারিক্’ নামা একজন দুৰাকাজ্ঞ ভূম্যধিকারী
এই রাজপ্রতিভুর প্রাণ বধ করিয়া স্বয়ং সর্ব-
কর্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন । ‘ওয়ারিক্’ সৎলোক ছিলেন

না। তিনি রাজাসনেরও প্রতি লোভ করিয়া আপন পুত্র ‘গিলফোর্ড ডব্লিউ’ সহিত নানা গুণবতী ‘জেন্থের’ বিবাহ সম্পাদন করিলেন। এই জেন্থে ইংলণ্ডের রাজ বংশীয়া ছিলেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, সপ্তম হনরীর জ্যেষ্ঠাকন্যা মার্গারেটের সহিত স্কটলণ্ডরাজ চতুর্থ জেম্সের পরিণয় হয়। তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা মেরীর সহিত ক্রাস রাজের বিবাহ হইয়াছিল। এই মেরীর দুই কন্যা হয়। তাহারই এক কন্যার গর্ভে, জেন্থে জন্ম গ্রহণ করেন। অষ্টম হনরীর সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পতি স্কটলণ্ডের রাজা যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। হনরী সেই ক্রোধে আপন মৃত্যুকালে এইরূপ ‘উইল্’ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর যষ্ঠ এডওয়ার্ড ও ত্রুপরে তাঁহার প্রথমা রাজ্ঞী কাথারীনের গর্ভজাতা মেরী ও তাহার পর আনারুলিনের কন্যা ‘এলিজাবেথ’ রাজ্যাধিকারিণী হইবেন; আর ইহারা যদি সকলেই নিঃসন্তান হইয়া লোকান্তর গমন করেন, তবে জ্যেষ্ঠা ভগিনী মার্গারেটের বংশ অধিকারী না হইয়া দ্বিতীয়া ভগিনীর বংশীয়গণ রাজাসন প্রাপ্ত হইবেন। ওয়ারিক, এডওয়ার্ডকে আর একটি উইল করাইলেন। তদ্বারা রাজার এইরূপ অভিমত ব্যক্ত হইল যে, তাঁহার নৈমাত্রেয় ভগিনীদ্বয় কেহই রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না। জেন্থেই তাঁহার রাজ্যাধিকারিণী হইবেন। অম্পরয়স্ক

রাজা এইরূপ উইল করিয়া অত্যপকাল মধ্যেই লোকিকী লীলা সম্বরণ করিলেন। তখন ওয়ারিক আপন পুত্রবধূকে সিংহাসনাধিকৃত্য করিয়া আপন অতীষ্ট সিদ্ধ করিলেন। জেন্সে অতি স্মৃশীলা ও সন্ধিয়াবতী ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল না যে, অন্যায় করিয়া রাজাসন গ্রহণ করেন। কিন্তু বন্ধুবর্গের অনুরোধে তাঁহাকে রাজ্যভার গ্রহণে সম্মত হইতে হইয়াছিল।

কিন্তু উইকে ঐ তার অধিক কাল বহন করিতে হয় নাই। অষ্টম হন্রীর জ্যেষ্ঠা কন্যা মেরী আপন পক্ষীয় জনগণ সমতিব্যাহারে লণ্ডনের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। পথিনধ্যে তাঁহার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ওয়ারিকের দল দিনে ক্ষীণ হইয়া পড়িল। অবশেষে তিনি পুত্র ও পুত্রবধূ সমেত মেরীর হস্তগত হইলেন। মেরী, উইদিগের সকলকেই ক্রমে বিনাশ করিলেন। তিনি রোগান কাথলিক ধর্মাবলম্বিনী ছিলেন। অতএব প্রটেষ্ট্যান্ট মতাবলম্বী পরম সাধুগণকেও অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া নষ্ট করিতে লাগিলেন। ছপার, লাটিনর, রিডলী, ক্রান্‌মর প্রভৃতি মহোদয়েরা এইরূপে বিনষ্ট হইলেন। মেরী আপনি যেমন গোঁড়া কাথলিক ছিলেন, তেমনি গোঁড়া কাথলিক স্পেইনরাজ দ্বিতীয় কিলিপকে বিবাহ করেন। কিলিপ, উইকে কিছুমাত্র

* ইনি পঞ্চম চার্লসের পুত্র ছিলেন। উক্ত সম্রাট ইংল্যান্ড

স্নেহ বা সন্ত্রম করিতেন না; কিন্তু মেরী কিলিপের জন্য একান্ত উদ্বিগ্নমনা হইতেন । কিলিপের সহিত ক্রাজ রাজের* যুদ্ধ হয় । মেরীও সেই যুদ্ধে আপন স্বামীর পোষকতা করিতে যান । তাহাতে ফরাসীরা কালিস নগর অধিকার করিয়া লয় । এই নগর তৃতীয় এডওয়ার্ডের সময় পর্য্যন্ত ইংরাজদিগের অধিকৃত ছিল । এক্ষণে তাহা হস্তবাহির্ভূত হওয়াতে সকলেই মনে২ মহা দুঃখিত হইল । মেরী স্বয়ং বলিয়াছিলেন, কালিস নগরের নাম আমার হৃদয়ে ক্ষোদিত হইয়া গিয়াছে, আমার মৃত্যুর পর যদি কেহ বুক চিরিয়া দেখে, তবে ঐ নাম অঙ্কিত রহিয়াছে, দেখিতে পাইবে । মেরীর মৃত্যু হইলে তাঁহার টেম্‌জেরা ভগিনী এলিজাবেথ ইংলণ্ডের রাজ্ঞী হইলেন । ইনি প্রটেক্ট্যান্ট মতাবলম্বিনী ছিলেন; অতএব মেরীর প্রবর্তিত রোমান্ কাথলিক ধর্মের পুনর্ব্বার উচ্ছেদ হইল । এলিজাবেথ অতি বৈচক্ষণ্য সহকারে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন । তাঁহার মন্ত্রিবর্গ বলিওয়া-লসিংহাম, বেকন্ প্রভৃতি মহোদয়গণ অতি উৎকৃষ্ট রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন; অতএব ইংলণ্ড দেশ এই সময়ে অতি প্রবল ও বিভবশালী হইয়া উঠিয়াছিল ।

রাজ্ঞী এবং তাঁহার মন্ত্রিবর্গ তাদৃশ বিচক্ষণ

হস্তে রাজ্য ভার ন্যর্পণ করিয়া স্বয়ং বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইলেন ।

* দ্বিতীয় হনরী ।

না। হইলে ইংরেজের। এই সময়ের বিপদ সমূহ উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন না। প্রথমতঃ রোমান-কাথলিক রাজগণ প্রায় সকলেই এলিজাবেথের ঘৃণা করিতেন। পোপ ও উইসকে বাস্তবিক রাজ্যাধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করেন নাই। আর স্কটল্যান্ডের রাজ্য মেরীও আপনাকে ইংল্যান্ডের প্রকৃত অধীশ্বরী বলিয়া প্রকাশ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। এই মেরী সপ্তম হনরীর কন্যা মার্গারেটের পৌত্রী ছিলেন।

কিন্তু মেরীর নিকসুদ্বিতা এবং কালের গতিকে ঐ মেরীকে অত্যন্ত কাল মধ্যেই এলিজাবেথের করকবলিত হইতে হইল। তাহার রাজ্যে “যন্থনক্স” নামে একজন রাজক অভিনব প্রটেষ্টান্ট ধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন; অনেকেই সেই মত বলষী হইল। কিন্তু মেরী স্বয়ং রোমানকাথলিক ছিলেন। অতএব ইংল্যান্ডে যেন রাজার সাহায্যে প্রটেষ্টান্ট মত প্রবর্তিত হইয়াছিল স্কটল্যান্ডে তাহা হইতে পারিল না। প্রথমতঃ প্রজাসাধারণের মধ্যেই নূতন মত পরিবর্তিত হইয়া থাকে। ‘ছোট লোক’ মাত্রই যে মত গ্রহণ করে, তাহাতে একেবারে উন্নত হইয়া উঠে। স্কটল্যান্ডে এইরূপ হওয়াতে পূর্ব ধর্মের প্রতি সাতিশয় ঘৃণা, ঘৃণা এবং বিরোধ প্রবল হইয়া উঠিল। মেরী তৎকর্তৃক নিতান্ত উৎ

ভ্যাক্স হইয়া উঠিলেন। তাঁহার প্রজারা উহার ভয়ে গোপনে২ এলিজাবেথের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিল। পরিশেষে মেরী একদা যুদ্ধে হারিয়া ইংলণ্ডে পলাইয়া আসিলেন। তাঁহার মনে২ বড় আশা ছিল যে, এলিজাবেথ সহায়তা করিবেন, কিন্তু তাহা হইল না। মেরী ইংলণ্ডে কোন উপ-
 দুর্গমধ্যে নিরুদ্ধ হইয়া থাকিলেন। তখন তিনি কি করেন, আপন উদ্ধারার্থে যত্নবতী হইয়া এলিজাবেথের বিরুদ্ধে যে সকল ষড়যন্ত্র হইতেছিল, তাহাতে সম্মতি প্রদান করিতে লাগিলেন। সেই সকল ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িল—মেরীর নামে অভিযোগ হইল—তাঁহার দোষ প্রমাণ হইল এবং তিনি যাতক দ্বারা নিহত হইলেন। ইহার পর আর এক ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। স্পেইন দেশের রাজা ‘দ্বিতীয় ফিলিপ’ যিনি ইংলণ্ডের পূর্ব-
 রাজ্ঞী মেরীকে বিবাহ করেন, তিনি ইংলণ্ড দেশ অধিকার করিবার বাসনায় অতি প্রকাণ্ড২ রকপোত প্রস্তুত করিয়া ঐ দেশ আক্রমণ করিলেন। ফিলিপের তৎকালিক বিভবের পরিসীমা ছিল না। স্পেইন, পোর্টুগাল, বেলজিয়ম এবং হলণ্ড, এই চারিটি প্রবল ইউরোপীয় জনপদ তাঁহার অধীন। আমেরিকার মধ্যে মেক্সিকো, পেরু, চিলি, ব্রেজিল প্রভৃতি সুবর্ণ-প্রসবা ভূমি সকল তাঁহার অধিকৃত—
 এবং আসিয়া খণ্ডে ফিলিপাইন পুঞ্জ প্রভৃতি অনেক

দ্বীপমালা তাহার রাজ্যের অন্তর্গত । এতাবৎ সমুদায় দেশের একাধিপতি রাজা যথাসাধ্য বড় করিয়া রণ-পোত ও সৈন্য সমাবেশ করত, ক্ষুদ্র ইংলণ্ড দ্বীপের প্রতি প্রেরণ করিলেন । সকলেই সশঙ্ক হইল । ইউরোপের রাজা প্রজা সকলেই ঐ সৈন্য সমাবেশের প্রতি বদ্ধদৃষ্টি হইয়া পরিশেষে কি হয়, এই ভাবিতে লাগিল । যদি ফিলিপ জয় লাভ করেন তবে ক্যাথলিক ধর্মের নিশ্চয় জয়লাভ হয় ; যদি তিনি হারেন তাহা হইলেই প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মের রক্ষা হয় ।

এলিজাবেথ আপন প্রজা সাধারণকে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন । তাহাদিগের মধ্যে তাহার নাবিকতার বিশেষ পটু হইয়াছিল, তাহার অর্ণব পোতে আরোহণ করিল এবং সকলেই অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া আপনাদিগের ধন, ধর্ম ও স্বাধীনতার রক্ষার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিল । স্পেইনের রণপোত সমস্ত অর্কচক্রাকৃতি হইয়া ইংলণ্ডের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিল । তৎক্ষণাৎ ইংলণ্ডীয় রণপোত সমস্ত উহাদিগের প্রতি আক্রমণ করিল । কিন্তু সম্মুখ-সংগ্রামে প্রস্তুত হইতে না পারিয়া মধ্যে আক্রমণ এবং পুনর্ব্যার শীঘ্র পলায়ন করত সাবধানতা পূর্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল । স্পেইনীয়েরা এইরূপ আক্রমণে নিতান্ত ক্ষতিবিস্তৃত এবং উত্তোক্ত হইয়া উঠিল । এমত সময়ে ভয়ঙ্কর ঝড়বায়ু উপস্থিত হওয়াতে, ঐ সকল রণ-পোত

আর কোন কার্যকারী হইল না। অনেকেই নষ্ট হইল। কঁতকগুলি ইংরেজদিগের হস্তগত হইল। এবং অত্যম্পন্নাত্র অবশিষ্ট ভাগ রুটন-দ্বীপ সমুদায় প্রদক্ষিণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল। এই অবধি স্পেইনের প্রাক্তর্ভাব হ্রাস হইতে লাগিল এবং ইংরেজেরা দিনে বর্দ্ধিত বল হইতে লাগিলেন। এলিজাবেথের সকল শত্রুই এইরূপে পরাজিত হইল। কিন্তু তাঁহার পূর্কগত রাজাদিগের অন্যায়চরণে যে একটি শত্রু জন্মিয়াছিল, তাহার দমন এমত সহজে সম্পন্ন হয় নাই।

পূর্ক কথিত হইয়াছে যে, আরলণ্ড দ্বীপ দ্বিতীয় হনরীর রাজ্যকালে ইংলণ্ডের অধীন হয়। কিন্তু এপর্যন্ত ঐ দ্বীপ ইংরাজদিগের সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হয় নাই। তথাকার দুম্যধিকারিকুলপতিগণ অনেকানেক বিষয়ে যথেষ্ট ব্যবহার করিতেন। আর গোপনেই ইংরাজদিগকে নষ্ট করিতে পারিলে কখনই তাহার ক্রটি করিতেন না। এইরূপ ঘটিবার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে, প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইংরাজেরা কখনই তাঁহাদের আরলণ্ডীয় প্রজাগণকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন নাই—আপনারা উহাদিগের ভাষা শিখেন নাই—আর উহাদিগকেও আপনাদিগের ভাষা শিখিতে দেন নাই। আই-রিশ জাতীয় লোক হইলেই অবজ্ঞার পাত্র হইত—

আর যে কোন প্রকারে হউক উহাদিগকে নিষ্পীড়ন করিয়া অর্থ-সংগ্রহ করিতে পারিলেই আপনাদিগকে নিশ্চিন্ত হইতেন। বিশেষতঃ ইংরেজ ভূম্যধিকারিগণ প্রায় কখনই আপনাদের আয়র্লণ্ডস্থিত অধিকারে গমন করিতেন না। নায়েব এবং গোমস্তা দ্বারা প্রজাদিগের নিকট কর আদায় করিতেন। ঐ সকল লোক কখনই প্রজা পীড়ন করিতে ক্রটি করে না। এইরূপে ক্রমে আইরিশ এবং ইংরাজ এই দুই জাতির পরস্পর সম্মিলন হওয়া দূরে থাকুক, পরস্পর দৃঢ়তর বিদ্বেষ ভাব জন্মিয়াছিল। ইংরেজেরা গর্কিত, নিষ্ঠুর এবং সাহসিক হইয়া আইরিশদিগকে পীড়া দিতেন। আয়র্লণ্ডীয়েরা ভীত, চতুর, এবং নৃশংস হইয়া চৌর্য্য দ্বারা ইংরেজদিগের যথাসাধ্য অপকারে প্ররত্ত হইত। বহুকালাবধি এইরূপ হইয়া আসিতেছিল, এমনত সময়ে ইংরেজেরা প্রেটেক্টান্ট ধর্ম পরিগ্রহ পূর্বক আয়র্লণ্ডে ঐ ধর্ম প্রচারের নিমিত্ত উপক্রম করিলেন। আইরিশেরা অনেকেই নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইল। ইংরেজেরা বল প্রকাশ পূর্বক আপনাদিগের অভিনব ধর্ম প্রচার করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বল প্রকাশ এবং অযথা ব্যবহার দ্বারা কখন কোন নূতন ধর্ম প্রবর্তিত হয় না। যে হেতু ইহা সহজেই বোধ হয় যে, ব্যক্তি অন্যায়চরণ করিতে পারে তাহার ধর্ম কখনই

বিশুদ্ধ হইতে পারে না। ধর্ম প্রবর্তয়িতাদিগের কোন প্রধান দোষ থাকিলে তাহাদের ধর্ম অবশ্যই জনগণের অগ্রাহ্য হয়। যাহাহউক, আইরিশ লোক সকল বিরক্ত হইয়া উঠিল। ‘আর্ল অব টাইরোন’ নামা একব্যক্তি রাজ উপাধি গ্রহণ করিয়া ইং-রাজদিগের সহিত অবিরত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আরলণ্ডের শাসন কর্তা কেহই ঐ টাইরোনকে শাসিত করিতে পারিলেন না। পরিশেষে এলিজাবেথের অতি প্রিয়তন আর্ল অব এসেক্স নামা কোন যুবা পুরুষ স্বয়ং ঐ কর্ম গ্রহণ করিয়া আরলণ্ড গমন করিলেন। কিছু তিনিও অকিঞ্চিৎ কর হইলেন। এলিজাবেথ তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাকে কক্ষচ্যুত করেন নাই। এসেক্স আপন দোষ কালগাতি প্রায়ের রাজ্ঞীর নিকটে আসিবার প্রার্থনা বিজ্ঞাপন করিলেন মহারাজ্ঞী তাহাকে নিবারণ করিয়া স্বকারণেই স্থির হইয়া থাকিতে বলিলেন। এসেক্স চিরকাল রাজ্ঞীর নিকট থাকিয়া প্রশ্রয় পাইয়া নিতান্ত অবাধ্য হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ তাহার বয়স্ অল্প এবং স্বভাব উদ্ধত ছিল। অতএব তিনি ঐ নিবারণ অমান্য করিয়া লগুনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজ্ঞী তাহাতে অতিশয় বিরক্ত হইয়াও এইমাত্র কহিয়া পাঠাইলেন যে, তুমি সম্প্রতি আমার নিকট আসিওনা আপন গৃহে স্থির হইয়া থাক। হতভাগ্য

এসেক্স পুনর্ব্বার রাজ্যীয় বাক্য অব্যাহত করিয়া
মনে এই স্থির করিলেন যে লণ্ডনের নাগরিকেরা আ-
নাকে সত্যি শয় স্নেহ করে, অতএব আমি তাহাদিগকে
আহ্বান করিলে অবশ্যই আমার পৃষ্ঠপূরক হইবে।
এবং আমি তাহাদিগের সাহায্যে অনায়াসেই
রাজ্যকে হস্তগত করিতে পারিব, তাহা হইলে
শত্রুপক্ষীয়েরা আর আমার প্রতি মহারানীর ক্রোধ
জন্মাইয়া দিতে পারিবে না। তিনি অবশ্যই ক্ষমা
করিবেন। এসেক্স জানিতেন না যে, তাঁহার প্রতি
নাগরিকদিগের যে অনুরাগ তাহা রাজ্যীয় অনুরাগ
হইতেই জন্মিয়াছে। রাজ্যীয় প্রীতি হ্রাস হইলে আর
উহার বিন্দুমাত্রও দৃঢ় হইবেক না। কলতঃ তাহাই
হইল। তিনি রাস্তায় চীৎকার করিয়া বেড়াই-
লেন। কিন্তু কেহই তাঁহার অনুগামী হইল না।
লাভের মধ্যে তিনি স্পষ্টই রাজবিশ্বাসী হইয়া উ-
ঠিলেন। তাঁহাকে কারাবন্দী হইতে হইল। এবং
তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত হইয়া বিচারান্তে
শিরশ্ছেদনের অনুগতি হইল। এলিজাবেথ, এসেক্স-
দের প্রতি সত্যি শয় স্নেহ করিতেন। কোন
সময়ে তিনি তাঁহাকে আপন হস্তাঙ্গুরীয় সম-
র্পণ করিয়া এই বলিয়া দিয়াছিলেন যে, যদি
কখন তোমার কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তবে এই
অঙ্গুরীয় প্রেরণ করিবা নাত্র আমি তোমাকে অব-
শ্যই বিপদ হইতে মুক্ত করিব। এসেক্সের প্রতি

আগ-দণ্ডের অনুমতি প্রদান হইলে, তিনি ঐ অঙ্গুরীসী 'ডচেস অব নটিংহাম' নামী কোন স্ত্রীলোকের দ্বারা রাজ্যের নিকটে প্রেরণ করেন। কিন্তু ঐ স্ত্রীলোক আগুন স্বামীর অনুরোধে রাজ্যের নিকট অঙ্গুরীর প্রদান করিলেন না। সুতরাং এসেক্সের আগুনও হইয়া গেল। কিন্তু এলিজাবেথ সেই অবধি আর এক দিনও সুখী হইতে পারেন নাই। কেহ আর তাঁহার মুখে হাসি দেখিতে পান নাই। বাহা ইউক, কিছু কাল পরে যখন ঐ ডচেস অব নটিংহাম স্বয়ং পীড়িত হইয়া মৃত প্রায় হইলেন, তখন এসেক্স সম্রাজ্ঞীর নিজ দৃষ্টিতে মরণ হওয়াতে তিনি রাজ্যের নিকট আগুন সমুদায় দোষ ব্যক্তকরত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ্যী তৎপ্রবণ মাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া ঐ পীড়িত স্ত্রীলোকের গলা টিপিয়া বলিলেন "তোকে আবার ক্ষমা করিব—ঈশ্বর ক্ষমা করেন কখন—আমি পারিব না" 'এলিজাবেথ' ইহার পর কতিপয় দিবস অনশনে যাপন করিয়া পরে লোকান্তর গমন করিলেন।

এলিজাবেথের রাজ্যকাল ইংলণ্ডের ইতিহাস মধ্যে অতিশয় প্রসিদ্ধ। কারণ, বর্তমান ইংরাজ জাতির যে বিধরে প্রাধান্য দৃষ্ট হইতেছে, এই সময়ে তৎসমুদায়েরই মূলপত্তন হয়। ইংরাজেরা নাবিকতার অদ্বিতীয় হইয়াছেন, ঐ সময়ে ড্রেক, কাবোটিস্ প্রভৃতি নাবিক গণ পৃথিবী বেষ্টিত করি-

রা আইসেন । এক্ষণে সামুদ্রিক যুদ্ধেও ইংরেজেরা অধিতীয়, এই সময়ে স্পেনীয় রণগোত সকল ইং-
রাজদিগের কর্তৃক পরাস্ত হইয়াছে । ইংরাজদিগের
উপনিবেশ এক্ষণে যত বিস্তৃত আর কাহাদিগের
ও বৈদেশিক অধিকার তত বিস্তৃত নহে, ইহারই
রাজ্যকালে আমেরিকায় বর্জিনিয়া প্রদেশে সার-
এন্টের রালে কর্তৃক প্রথম ইংলণ্ডীয় উপনিবেশ
সংস্থাপিত হয়, কসিয়ার সহিত বাণিজ্য বিস্তৃত
হয় এবং ভাতবর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির
প্রথম সূত্র পাত হয় । ইংরাজদিগের যন্ত্র-প্রস্তুত-
পনাভ্যন্তর যেন অধিক ও উত্তম, আর কাহাদিগেরও
তত অধিক ও উত্তম হয় না, এই সময়েই সে-
কিল্ড এবং বন্নিংহাম নগরে ছুরি কাঁচি প্র-
ভৃতি ও নাঞ্চফোর্ড নগরের কার্পাস নিম্নিত
বস্ত্রের গৌরব প্রকাশিত হয় । অধুনা, ইংলণ্ডীয়
কাব্য শাস্ত্রের গৌরব যদিও অন্যসকল ভাষার
অপেক্ষা অধিক না হউক, তথাপি কাহার অ-
পেক্ষা অধিক ন্যূন নহে, এই সময়েই স্পেন্সর
সেক্সপিয়র, বেঞ্জনসন্ প্রভৃতি মহাকাব্যগণ প্রাদু-
র্ভূত হইয়াছিলেন । এক্ষণে ইংলণ্ডের মুদ্রাযন্ত্র বে-
রূপ স্বাধীন ও প্রজাদিগের পরম উপকারক এবং
সর্বোৎকৃষ্ট সাময়িক পত্রিকা সমস্ত অনুক্ষণ প্রসব
করিয়া থাকে, তেমন মুদ্রা যন্ত্র আর কোন দেশে দৃষ্ট
হয় না, এলিজাবেথের সময়েই মুদ্রাযন্ত্র প্রথম

স্থাপিত ও প্রথম সম্মাদ পত্র প্রকাশিত হয়। এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, এলিজাবেথের প্রতি ইংরাজদিগের পরম ভক্তিরও স্নেহের কারণ স্পষ্টই বোধ হইয়া থাকে।



ষষ্ঠ অধ্যায়।



[প্রথম জেম্‌স—পিউরিটান সম্মদায়—রোমান ক্যাথলিক-দিগের বড়বড়—অর্থনীতি যুদ্ধ—পার্লিয়ামেন্টের বলবৃদ্ধি—প্রথমচার্লস—আধিকৃতিক পত্রী—স্কটল্যান্ডের কংবেনাট—দ্বিতীয় পার্লিয়ামেন্ট—ক্রমওয়েল—ইউনিপেণ্ডেন্ট সম্মদায়—রাজার পুনঃপ্রত্যাপ্তি ।]

স্কট রাজ্যী মেরী ষাইকে এলিজাবেথ বধকরেন তাঁহার পুত্র ‘কর্তজেম্‌স’ স্কটল্যান্ডের রাজা হইয়াছিলেন। এলিজাবেথ অনুচরদ্বারা জীবন ব্যাপন করিয়া লোকান্তর গমন করিলে তিনিই ‘প্রথম জেম্‌স’ উপাধি গ্রহণ পূর্বক ইংলণ্ডের সিংহাসনারোহণ করিলেন। জেম্‌সের বিলম্বিত শাস্ত্রবিদ্যা ছিল, কোটিল্যও ছিল, কিন্তু সকল বিদ্যার কার্য পদার্থে যে জ্ঞান, তাহা কিছুমাত্র ছিলনা। আর

যুক্তি ও সরল বা উদার ছিল না। তিনি আপনাকে অতিশয় সুবোধ জ্ঞানকরিতেন এবং সর্ব স্থলেই নিজ বুদ্ধিমত্তা দর্শাইতে চাহিতেন। বাস্তবিক তাঁহার ধীশক্তি কিছুমাত্র পরিমিতদর্শিনী ছিলনা আর তিনি ভীকর শেষ হিলেন ।

এলিজবেথের সমায়াবধি ' পিউরিটান্ ' নামে একটি নূতন খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় ইংলণ্ডে প্রাদু-
 চুত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ইহারা রোমান ক্যাথলিক ধর্মের পরম ঘৃষ্টা ছিল, এবং ইংলণ্ডে যেরূপ ধর্ম প্রণালী সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে উহাদিগের কিছুমাত্র অঙ্গাঙ্গী ছিলনা। উহারা সর্ব-
 দাই সেই ধর্মের ঘেব করিত এবং তজ্জন্য এলি-
 জবেথের বিব-দৃষ্টিতে পড়িয়া অনেক ক্লেশ পাইয়া
 ছিল। কিন্তু উহারা তাঁহার সময়ে সমধিক প্রবল
 হইতে পারে নাই। আর ঐ সময়ে উহারা রো-
 মান্ ক্যাথলিক নতাবলধীদিগের সমূহ প্রাদুভাব
 দর্শনে ভীত হইয়া মনে২ এমত নিশ্চয় করিয়াছিল
 যে, এক্ষণে প্রটেষ্ট্যান্ট নত লইয়াই টানাটানি হই-
 তেছে; যতদিন ঐ নত দৃঢ়তররূপে সংস্থাপিত না
 হয়, তাবৎ কোন অন্তর্বিবাদ দ্বারা উহাকে দুর্বল
 করা যুক্তি নিদ্ধ নহে। কলতঃ পিউরিটানেরা এ-
 লিজবেথের দ্বারা নির্ভর নিশ্চীড়িত হইয়াও সর্বদা
 সেই মহারাজ্যের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছিল। এইদল

দিনে প্রজা ইহঁরা আসিতেছিল। একনে বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বোধ হইবে যে, যে সকল লোক সহস্র চিরাগত ধর্ম-প্রণালী পরিত্যাগ পূর্বক প্রবল প্রতাপ পোপদিগকেও ভুজ্জ্ঞ জ্ঞান করিয়াছিল, তাহারা কি কখন কোন সামান্য রাজার অপ্রতিহত প্রভু স্বীকার করিতে পারে? ফলতঃ পিউরিটানেরা যেমন ধর্মবিষয়ে স্বাভাব্য অবলম্বন করিয়াছিল, তাহারা মনে রাজ্যশাসন বিষয়েও তেমন স্বাভাব্য অবলম্বন করা বিধেয় জ্ঞান করিত। রাজা যে, প্রজাদিগের উপকারার্থেই রাজশক্তি ধারণ করেন, ইহা যে তাঁহার ঔৎপত্তিক ক্ষমতা নহে, পিউরিটান মাত্রেরই এই দৃঢ় সংস্কার হইয়াছিল।

কিন্তু অপরিণামবশী জেম্‌স্, ইহার কিছুই বুঝিতেন না। রাজার মান ঈশ্বরদত্ত—রাজা যাঁহা করিবেন তাহাতে 'না' বলিলেই মহা অধর্ম হয়—তিনি কিরূপ পরামর্শ করিয়া কোন্ কর্ম করিলেন ইহার অনুসন্ধান করাতেও প্রজাদিগের পক্ষে মহাদোষ—এই সকল অর্থাত্তিক মতের পোষকতার তিনি সর্বদা বাগাড়ম্বর করিতেন। বুদ্ধিমান মূপালগণ সকল স্থলে অন্যায়চরণ করেন, সেই সকল কর্ম যে, প্রজাকুলের উপকারের নিমিত্তই করিতেছেন, কৌশল পূর্বক এমত করিয়া দেখান; কিন্তু জেম্‌স তাহার ঠিক বিপরীত ব্যবহারই করিতেন। প্রজার উপকার করা তাঁহার

কর্তব্য, অতএব করিতেছেন, কদাপি এরূপ প্রকাশ করিতেন না । ‘আমার ইচ্ছাহইল অতএব করি-
লাম—আমার কর্তব্য বলিয়া করিলাম এমন নহে,—
তিনি এইরূপ অভিপ্রায়ই অনুক্ষণ প্রকাশ করিতেন ।

যাহাহউক, একে জেগুসের বুদ্ধিশুদ্ধি এইরূপ ;
তাৎপৰ্য্যত আবার যে কাল উপস্থিত তাহাতে অতি
বিচক্ষণ শাসনকর্তাদিগেরও পদে২ ভ্রম এবং বি-
পদ ঘটবার সম্ভাবনা । পিউরিটান্ দল দিনে২
প্রবল হইতেছে—পার্লিয়ামেন্টে সভার সদস্যগণ
অনুক্ষণ রাজার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া রহি-
য়াছে—স্কটলও হইতে দলে২ লোক* সকল আ-
সিয়া রাজ কন্মের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছে—
ইংরেজেরা, উহাদিগকে কোন কন্ম কার্যে নিযুক্ত
করিলেই মহাবিরক্ত হইয়া উঠিতেছে—আর রোমান
ক্যাথলিকেরা মনে২ ভাবিতেছে, যে জেগুস স্কট
রাজ্যে মেরীর পুত্র, অতএব অবশ্যই তাঁহার মা-
তার স্বধর্মাবলম্বী বলিয়া আমাদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ
অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন ।

যখন রোমান ক্যাথলিকেরা দেখিল, জেগুস তা-
হাদিগের কোন উপকারই করিলেন না, তখন তা-
হার মহাকুপিত হইয়া একটি সুদাক্ষণ মন্ত্রণাবধারণ
করিল । পার্লিয়ামেন্টে সভার সভ্যগণ যে গৃহেমিলিত
হইতেন তাহার নীচের কুঠরী-গুলি ভাঙালিয়া
তাহাতে বাকদ পূর্ণকরিল এবং যে দিন সন্নি-

বর্গ রাজা ঐ সভায় আসিবেন, সেই দিন উহাতে অগ্নিপ্রদান করিয়া একেবারে সকলের প্রাণ বিনাশ করিবে এই নিশ্চয় করিয়া রহিল। কিন্তু ঘটনা ক্রমে ইহা পূর্বেরই প্রকাশ হইয়া পড়াতে সকলে রক্ষা পাইলেন। ১২০৫ খৃঃ

জেম্‌স্‌ যমদগুণ্ডে পণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি ডেনমার্ক রাজত্বের পানিগ্রহণ করেন এবং তাহাতে দুইপুত্র এবং এক কন্যা হয়। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র পিতা বর্তমানেই লোকান্তর ^{১২২১ খৃঃ} গমন করেন। দ্বিতীয় পুত্র চার্লস্‌ প্রধান মন্ত্রী 'বকিংহামের' পরামর্শে ছদ্মবেশে স্পেইনে গিয়াছিলেন। স্পেইনর জাতনয়ার সহিত তাঁহার উদ্ধাহ সম্বন্ধের প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু নির্কোষ বকিংহামের দোষে সেই বিবাহ ঘটির উঠিল না। চার্লস্‌, ফ্রান্স রাজকন্যার ^{এলিজাবেথ} পানিগ্রহণ করিলেন। জেম্‌সের কন্যার সহিত জার্মানির অন্তর্গত 'পালটি-নেট' প্রদেশাবিকারীর ^{১২২১ খৃঃ} বিবাহ হয়। ইনি অস্ত্রিয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র-

এই যুদ্ধের হেতু এই যে, বোহিমিয়া প্রদেশবাসীরা এটেফাণ্ট বৃত্ত গ্রহণ করিতে অস্ত্রিয়ার সম্রাট তাহাদিগের প্রতি সমূহ অত্যাচার করেন। তাহাতে বোহিমীয়রা ইংলণ্ডরাজ জেম্‌সের আশতাকে আপনাদিগের রাজা বলিয়া স্বীকার করে। জেম্‌স্‌ আপন আশতার আর ইংরেজেরা স্বধর্মাবলম্বী এটেফাণ্টদিগের সাহায্যার্থে এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

ধারণ করিয়া রাজ্য-ভ্রম্ভ হইয়াছিলেন। যাহাহউক, ইংল্যান্ডের বংশ হইতেই বর্তমান ‘ব্রান্সিক্’ রাজবংশের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব ইংল্যান্ডকে স্বরণ করিয়া রাখা কর্তব্য। জেম্‌সের সহিত পার্লিয়ামেন্টের সর্কদা যে বিবান পরম্পরা চলিতেছিল, তাহাতে জেম্‌স, যুদ্ধে যাহা বলুন কিন্তু কার্যো অনেক স্থলেই পার্লিয়ামেন্টের কথা শুনিয়া চলিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে রাজাদিগের ‘পর্বেরাস’ নামক একটা অনুচিত ক্ষমতা ছিল। সেই ক্ষমতানুসারে রাজার লোকে প্রজাদিগের স্থানে খাদ্য সামগ্রী গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের যথেষ্ট মূল্যদায়ী উহাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিত। জেম্‌সকে এই ক্ষমতা পরিহার করিতে হয়। রাজাদিগের আর একটা ক্ষমতা ছিল, তদ্বারা উহার জবাবিশেষের বাণিজ্য সর্ব সাধারণের প্রতি নিবারিত করিয়া আপনাদিগের স্বৈচ্ছানুসারে কোনও ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিতে পারিতেন। পার্লিয়ামেন্টের অনুরোধে এইরূপ একচেটিয়া করিবার শক্তিও রাজাকে ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। আর এক সময়ে রাজার অর্থ প্রয়োজন হইলে পার্লিয়ামেন্টে সদস্যগণ বলিয়া বসিলেন আমাদিগের এই দুঃখ নোচন না করিলে আমরা কর প্রদানে সম্মত হইব না। জেম্‌স বিরক্ত হইয়া সেই পার্লিয়ামেন্ট সভা ভাঙ্গিয়া দিলেন। কিন্তু পরিশেষে পার্লিয়ামেন্টের প্রতিজ্ঞাই রক্ষা হইল।

লোকে কথায় বলে উঠন্ত মূল পাতনেই চিনা যায়। পার্লামেন্ট-সভার এই সকল উপক্রম দেখিয়া তৎকালে ইংলণ্ডীয় প্রজাগণের মনে স্বাধীন হইবার ইচ্ছা যে অতিশয় প্রবল হইয়াছিল তাহা জে-ম্মের বুঝা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তাহা বুঝিলেন না। রাজা হইলেই ঈশ্বরের প্রতিভু হয় স্মরণ্য ঈশ্বরাজ্য। লঙ্ঘনেও যেমন দোষ আর রাজ্য্য লঙ্ঘনেও সেইরূপ দোষ, এই নিশ্চয় করিয়া তিনি জীবন যাপন করিলেন -এত দেখিয়া শুনিয়াও তাঁহার প্রকৃত জ্ঞান জন্মিল না। তাঁহার পুত্র প্রথম চার্লস রাজা হইয়া পিতার মতানুবর্তী হইয়া চলিলেন। তাঁহার সহিত পার্লামেন্টের নিরন্তর বিবাদ চলিতে লাগিল। চার্লস দেখিলেন যে, পার্লামেন্টের স্থানে টাকা পাওয়া ভার হইয়া উঠিল। অথচ তখন স্পেইনও ফ্রান্স দুই রাজ্যের সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল; টাকা না হইলেও নয়। অতএব বহু-পূর্ব কালে কোন রাজা যেমন স্বেচ্ছাতঃ কোন প্রকার করদান করিতেন, উনিও সেইরূপ করিতে আরম্ভ করিলেন। পার্লামেন্টের বিলক্ষণ গোধ হইল যে, রাজা

#রাজমন্ত্রী বকিংহামের দোষেই এই দুই যুদ্ধ উপস্থিত হয়। তিনিই স্পেইন রাজদুহিতার সহিত চার্লসের বিবাহের প্রতিবন্ধক হন এবং ফ্রান্সরাজ মন্ত্রী কার্ডিনাল রিশলুর প্রতি বিরক্ত হইয়া ফ্রান্সের সহিত অকারণ যুদ্ধ উপস্থিত করেন।

যদি স্বয়ং অর্থসংগ্রহ করিতে পারেন তবে, ইংল-
ণ্ডের স্বাধীনতার শেষ হইবে । এই ভাবিয়া তাহার
১৩২৮ খৃষ্টাব্দে, পিটিসন্ অব রাইট্, নামক একলিপি
প্রস্তুত করিল এবং অনেক যত্নে রাজাকে ঐ লি-
পিতে স্বাক্ষর করাইল । এই লিপি ইংরাজদি-
গের দ্বিতীয় নাগাচার্টা বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য ।
কিন্তু রাজা এই লিপি দ্বারা যাহা স্বীকার করি-
লেন, সেই সকল অঙ্গীকার প্রতিপালন করিলেন
না । পুনর্বার নূতন প্রকার কর অবধারণ করিয়া
পার্লিয়ামেন্টের সম্মতি ব্যতিরেকে সেই সকল করা-
দান করিতে লাগিলেন । ঐ সময়ে ‘ম্যারচেবর’
এবং ‘হাইকমিসন্’ নামে দুইটা ধর্ম্মাধিকরণ ছিল ।
তথাকার বিচারকর্ভূগণ রাজার নিতান্ত অধীন
হিলেন । তাঁহার সকল মোকদ্দমাতেই রাজার
পক্ষ-পাতী হইয়া বিচার করিতেন । সুতরাং
শত ব্যক্তি উইন্ডিগের দ্বারা অর্থদণ্ড এবং শরীর
দণ্ডে দণ্ডিত হইত । বিশেষতঃ ‘হাম্পডেন’
নামা এক ভদ্র বংশীয় ব্যক্তি রাজ-গৃহীত অন্যায্য
কর প্রদানে অসম্মত হওয়াতে কারাগারে নীত
হইলে, তিনি স্পষ্টই দেখাইলেন যে, ইংল-
ণ্ডের আইন অনুসারে রাজার তাদৃশ কর গ্রহণে
সামর্থ্য নাই । তিনি কারাকুদ্ধ হইলেন বটে,
কিন্তু সেই অবধি সর্বসাধারণে বিলক্ষণ প্র-
তীতি হইল যে, রাজা নানা প্রকার অত্যাচার

করিতেছেন এবং তাঁহার দমন হইয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে । ইংল ও এইরূপ ; স্কটলণ্ডে ইহা অপেক্ষাও অধিক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল । পূর্বেই বলাগিয়াছে যে, স্কটলণ্ডে বেরুপ ধর্ম-সংশোধন হয় তাহাতে রোমানক্যাথলিকদিগের আচার ব্যবহার একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল । ইংলণ্ডে মেরুপ হয় নাই । ইংলণ্ডের ধর্ম-প্রণালী যদিও প্রকৃত সমুদায় বিষয়ে সর্বতোভাবে প্রটেষ্ট্যান্ট মতানুযায়ী হইয়াছিল বটে; কিন্তু অনেকানেক আচার রোমান ক্যাথলিকদিগেরই সদৃশ ছিল । বিশেষতঃ ইংলণ্ডে আর্চবিশপ প্রভৃতি ধর্ম শাস্ত্র ও উপদেষ্টগণরাজার দ্বারা স্বত্ব কার্যে নিযুক্ত হইতেন; স্কটলণ্ডে ঐরূপ হইত না । কিন্তু জেমস এবং তাঁহার পুত্র, উইলীয়া উভয়েই দেখিয়াছিলেন যে, রাজকগণ রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হইলে যেমন রাজহস্তিপরায়েন হন এবং প্রজা সাধারণকে সেইরূপ হইতে শিখান, জনসাধারণ দ্বারা নিযুক্ত রাজকবর্গ কদাচিৎ তেমন হয়েন না । এই ভাবিয়া উইলীয়া উভয়েই ইংলণ্ডের ধর্ম-প্রণালী স্কটলণ্ডেও প্রবৃত্ত করণার্থে সম্যক চেষ্টা করেন । স্কটলণ্ডদেশীয়েরা ইহাতে সান্তিশয় প্রাপ্ত হইয়া, সকলে ঐকমত্যাবলম্বন পূর্বক একটা লিপি প্রস্তুত করিল এবং যুদ্ধ করিয়াও যদি রাজাকে নিরস্ত করিতে হয় তাহাও করিতে স্বীকার করিয়া

অধিকাংশ লোকেই ঐ লিপিতে স্বাক্ষর করিল । ঐ স্বীকৃতিপত্রীর নাম ‘কবেনাণ্ট’ অতএব বাহারী উহাতে স্বাক্ষর করিল তাহাদিগকে ‘কবেনাণ্টের’ বলে ।

এই কবেনাণ্টেরেরা অতি সম্বরে যুদ্ধোদ্যম করিয়া ইংলণ্ডের অভিযুখে যাত্রা করিল । চার্লস্ ইংলণ্ডীয় সৈন্য লইয়া উহাদিগের বিক্ষেপে গমন করিলেন । কিন্তু যুদ্ধ কালে আপন সৈন্যগণও বিপক্ষ পক্ষীয় হইবে, এই আশঙ্কায় তিনি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেন না । উভয় প্রতিপক্ষ দলে সন্ধি বন্ধন হইয়া, এই অবধারিত হইল যে, স্কটল্যান্ডের পার্লামেন্ট এবং “জেনেরাল্ আসেমব্লী” অর্থাৎ সাধারণ রাজক সভা, এই উভয়ের মতানুসারে তদ্দেশের ধর্ম প্রণালী নিরূপিত হইবে । চার্লস্ এই সময়ে মনে২ স্থির করিয়াছিলেন যে, বিপক্ষীয়দিগের মধ্যে গৃহ বিচ্ছেদ করাইয়া উহাদিগের মধ্যে হইতে বিশেষ ক্ষমতাসালী কতিপয় ব্যক্তিকে আপন কন্ঠে নিযুক্ত করিবেন । তাহা হইলেই শত্রুদল বশীভূত হইতে পারিবে । কিন্তু তিনি কেবল ‘মন্টরোজ’-নামা একজন প্রধান ভূম্যধিকারীকেই স্বমতানুগামী করিতে পারিলেন । অপর সকলে আপনাদিগের কবেনাণ্ট প্রতিপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া রহিল । সুতরাং রাজকদিগের সভায় এবং পার্লামেন্টেরাজার কোন অতিমতই রক্ষা পাইল না ।

পুনর্ব্বার যুদ্ধের উপক্রম হইল। চার্লস্‌ ইহার পূর্ব্ব-
 একাদশ বর্ষ মধ্যে একবারও ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামে-
 ন্টের আহ্বান করেন নাই। এইবারে অর্থের নিতান্ত
 প্রয়োজন হওয়াতে পুনর্ব্বার পার্লিয়ামেন্টকে স্মরণ
 করিতে হইল। কিন্তু পার্লিয়ামেন্ট তাহার যুদ্ধের কোন
 সাহায্য না করিয়া তিনি যে সকল অত্যাচার করিতে
 ছিলেন, তাহা লইয়াই আন্দোলন করিতে
 নাগিল। রাজা পুনর্ব্বার ঐ পার্লিয়ামেন্ট সভাভঙ্গ
 করিয়া দিলেন। কিন্তু স্কট্‌ সৈন্যে ইংলণ্ড আক্র-
 মণ করিল—উহারা একটা যুদ্ধে জয়ী হইল—রাজা
 প্রধানতঃ ভূদ্যধিকারীদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিতে
 চাহিলেন—এবং সকলের অভিমতানুসারে এই অব-
 ধারিত হইল যে, উভয়দেশের পার্লিয়ামেন্ট সভায়
 বিচার করিয়া উভয়ের ধর্ম্ম-প্রণালী এবং শাসন-প্র-
 ণালী মেলুগ হওয়া উচিত অবধারণ করুক—আর যে
 পর্য্যন্ত সকল বিবাদের নিষ্পত্তি না হয় তাবৎ কাল
 স্কট্‌ সৈন্য গণ ইংলণ্ডের রাজকোষ হইতে বেতন
 গ্রাপ্ত হইয়া সশস্ত্র থাকুক। এইবার যে, পার্লিয়ামে-
 ন্টের আহ্বান হইল তাহার নাম ‘দীর্ঘ পার্লিয়ামেন্ট’।
 ইহা নয়বৎসর কাল থাকে এবং সেই সময়ের
 মধ্যে রাজাকে অস্ত্রবলে পদাবনত করিয়া ইং-
 লণ্ডীয় প্রজাবর্গের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে স্থিরতর
 এবং বদ্ধমূল করে ও পরিশেষে আপনাদিগের
 স্ফট প্রবলতর সৈন্য-নিচয় কর্তৃক পদচ্যুত হয়।

কিন্তু এই সকল বিবরণ পরে বক্তব্য ; এক্ষণে আয়র্লণ্ডের প্রতি একেবার দৃষ্টি করা আবশ্যিক ।

এলিজাবেথের রাজ্য কালে যখন আয়র্লণ্ডে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং এসেক্স সেই বিদ্রোহ নিবারণে অসমর্থ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তাহারই অত্যাশ্চর্য্যকাল পরে ‘আর্লডব মন্টজয়’ নামক একজন প্রধান ভূম্যধিকারী আয়র্লণ্ডের শাসন কর্তৃত্বে নিযুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন । ইনি কৌশল পূর্ব্বক সকল বিদ্রোহীকেই দমন করিলেন । এলিজাবেথের জীবদ্দশাতেই আয়র্লণ্ড উপশান্ত হইল । তাহার পর প্রথম জেমস রাজা হইয়া সমুদায় আয়র্লণ্ডে ইংরাজী আইন প্রচলিত করিলেন এবং সেই অবধি ইংরেজদিগের এই পরামর্শাবধারণ হইল যে, ক্রমেই আয়র্লণ্ডের আদিম নিবাসিগণকে নষ্ট করিয়া ইংরেজ এবং স্কট প্রজা দ্বারা ঐ দ্বীপে বসতি করাইবেন । ইংরাজদিগের প্রটেক্টান্ট ধর্ম্মই আয়র্লণ্ডের রাজধর্ম্ম হইল । আইরিস্ প্রজাগণ রোমান ক্যাথলিক মতাবলম্বী হইলেও তাহাদিগের স্থানে ধর্ম্মোপদেশ প্রদানের নিমিত্ত যে কর গ্রহণ হইত তৎ সমুদায় প্রটেক্টান্ট পাদ্রীদিগকে অর্পিত হইতে লাগিল । তদ্ব্যতিরেকে রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী আইরিস্ লোক সকল কোন মতেই ইংলণ্ডের রাজ্যকে ধর্ম্মশাস্তা বলিয়া স্বীকার করিলেন । সুতরাং

তাহার। ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থানুসারে রাজকার্যের যোগ্য হইল না। আর অন্যান্য বিবিধ প্রকারেও পীড়িত হইতে লাগিল। এই সকল কারণে পুনর্বার আরলও বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। চার্লস্ আপন প্রিয় মন্ত্রী 'আর্ল অব স্ট্রাফোর্ডকে' আরলও প্রেরণ করিলেন। ইনি একজন অশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি পূর্বে পার্লিয়ামেন্টের মতানুগামী থাকেন, পরে রাজা আপন কন্মোনিষুক্ত করিয়া ইহাকে স্বপক্ষ করিয়াছিলেন। স্ট্রাফোর্ডের দোদর্দণ্ড প্রত্যাপে আরলও কিছুকাল উপশান্ত রহিল। কিন্তু তাঁহার প্রত্যাবর্তন হইলে আর গোলযোগের পরিসীমা রহিল না। আইরিস্ লোক সকল ইংরাজদিগের কর্তৃক যেমন নিশীড়িত হইয়াছিল, তেমন নির্দয় হইয়া উহাদিগের প্রতি বৈর-শুদ্ধি করিল। কলতঃ ইংরেজদিগের চেষ্ঠা একেবারে আনিম আইরিস্ লোক সকলকে নষ্ট করিয়া আপনার। ঐ দেশে বাস করেন; সুতরাং যেখানে প্রবলতরের মনে এতাদৃশ দুই অভিসন্ধি থাকে তাদৃশ স্থলে পরস্পর অত্যাচারের পরিসীমা থাকে না। প্রাণ লইয়া টানাটানি হইলে অতি ভীকও সাহসী হয়—অতি দুর্বল ও বলবানের ন্যায় কার্য্য করিতে পারে। কিন্তু চমৎকারের বিষয় এই যে, ইংরেজেরা এবং স্কটল্যান্ডবাসীরা ঐ সময়ে আপ-

নাদিগের ধর্ম এবং স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত রাজার
প্রতিকূল পক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল; কিন্তু তাঁ-
হারা এই আইরিস্‌দিগের ধর্ম এবং স্বাধীনতা
বিনাশের নিমিত্ত সর্বতোভাবে যত্নবান হইল ।
আমরাও যে দুঃখে দুখী উহারাও সেই দুঃখে
কাতর এমত ভাবিয়া কেহই আইরিস্‌দিগের
প্রতি সমদুঃখিতা প্রকাশ করিল না ।

পূর্বে যে দীর্ঘ পার্লামেন্টের উল্লেখ করা গি-
য়াছে তাহাতে কয়েকজন অতি প্রধান লোকছি-
লেন । বস্তুতঃ ঐ সময়টাতে ইংলণ্ডে অত্যন্ত
ক্ষমতা-শালী, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, পরিণামদর্শী, একা প্রতি
অনেকানেক লোক প্রাচুর্ভূত হইয়াছিলেন । তন্মধ্যে
পিগ্, হাম্পাডেন্, হলিস্, সেন্টজন, ভেন্ এবং ক্রন-
ওয়েন্ ইহারা সর্বাধিক সমধিক প্রসিদ্ধ । বাহা
হউক, ঐ পার্লামেন্টের সদস্যগণ একবৎসর মধ্যেই
ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী বাহাতে বিশুদ্ধ হয়, এমত
করিয়া তুলিলেন । কিন্তু রাজা আপন অঙ্গীকৃত
প্রতিপালনে একান্ত পরাঙ্মুখ, ইহা জানিয়া তাঁহারা
যে পর্যাণ্ড করিয়াছিলেন সেই পর্যাণ্ড করিয়াই নিরস্ত
হইতে পারিলেন না । বস্তুতঃ মনুষ্যের স্বভাবও
এমত নয় যে, একবার কোন বিষয়ে যত্নাতিশয়
করিলে সেই বিষয়ে ঠিক ন্যায়পথবর্তী হইয়া চলিতে
পারে । যে দিকে চেষ্টা করা অভ্যাস হইয়া
যায়, তাহাতে লোকে প্রায়ই ন্যায় পথ বহির্ভূত

হইয়া পড়ে। পার্লিয়ামেন্ট সভারও সেইরূপ হইল। ঐ সভা রাজার শক্তি খর্ব করণার্থ সমূহ প্রয়াস পাইয়া, যখন সেই শক্তি আগনার প্রকৃত সীমার অন্তর্ভূত হইয়া পড়িল, তখনও তাহাকে আরও খর্ব করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। রাজার প্রিয় মন্ত্রী ফ্র্যাঙ্কফোর্ডের নামে অভিযোগ হইল এবং তিনি দোষী সপ্রমাণিত হইয়া নিহত হইলেন, কান্টেরবুরীর আর্চবিশপ, যিনি প্রথমাবধি রাজার পক্ষতাবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহারও ঐ দশা হইল। সৈন্যাধিপত্য চিরকাল রাজার হস্তগত ছিল, এক্ষণে পার্লিয়ামেন্ট সেই শক্তি অপহরণের নিমিত্তও চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন আর দুইপক্ষে কোন প্রকারে এক্য হইবার উপায় রহিল না। রাজা লণ্ডন রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া ইয়র্ক নগরে গমন করত সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। পার্লিয়ামেন্টের নিয়োজিত সেনাপতিগণও সৈন্য সমাবেশ করিতে আরম্ভ করিল।

প্রায় প্রধান ২ নগর এবং বাণিজ্য-বন্দর, বিশেষতঃ ইংলণ্ডের পূর্ব্বোক্তপূর্ব্ব ভাগ হইতে, পার্লিয়ামেন্টের অধিক সৈন্য সংগৃহীত হইল। রাজার সেনা পল্লী-গ্রামস্থ ভূগ্যধিকারী ও তৎ প্রজাবর্গে পরিপূর্ণ হইল। রাজ সৈন্যে অশ্বারোহ ভদ্র লোক অধিক ছিল, এই জন্য রাজপক্ষ ‘কাবালিয়র্’ অর্থাৎ অশ্বারোহ অভিহিত হইল এবং পার্লিয়ামেন্টের সৈন্যগণ অধিকাংশই

কুঙ্গ কেশ ধারণ করিত, এই হেতু 'রৌণহেড্' অর্থাৎ 'গোলশিরক' এই উপাধি প্রাপ্ত হইল। রাজা আপনি সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন। পার্লিয়ামেন্টের সৈন্যগণ 'আর্ল অব এসেক্স' নামা কোন প্রধান ভূম্যধিকারী কর্তৃক পরিচালিত হইতে লাগিল। ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে দুইদলে যুদ্ধ হয়। প্রথমে রাজার সৈন্যগণ সর্বস্বলেই বিজয় লাভ করিতে লাগিল। তাহার কারণ, রাজ সৈন্যে ভদ্র লোক অধিক ছিল; তৎকালে ইংলণ্ডের ভদ্রলোক মাত্রেরই অস্ত্র বিদ্যায় কিঞ্চিৎ অভ্যাস ছিল আর পার্লিয়ামেন্টের সৈন্যগণের মধ্যে অনেকের মনেই এমন শঙ্কাও ছিল যে, রাজাকে নিতান্ত দুর্বল করিয়া ফেলিলে আর পার্লিয়ামেন্টের সভ্যগণ উহার সহিত সন্ধিবন্ধন করিতে সম্মত হইবেন না; সুতরাং রাজ্যশাসন প্রণালী প্রজাতন্ত্র হইয়া পড়িতে পারে। এই সকল আশঙ্কা প্রযুক্ত পার্লিয়ামেন্টের নিয়োজিত সেনাপতিগণের মধ্যে সকলের একরূপ অভিमत ছিল না। কি করিতে কি হইয়া উঠিবে, এই ভাবিয়া অনেকেই দীর্ঘশ্বস্ততা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কেবল এক ব্যক্তির মনে ঐ সকল ষ্ঠব্ধতার একবারও উদ্রিক্ত হয় নাই। তিনি প্রথমা-বধিই স্পষ্ট দেখিয়াছিলেন যে, যখন একবার অস্ত্রধারণ করি হইয়াছে, তখন মনেই সন্দেহ করিয়া কার্য্য-করায় কেবল কার্য্যের কতি হইবারই সম্ভাবনা। অত-

এবং বাহাতে সৈন্যগণ কৃশিক্ষিত, সাহসিক এবং কাৰ্য্যক্ষম হয়, তিনি নিরন্তর এই যত্নই করিতে-
ছিলেন। বিশেষতঃ তিনি আপন অধীন সৈন্য-
গণের মনে এই ভাব দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া দিয়াছি-
লেন যে, তাহারা যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা
সামান্য যুদ্ধ নয়—উহা প্রকৃত ধর্ম্ম-যুদ্ধ। তাহারা উ-
হাদিগের বিপক্ষ তাহারা কেবল উহাদিগেরই
শত্রু নয়—তাহারা জগদীশ্বরেরও শত্রু—তাহারা
মহা বিধর্ম্মী—পরম নারকী, সুতরাং উহাদিগকে
নষ্ট করায় কেবল ইহ লোকের উপকার হইবে
এনত নহে, তদ্বারা প্রকৃত ধর্ম্মের সংস্থাপন হও-
ন্নাতে পরলোকেরও মঙ্গল সাধন হইবে, তাহারা
সন্দেহ নাই।

ক্রমশঃ এলের নিজ সৈন্যগণের মনে এই সকল
সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গেলে তাহারা একেবারে
অজের হইয়া উঠিল। রণক্ষেত্রের যে দিকে উহারা
আক্রমণ করিত, তাহার সাধ্য যে সেই দিক রক্ষা
করে? যে দিক উহারা রক্ষা করিত, কেহই সেই
দিক পরাভূত করিতে পারিত না। ইহারা
আপনাদিগের গুণেই ‘আইরন্ সাইড্’ অর্থাৎ
লৌহ-পাশ্বর্ক উপাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এই সময়ে স্কটলণ্ডের পার্লামেন্টও ইংলণ্ডের
পার্লামেন্টের সহিত একমত হইয়া তাহাদিগের
সাহায্যার্থ একবিংশ সহস্র সেনা প্রেরণ করিল।

স্কটল্যান্ডের এই কর্মটি কোন মতেই উচিত হয় নাই । রাজা উহাদিগের নিকট যাহা স্বীকার করিয়াছিলেন সেই সকল অঙ্গীকার প্রতিপালনে কিছু মাত্র ত্রুটি করেন নাই । তথাপি, ইংলণ্ডেও আপনাদিগের প্রেস্‌বিটারীয় ধর্ম-প্রণালী প্রবর্তিত করিবার বাসনায় উহার তাদৃশ অনায়াচরণ করিল । স্কটল্যান্ডের আরও অধিক নীচতা এই যে, তাহার ইংলণ্ডীয় পার্লামেন্টের ভূতি স্বীকার পূর্বক সৈন্য প্রেরণ করে । যাহা হউক, ক্রমওয়েলের লৌহ-পাশ্বর্ক এবং স্কটল্যান্ডের সৈন্য সমূহ রণস্থলে উপস্থিত হওয়া অবধি আর রাজার পক্ষে মঙ্গল রহিল না । তিনি প্রতি যুদ্ধেই পরাভব প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন । বিশেষতঃ তাঁহার অনুচর-বর্গ নানা প্রকার দোষে লিপ্ত হওয়াতে কদাপি প্রজা সাধারণের অনুরাগ ভাজন হইতে পারে নাই । তাহাদিগের মধ্যে পান দোষটী অতিশয় প্রবল ছিল এবং শত্রু পক্ষীয়েরা নিতান্ত ধর্ম্য করিয়া বেড়াইত বলিয়া তাহারা একেবারে ধর্ম্মের নামও করিত না । রোওহেডেরা কখন অগ্নীক বাক্য প্রয়োগ করিত না ; কাবালিয়রেরা সেই জন্যই অনেকে ঐ দোষে দুষিত হয় । রোওহেডেরা সকল কথাই অল্পে মৃদুস্বরে কহিত, কদাপি হাস্য পরিহাসে কালাতি-পাত করিত না ; কাবালিয়রেরা সেই জন্যই চীৎকার এবং অট্টহাস ব্যতি-

রেকে কোন কথাই কহিত না। ফলতঃ ঐ ছুই প্রতিপক্ষ দলের আচার, ব্যবহার এবং মতের সম্পূর্ণ রূপেই প্রভেদ হইয়া উঠিয়াছিল। পৃথিবীতে সময়ে২ এমন এক২টা ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন, যাহারা আপ-না-দিগের সনকালীন সকল ব্যক্তিকেই স্বয়ং মতানুবর্তী করিয়া তুলেন—যাহাদিগের রীতি চরিত্র সকলেরই অনুকরণীয় হয়—এবং যাহারা যে দিকে লইয়া যান অপর সকলে সন্তোষ পূর্বক সেই দিকেই গমন করে। ক্রমওগ্রন্থ ঐ প্রকার লোকদিগের মধ্যে গণ্য হইবার বোধ্য ছিলেন। দেখিতে২ পার্লিয়ামেন্টের সৈন্যগণ সকলেই তাঁহার মতানুবর্তী হইয়া পড়িল—সকলেই গভীর প্রকৃতি, সকলেই ধর্ম-পরায়ণ, সকলেই একান্ত ভক্তিমান এবং সকলেই যুদ্ধস্থলে নির্ভররূদয় হইল। সুতরাং রাজ সৈন্যে যদিও কোন স্থলে জয় লাভ করিত, তদ্বারা রাজার বিশেষ উপকার দর্শিত না। প্রজাগণ কেথায়ও রাজসেনার প্রতি তুষ্ট হয় নাই। ‘মন্ট-রোজ’ নামা একজন স্কটলওদেশীয় ভূম্যধিকারী নিজ অসাধারণ বুদ্ধিবলে প্রায় স্কটলওদের সমুদায় উত্তর-ভাগ জয় করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইনি অনেক স্থলে অসিদ্ধ যুদ্ধবীর হানিগালের তুল্য রণ পাণ্ডিত্য প্রকা-

কার্খডীয়দিগের সেনাপতি এবং রোমীয়দিগের পক্ষ পত্নী। রোম ইতিহাসের দ্বিতীয় পুণিক যুদ্ধের বর্ণনে ইহার প্রভাব সর্বিশেষ প্রকাশিত আছে। নব্যদিগের মধ্যে কেবল ম্যেগোজিয়নু বোনাপার্তী ইহঁদের সহিত উপমিত হইতে পারেন।

শ করিয়া উপযুক্ত পরি ছয়বার স্কটলণ্ডীয় কবেনান্টর-
গণকে, সম্মুখ সংগ্রামে পরাভূত করেন। কিন্তু তাহা
করিলে কি হইবে, তিনি আপনাব বল কোথাও দৃঢ়
করিতে পারিলেন না এবং পরিশেষে তাঁহাকে
স্কটলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে হইল।
১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধে রাজারি সমুদায় বল একেবারে
চূর্ণ হইয়া গেল। তিনি প্রথমে অক্সফোর্ড নগরে
প্রস্থান করিলেন পরে ইংলণ্ডীয় পার্লামেন্টে
'ইণ্ডিপেন্ডেন্ট' নামক সম্প্রদায়ের আবল্য দর্শনে ভীত
হইয়া স্কটলণ্ডীয় সেনাগণের হস্তে আত্ম সমর্পণ করি-
লেন। সেনাপতি ক্রম্‌ওয়েল্‌ উক্ত ইণ্ডিপেন্ডেন্ট সম্প্র-
দায়ের প্রধান ছিলেন। ইহারা প্রেসবিটিরীয়
মতাবলম্বী স্কট্‌ এবং দীর্ঘপার্লামেন্টের সভ্যগণ
অপেক্ষাও রাজ্য এবং ধর্ম শাসন বিষয়ে অধি-
কতর পরিবর্ত করিবার মনন করিতেন। রাজা
মনে করিয়াছিলেন যে, স্কট্‌দিগের শরণাপন্ন
হইলে ঐ 'ইণ্ডিপেন্ডেন্ট' দিগের হস্ত হইতে নি-
ষ্কৃতি পাইবেম। কিন্তু তাহা হইল না। স্কট্‌-
লণ্ডীয় সৈন্যগণ ইংলণ্ডীয় পার্লামেন্টের স্থানে
চলিশলক্ষ টাকা পাইয়া রাজাকে উহাদিগের
হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিল এবং
সৈনিক কার্য পরিত্যাগ করিয়া কার্যান্তরে ব্যা-
প্ত হইল। পার্লামেন্টের ইচ্ছা হইল, ইং-
লণ্ডীয় সৈন্যদিগকেও ঐ রূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া

দেন। কিন্তু উহারা কার্যানুসারে গমন করিতে অস্বীকার করিল। এইরূপ ঘটয়া উঠিলে, রাজা প্রকাশে ইণ্ডিপেন্ডেন্টদিগের সহিত, আর গোপনে প্রেসবিটারীয়দিগের সহিত, সন্ধি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঐ গুপ্ত সন্ধির সময়ানুসারে স্কটলণ্ডীয় সেনা রাজপক্ষ হইয়া ইংলণ্ডে প্রবেশ করিল এবং ইংলণ্ডের স্থানে প্রেসবিটারীয় মতাবলম্বী রাজপক্ষীয় ষত লোক ছিল, তাহারাও অস্ত্রধারণ করিল। ক্রম্‌ওএল্‌সহর হইয়া উত্তর দিকে গমন করিলেন—একযুদ্ধেই স্কটলণ্ডীয় সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিলেন—এবং এমত অবিশ্বাস্য রাজার সহিত সন্ধিবন্ধনের চেষ্টাকর। ব্যর্থ এই নিশ্চয় করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। পার্লিয়ামেন্টে যে সকল ‘প্রেসবিটারীয়’ সভ্য ছিলেন, তাহারা সকলেই অপমানিত হইয়া স্বস্থান-ভ্রষ্ট হইলেন। পার্লিয়ামেন্টে, ইণ্ডিপেন্ডেন্ট বই আর কোন লোক রহিল না। তখন রাজার বিষয়ে বিচারার্থ এক মহতী ধর্ম্মাধিকরণ-সভা সংস্থাপিত হইল। রাজা সেই সভা সমক্ষে আনীত হইলেন—বিচারে দোষী হইলেন—এবং তাপন ভবন সমক্ষে এক উচ্চ মঞ্চোপরি আকড় হইয়া সহস্র ব্যক্তির সমক্ষে মাতকের অস্ত্রাঘাতে বিনষ্ট হইলেন। এই ব্যাপার ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়।

সপ্তম অধ্যায় ।



[সাধারণ ভাষ্য—ক্রমওএলের প্রবর্তিত শাসনপ্রণালী—ইংলণ্ডের প্রভাবশালিতা—ওসমানীয়দিগের ও অন্যান্যদের সহিত যুদ্ধ—ক্রমওএলের মৃত্যু—রিচার্ড-ক্রমওএল—রাজ্যভাষ্যতার পুনঃ প্রবর্তিত ।]

ইণ্ডিপেন্ডেন্ট সম্প্রদায়ের লোকেরা রাজার প্রাণবধ করিয়া ইংলণ্ডে সাধারণ-তন্ত্র রাজ্যশাসন-প্রণালী সংস্থাপিত করিল। উহাদিগের মতে প্রজারাই রাজশক্তির নিদান ভূত। অতএব প্রজা সাধারণের প্রতি-নিহিত ব্যক্তিরাই রাজশক্তি ধারণ করিতে পারে, অন্য কাহারও সেই শক্তি ধারণের ক্ষমতা নাই। সুতরাং পার্লামেন্টের মধ্যে ‘হৌস্ অবলর্ডস্’ নামক যে ভূম্যধিকারী ও রাজকবর্গের সভা ছিল, তাহা অকিঞ্চিৎকর এবং রাজ-শক্তি ধারণের অনধিকারী বিবেচনায় রহিত হইল। এইরূপে সমুদায় রাজশক্তি কেবল ‘হৌস্-অব কমন্স্’ নামক সভার হস্তগত হইলে তাহার সেনাপতি ‘ক্রমওএল’ কে আয়ার্লণ্ড শাসন করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। আয়ার্লণ্ডে তখন তিনটি পরস্পর প্রতি-পক্ষ দল প্রবল হইয়াছিল। একটি রোমান্ ক্যাথলিক মতাবলম্বী, দ্বিতীয়টি রাজপক্ষ, আর তৃতীয়টি পার্লামেন্টের অনুগামী। ক্রমওএল অতি অস্পকাল

মধ্যেই রোমান্ কাথলিক এবং রাজপক্ষীয় এই উভয় দলকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আয়র্লণ্ডে পার্লিয়ার্মেন্টের অপ্রতিহত প্রভাব সংস্থাপিত করিলেন। ইনি বেরূপে আয়র্লণ্ড শাসন করিয়াছিলেন ইহার পূর্বে কখন ঐ দেশে তেমন শাসিত হয় নাই। অতি পক্ষপাত ব্যবহার দ্বারা তিনি বিপক্ষ মাত্রকেই ভীত করিলেন—বখাযোগ্য পুরস্কার প্রদান দ্বারা স্বপক্ষ সমুদায়কে প্রবল করিলেন—এবং ইংলণ্ড হইতে ঔপনিবেশিক আনয়ন করিয়া আয়র্লণ্ডের নানা স্থানে সংস্থাপিত করত ঐ দেশে ইংরেজদিগের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি-মূল করিলেন।

ক্রম্‌ওল্, যে সময়ে আয়র্লণ্ড জয় করিতে যান তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বেমৃত ছুপতির জ্যেষ্ঠপুত্র হলণ্ড হইতে নর্টরোজ্ নামা প্রসিদ্ধ সেনাপতিকে স্কটলণ্ডে প্রেরণ করেন। কিন্তু নর্টরোজ্ এই বার কিছুই করিতে পারিলেন না। তিনিম্বত হইয়া এডিন্‌বর্গ নগরে নীত হইলেন এবং তথায় বিচারান্তে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল। কিন্তু স্কটলণ্ডীয়রা প্রেস্‌বিটেরীয় ধর্ম-শাসন-প্রণালীর ঐকান্তিক ভক্ত ছিল। তাহারা ঐরূপ ধর্ম-শাসন-প্রণালী ইংলণ্ডেও প্রবর্তিত করিবে এই অভিপ্রায়েই রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ার্মেন্টের সহায়তা করি-

* ড্রুগ্‌হীডা নগর নিবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা অন্যান্য নর নহর ব্যক্তিকে তিনি একোদ্যমে বিনষ্ট করেন।

রাহিল ; সুতরাং বখন তাহারা দেখিল যে, ইণ্ডি-
পেন্ডেন্টদিগের প্রাচুর্ভাব হওয়াতে তাহাদিগের চি-
হ্নসঞ্চিত মুনস সিদ্ধির ব্যাঘাত উপস্থিত হইল, ত-
খন স্কটলণ্ডীয়েরা রাজপুত্রকে স্বদেশে আহ্বান করিল
এবং তাঁহাকে প্রেসবিটেরীয় মতাবলম্বন করিতে স্বী-
কার করাইল। রাজ্য প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিল।
ক্রম্‌ওয়েল, এই সংবাদ প্রাপ্তি না ত্র আরলণ্ড হইতে
লণ্ডনে আগমন করিলেন এবং সম্বর পদে স্কটলণ্ডে
গিয়া উপস্থিত হইলেন। স্কট সৈন্যগণ, নিকোদ
বাজকদিগের পরামর্শানুসারে ‘ডম্বারের’ যুদ্ধে
প্রবলতর বেগে ক্রম্‌ওয়েলের প্রতি আক্রমণ
করিল কিন্তু যেমন কোন মৃৎপাত্রের প্রহারে
সুদৃঢ় আয়সাস্ত্রের কোন ক্ষতি হয় না, প্রত্যুত ঐ
দুর্বল পাত্রই স্বয়ং খণ্ড হইয়া যায়, সেইরূপ স্কট-
সৈন্যও লোহ-পার্শ্বকদিগের সহিত যুদ্ধে হ্রস্বভিন্ন
হইয়া পড়িল। ক্রম্‌ওয়েল ইহার পর এক বৎসর
স্কটলণ্ডে অবস্থিতি করেন। স্কটলণ্ডীয়েরা পুনর্বার
সৈন্য সংগ্রহ করিল—রাজপুত্রকে রাজমুকুট ধারণ
করাইল—কিন্তু পূর্ব যুদ্ধে এমনি শিক্ষা পাইয়াছিল
যে কোন মতেই আর সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে
সাহস করিল না। তাহারা কোশল পূর্বক কখন
এদিক কখন ওদিক করিয়া ভ্রমণ করিয়া দেড়াইতে
লাগিল। ইঠাৎ স্কটসেনানী দেখিলেন যে, ইংলণ্ড
গমনের পথমুক্ত হইয়া আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ স-

সৈন্যে ইংলণ্ডে প্রবেশ করিলেন এবং অতি দ্রুত গমনে লণ্ডন নগরান্তিমুখে ধাবমান হইলেন। ক্রম্-ওএল্ও পক্ষাংশ আসিয়া ‘ওর্সেফোর্’ নগরস্থ স্কট্ট সৈন্য নার ‘সম্মর্শন’ পাইলেন। তিনি অবিলম্বে আক্রমণ করিলেন এবং অতি তুমুল সংগ্রামের পর একেবারে বিপক্ষ দলকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। রাজপুত্র মহাকর্ষে প্রাণমাত্র লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। ক্রম্-ওএল্ও, ‘মক’ নামক একজন সেনাপতিকে স্কট্ট-লণ্ডে রাখিয়া আপনি লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিলেন।

এপর্যন্ত পার্লিয়ামেন্টে এবং সৈন্যগণের ঐক্যমত্যাছিল। কিন্তু বিপৎকালের সৌহার্দ প্রাচী সম্পাদে স্থায়ী হয় না। পার্লিয়ামেন্টে এবং ক্রম্-ওএলেবিবাদ উপস্থিত হইল। ক্রম্-ওএল্ও তৎক্ষণাৎ কতকগুলি সৈনিক সমভিব্যবহারে গিয়া সদস্যগণকে কটুবাক্যে তিরস্কার করত বলিলেন “ছি! ছি! তোরা দূর হ—দূর হ—ভদ্রলোকদিগকে এখানে আসিতে দে—আগি বলিতেছি তোরা পার্লিয়ামেন্টে বসিবার যোগ্য নহিস্—ঈশ্বর তোদের পরিত্যাগ করিয়াছেন”। এই বলিয়া তিনি উহাদিগকে দূর করিয়া দিলেন। ইহার পর ক্রম্-ওএল্ও আপন মতানুগামী কতকগুলি লোক লইয়া একটি সভা করেন। ঐ সভাতে ‘বেয়ার্গোন’ নামা একজন অকর্মণ্য ব্যক্তি ছিল। এই হেতু লোকে বিদ্রূপ করিয়া ঐ সভাকে বেয়ার-বোনের পার্লিয়ামেন্টে বলিত। সেই সভার সভ্যগণ

ক্রম্‌ওএলের হস্তে সমুদায় রাজশক্তি সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে ‘প্রোটেক্টর’, অর্থাৎ রক্ষিতা উপাধি প্রদান করিল । প্রোটেক্টর মহাশয় রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন । তাঁহার সেনা গতিগণ প্রদেশে বিচারপতির কন্মের নিযুক্ত হইয়া এমন উত্তমরূপে ধর্ম্মাধিকরণের কার্য্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন যে কোথাও আর বিদ্রোহিগণ শীর্ষোত্তোলন করিতে পারিল না । প্রজা মাত্রেই পূর্বাপেক্ষা সুখসচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিল—ধর্ম্ম সংক্রান্ত মতভেদ লইয়া আর পূর্বের ন্যায় গোলমাল হইতে পারিল না—রোমান্ ক্যাথলিক ভিন্ন আর সকল খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের লোক স্বয়ং ইচ্ছানুসারে ঈশ্বরের উপাসনা করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইল—এক প্রকার ‘হে’স্‌অব্‌লর্ডস্’ সভাও পুনঃ সংস্থাপিত হইল—আর বাহিরে সর্বত্রই ইংলণ্ডের সম্মান এবং গৌরব বৃদ্ধি হইতে লাগিল ।

ক্রম্‌ওয়েল এইরূপে ইংলণ্ডের স্বাধীনতাপহরণ করিলেন বটে, কিন্তু তৎপরিবর্তে তদ্দেশের মহিমা সম্বর্দ্ধন করিলেন । তাঁহার সময় অবধি ইংরেজ নামটি সর্বদেশে মাননীয় হইয়া উঠিল । জেম্‌সের এবং চার্লসের সময়ে ইংলণ্ড, ইউরোপীয়

ভারতবর্ষে ডালহৌসির একান্ত অনুমোদিত অনিয়ত শাসন প্রণালী কিয়দংশে এরূপ । লজাব প্রদেশেই ইহা বিশিষ্টরূপে প্রচলিত হইয়াছে ।

রাজাদিগের নিকট অতি হীনবল এবং নিতান্ত
 অবজ্ঞায় হইয়াছিল । ক্রম্‌ওয়েলের পোতাধ্যক্ষ
 ব্লেক্‌ নামক যুদ্ধবীর প্রথমে ইংলণ্ডের গব্ব চূর্ণ করি-
 লেন, পরে স্পেইন্‌ দেশের রাজাকে হীন-সন্ধি
 গ্রহণ করাইলেন এবং অনন্তর বার্বারি দেশের জল-
 দস্যুগণও তাঁহার যুদ্ধে পরাভব স্বীকার করিল ।
 বেল্‌জিয়মের অন্তর্গত আন্টর্প নগর ইংলণ্ডের অ-
 বিক্রত হইল এবং ইউরোপের মধ্যে যেখানে যত
 প্রটেস্টান্ট মতাবলম্বী লোক বাস করিত সকলেই
 ক্রম্‌ওএলকে আপনাদিগের রক্ষিতা বলিয়া স্বীকার
 করিল এবং তাঁহার দোহাই দিয়াই অনেকানেক
 বিপদ হইতে রক্ষা পাইল । পোপ স্বয়ং ক্রম্‌ওএলের
 ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন । তিনি কোন সময়ে
 পোপকে এই বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, প্রটে-
 স্টান্টদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণ না করিলে
 ইংলণ্ডীয় কামান সকলের ভীষণ ধ্বনি রোম নগরেও
 বিক্রত হইবে । পোপ জানিতেন যে, ক্রম্‌ওএল্‌ যাহা
 বলেন তাহাই করিয়া থাকেন । কদাপি উহার বা-
 ক্যের অন্যথা হয় না । ফলতঃ যদি ঐ সময়ে ইউ-
 রোপখণ্ডে পুনর্বার ধর্ম্ম-যুদ্ধ আরম্ভ হইত, তবে
 ক্রম্‌ওএল্‌ প্রটেস্টান্ট মাত্রেরই সেনাপতি হইয়া যুদ্ধ-
 বিদ্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন, তাহার সন্দেহ
 নাই । তিনি জন্মাবস্থিমে কখন কাহার নিকট
 পরাভব প্রাপ্ত হন নাই । সুতরাং তাদৃশ ধর্ম্ম

যুদ্ধ উপস্থিত হইলে যে, বিবিধ কীর্তি-কলাপ সংস্থাপন দ্বারা ইংরেজদিগের বিশিষ্ট শ্রদ্ধাঙ্গাদ হইতেন, তাহা নিঃসন্দেহ । কিন্তু তাহা হইল না । ইংরেজেরা অধিকাংশই মনে২ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিল, কেবল তরু প্রযুক্তই কেহ কোন কথা বলিতে পারিত না । উহাদিগের তরু এমনত প্রবল হইয়াছিল যে, তাঁহার মৃত্যু হইলে যখন তাঁহার পুত্র রিচার্ড প্রোটেক্টর উপাধি গ্রহণ পূর্বক সিংহাসনারোহণ করিলেন তখনও প্রথমতঃ কেহ কিছু বলিতে সাহস করিল না । কিন্তু প্রজা সাধারণ কিছু না বলিলেও যে টৈমন্যাগন কর্তৃক ইংলণ্ডের শাসন কার্য্য নির্বাহ হইতেছিল, তাহার রিচার্ডের প্রতি অনুরক্ত ছিল না । কারণ তিনি বীর-পুরুষ ছিলেন না । বীরতা না থাকিলে টৈমিক পুরুষদিগের স্থানে সম্ভ্রম পাওয়া চুড়র—আর তিনি বাস্তবিক সাধুশীল হইয়াও ইণ্ডিপেন্ডেন্টদিগের ন্যায় ধর্ম্ম-ধ্বজী ছিলেন না, অর্থাৎ সকল কথাতেই ধর্ম্মের বিচার এবং বাইবলের বচন আশ্রয় করিয়া ভাবে গদ্‌গদ হইতে পারিতেন না । সুতরাং টৈমন্যাগন প্রথমতঃ রিচার্ডের শাসন অঙ্গীকার করিয়া সাধারণ-তত্ত্ব সংস্থাপিত করিল বটে কিন্তু সকল সেনার এক প্রকার মত হইল না । সকল সেনানীই মনে২ আপনি ক্রনওএলের ন্যায় সর্ব্ব-কর্তৃত্ব লাভ করিবেন এই আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন । সুতরাং

তাহাদিগের পরস্পর বিবাদে রাজ্য শাসনের মাতি-
শর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল।

এই সকল কারণে এজা সাধারণ নিতান্ত বিরক্ত
হইয়া উঠিল এবং প্রায় সকলেই মনে২ এমত
প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, যদি পূর্বের রাজবংশ
সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে এই দুর্ভাগ্য সৈনিক-
গণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাহাও
শ্রেয়ঃ। এই রূপে লোকের মনের ভাব পরিব-
র্তিত হইয়া ক্রমে২ প্রেস্‌বিটারীয় এবং রাজপক্ষীয়
সকলে ঐকমত্যাবলম্বন করিল। এমত সময়ে ক্রম-
ওএল, যে মহানামক সেনাপতিকে কটলও রাখিয়া
আসিয়াছিলেন তিনি লণ্ডন নগর স্থিত সে-
নাদিগের অনুমত শাসন-প্রণালী অমান্য করিয়া
আপনি সর্বসম্মত ইংলণ্ডে প্রবেশ করিলেন। উনি
প্রথমতঃ আপন অভিপ্রায় কিছুই ব্যক্ত করেন
নাই। কিন্তু পরে যখন জনসাধারণের মন বুঝিতে
পারিলেন তখন এক স্বাধীন পার্লিয়ামেন্ট সভা
আহ্বান করিয়া সেই সভার হস্তে রাজ্যের বন্দোবস্ত
করণের ভার দিলেন। সকলেই নিশ্চয় করিয়াছিল
যে, পার্লিয়ামেন্ট বাস্তবিক স্বাধীন হইলে পূর্ব
রাজবংশ পুনর্ব্বার সিংহাসনে সংস্থাপিত হইবে।
কলতঃ তাহাই হইল। প্রথম চার্লসের জ্যেষ্ঠ-
পুত্র মহাসমারোহ পূর্ব্বক ইংলণ্ডে পরিগৃহীত
হইলেন। জনসাধারণের আর আনন্দের পরি-

সীমা রহিল না । চতুর্দিকে নৃত্যগীত হইতে লাগিল । নগরের পয়ঃ প্রণালী পূর্ণাঙ্গ মদিরায় পরিপূর্ণ হইল—লগুন নগর দীপমালায় শোভমান হইল—কেবল সেনাগণ মাত্রই অধোবদন হইয়া রহিল নচেৎ আর সকলেই বিশুদ্ধ আনন্দ নীরে অভিষিক্ত হইতে লাগিল । এই রূপে ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় চার্লসের শুভ আগমন হয় ।



অষ্টম অধ্যায় ।



[দ্বিতীয় চার্লস :—রীতি পরিবর্তন—ইল্ডের সহিত যুদ্ধ চওর্লস লুই—পার্লিয়ামেন্টের সহিত বিবাদ—হেব্রিয়স্ কর্পস—টাইটস্ ওয়েটস্—রোমান ক্যাথলিকদিগের প্রতি অভিযাত্রা—সাহার নিবারণ ।]

দ্বিতীয় চার্লস রাজ্যমন প্রাপ্ত হইয়াই প্রথমতঃ সর্ব সাধারণের প্রতি ক্ষমা বিস্তার করিয়া এইরূপ ঘোষণা করাইলেন যে, পূর্বরাজ্য-বিপ্লবে যাহাদিগের রাজ্য প্রাণ ববে বশিষ্ঠ সংগ্রহ ছিল তদ্বির অপরা কেহই সত্ত্বীয় হইবে না । অতএব রাজ-হত্যাকারী কৃতপয় ব্যক্তি মাত্র নতাই হটল আর ক্রমুওএল প্রভৃতি সাহারা পূর্বের

কালবশে লোকান্তর গমন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের শব সমাধিস্থান হইতে উৎখাত হইয়া ফাঁসি কাঠে উদ্ধৃত হইল । ইংলণ্ডের প্রজা সাধারণ স্বদেশে রাজা না থাকায় এত কষ্ট পাইয়া ছিল যে, এক্ষণে রাজার আগমন হওয়াতে তাহারা তৎপ্রতি একান্ত ভক্তিমান হইয়া পড়িল । রাজ্য শাসনের প্রণালী রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্বে যে রূপ ছিল অতি শীঘ্র সেই অবস্থাপন্ন হইতে লাগিল । ধর্ম্ম শাসনের ও পূর্বে প্রণালী সংস্থাপিত হইল অর্থাৎ মর্য্যোপ্রস্ফুটীকৃত এবং ইণ্ডিপেন্ডেন্ট মত যেরূপ প্রবল হইয়াছিল আর তাহা রহিল না, তদ্ব্যতীত লবিগণ রাজকের কর্ম্ম হইতে চূড়ান্ত হইল এবং ‘এপি-স্কোপেলীয়’ মতের অনুগামী আর্চবিশপ, বিশপ প্রভৃতি রাজকগণ পুনর্বার রাজকতায় প্রবর্তিত হইলেন । অধিকন্তু পিউরিটানেরা প্রবল হইয়া দেশ হইতে সকল আমোদ প্রমোদ নিরাকৃত করিয়াছিল; শৃঙ্খলময় দিনে পূর্বে যে রূপ ভূরি ভোজের এবং নৃত্য গীতের প্রথা ছিল তাহা তাহারা রহিত করিয়া ঐ দিবস উপবাসে ব্যাপন করিতে হয় এমত নির্দেশ করিয়াছিল । উহাদিগের পূর্বে ইংলণ্ডে নাট্য ক্রিয়ার বিশেষ প্রচুর্তাব হইয়াছিল । পিউরিটানেরা তাহাও রহিত করে—তল্লকের নৃত্যদেখায় লোকে সমধিক আমোদ করিত, তাহাও নিষিদ্ধ হইয়াছিল । ক-

লতঃ পিউরিটানের। আমোদ প্রমোদের পরম শত্রু ছিল। এক্ষণে উহার। নিন্তেজ। হওয়াতে সকলেই উহাদিগের প্রতি বিজ্ঞপ করিতে লাগিল এবং ইঞ্জিয়দমন কার্য্যে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া। সকলেই যথেষ্টাচার করিতে আরম্ভ করিল। লম্পাটতা, নাদক দ্রব্যসেবন, অশ্লীল বাক্য ব্যবহার, এই সকল সম্বোধকের চিহ্ন হইয়া উঠিল। তাহার। ঐ সকল কর্ম্মে আমোদ না করিত, তাহার।ই দুষ্টি, কুটিল মতি, এবং রাজ-বিস্রোহী বলিয়া সকলের নিকট অপমানিত ও পরিপীড়িত হইত। রাজা স্বয়ং লম্পাটের শেষ, চপলের শেষ, অলসের শেষ এবং অশাস্ত্রিকের শেষ ছিলেন। গুণের মধ্যে তাঁহার কিঞ্চিৎ বক্তৃতা শক্তি ছিল—কিঞ্চিৎ বিদ্যাছিল এবং মনুটা নিতান্ত কঠিন ছিল না। ফলতঃ লম্পাট ব্যক্তির। যদিও পরম স্বার্থপর হয় তথাপি পরদুঃখ দর্শনে তাহাদিগের করাপি অধিক সুখানুভাব হইতে পারে না। চার্লসেরও কেবল ঐ মাত্র গুণ ছিল। তিনি পর দুঃখে কাতর না হউন, কিন্তু যে কোন প্রকারে হউক তাঁহার আমোদ প্রমোদের ভঙ্গ হইলেই বিরক্ত হইতেন। অকৃতী, অভাজন রাজা এমত কখনই গভীর-প্রকৃতি পুরুষার্থ-সাধনে-তৎপর ইংরেজ জাতির প্রজ্ঞাম্পদ হইতে পারেনা। চার্লস অতি শীঘ্রই দেখিলেন যে, তাঁহার প্রথম পার্লামেন্ট যত ভ-

ক্রিয়মান হইয়াছিল দ্বিতীয় ও তৃতীয় পার্লামেন্ট
 সেরূপ রহিল না। উহার টাকা দেওয়ায় অনেক-
 কানেক আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিল। অতএব
 তিনি ক্রান্সরাজ চতুর্দশ লুইর নিকট ক্রম্‌ওএলের
 অধিকৃত ডব্লক-নগর বিক্রয় করিলেন এবং সম-
 ধিক পণ পাইরা পট্টুগাল রাজকুমারীর পাণি-
 গ্রহণ করিলেন। এই বিবাহে চার্লস্ পোৰ্টুগিজ-
 নিগের স্থানে বম্বাই দ্বীপ বৌতক স্বরূপে প্রাপ্ত হন।
 কিন্তু এই সকল করিয়াও রাজা আপনার বায়োপ-
 যোগী অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। অতএব
 তিনি ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার
 মনে পরামর্শ এই যে, যুদ্ধের খরচ বলিয়া চাহিলে
 পার্লামেন্টের স্থানে অবশ্যই টাকা পাইব এবং
 তাহার ক্রয়দংশ দ্বারা আপনার প্রয়োজনীয় ব্যয়
 নির্বাহ হইতে পারিবে। রাজার কনিষ্ঠ সহো-
 দর জেমস্ রণপোত সমস্তের অধ্যক্ষ হইয়া ওল-
 ন্দাজদিগকে আক্রমণ করত জয় লাভ করিলেন।
 কিন্তু খরচের অভাবে ঐ সকল রণ-পোত অধিক
 কাল যুদ্ধস্থলে থাকিতে পারিল না। তাহাদিগের
 অধিকাংশই টেমস্ নদীতে আনীত হইল এবং
 নাবিক ও বোদ্ধ বর্গকে ছাড়াইয়া দেওয়া গেল।
 ওলন্দাজেরা ঐ সুযোগে টেমস্ নদীতে প্রবিষ্ট হইল
 এবং ইংরেজদিগের অন্যান্য বিংশতি খান বহুৎ
 জাহাজ নষ্ট করিয়া ফেলিল। উহার মনে করিলে

ঐ সময় লণ্ডন আক্রমণ করিয়া সমুদায় প্রধ্বংস করিতে পারিত । চার্লস্ ওলন্দাজদিগের সহিত হীন-সন্ধি করিলেন ।

এই সময়ে ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিলেন । তিনি বেলজিয়ম এবং হলণ্ড জয় করিবার নিমিত্ত মনে একান্ত ইচ্ছুক হইয়া এই মরামর্শ করিতেছিলেন যে, যদি কোন মতে ইংরাজদিগকে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত রাখিতে পারি, তাহা হইলেই মানস সিদ্ধ হয় । এখানে ইংরাজেরাও নিশ্চয় করিয়াছিল যে, ফ্রান্স চিরকাল ইংলণ্ডের প্রতিযোগী, এক্ষণে সেই ফ্রান্স এদত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, যদি উহাকে দমন করিবার কোন উপায় না করা যায়, তবে সগৃহ অনিষ্ট ঘটবার সম্ভাবনা । চার্লস্ আপন প্রজাদিগের মন বুঝিতে পারিয়া উহাদিগকে তুষ্ট করিবার নিমিত্ত হলণ্ড এবং স্কটল্যান্ডের সহিত সন্ধিবন্ধন করিলেন । ঐ দুই দেশের লোকেই প্রটেক্টর্ন্ট মতাবলম্বী; সুতরাং ইংরেজেরা সমর্থদিগের সহিত সম্প্রীতি হওয়াতে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইল । উহারা তুষ্ট হইল বটে, কিন্তু বিশ্বাস সহকারে রাজার হস্তে অধিক অর্থ প্রদান করিতে সাহস করিল না ; রাজা হাতে টাকা পাইলে পাছে আপনি ব্যর্থ-কন্মো' বায় কল্পন, অথবা ভূতিভুক টৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দেশের স্বাধীনতা

নষ্ট করেন, এই ভয়ে কোন পার্লিয়ামেন্টই চার্লসকে একেবারে অধিক টাকা দিতে স্বীকার করিল না। কলতঃ ঐ সময়ের ইংরেজেরা পাছে রাজার ভূতিভুক সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় ইহা অতিশয় ভয় করিত। ক্রমশঃএলের ভূতিভুক সেনাগণ কর্তৃক নিশ্চীড়িত হইয়া অনধি তাহারা তাদৃশ সৈন্যের প্রতি সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল। কলতঃ চার্লসের সেনা সর্ব-শুদ্ধ পাঁচ সহস্রের অধিক ছিল না—রাজা নিজস্ব হইতেই তাহাদিগের ভূতি প্রদান করিতেন—তথাপি পার্লিয়ামেন্ট ঐ সৈন্যের প্রতি অনুক্ষণ বিব দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত।

সে যাহা হউক, যখন চার্লস দেখিলেন যে, হলও এবং সুইডেনের সহিত সন্ধি করিয়াও তিনি স্বাভীষ্ট সাধন করিতে পারিলেন না তখন তিনি অধিকতর ছোট উপায় অবলম্বন করিলেন। তাঁহার মনে নিতান্ত ইচ্ছা যে, আপনি যথেষ্টাচারী হন। পার্লিয়ামেন্ট অথবা অন্য কেহ তাঁহাকে কোন কথা না বলিতে পারে। এই অভিপ্রায়ে তিনি ক্রাসরাজ চতুর্দশ লুইর সহিত সংগোপনে এইরূপ সন্ধি-বন্ধন করিলেন যে, লুই তাঁহার ব্যয়ের নিমিত্ত টাকা দিবেন আর ইংলণ্ডীয় প্রজাদিগকে দমন করিয়া রাখিবার নিমিত্ত ফরাসী সৈন্য দিবেন। কিন্তু চার্লস রোমান্ কাথলিক ধর্ম পরিগ্রহ পূর্বক হল-ওদেশ জয় করণে লুইর সাহায্য করিবেন, আর

কোন মতে বাহাতে ফ্রান্সের মন্দ হয় এমনত চেষ্টি করিবেন না । নীচ-প্রকৃতি চার্লস্ এইরূপে লুইর ভূতিভুক হইতে স্বীকার করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা বিক্রীত করিলেন । ইংরেজদিগের রণপোত সমস্ত পুনর্বার হলণ্ডের প্রতিকূলে যাত্রা করিল এবং সেই সময়েই ফ্রান্সের অসংখ্য স্থলগামী সৈন্য হলণ্ডদেশ প্লাবিত করিয়া ফেলিল । ওলন্দাজেরা এই সুমহৎ বিপৎপাত কালে একটা অল্পবয়স্ক কিন্তু প্রবীণবুদ্ধি এবং নটহাৎসাহশালী ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করিল । ইহার নাম উইলিয়ম্ । ইনি হলণ্ডের ষ্টাটহোল্ডর অর্থাৎ প্রধান শান্তি-রক্ষক ছিলেন । ইনি ওলন্দাজদিগকে বলিলেন যে, যদিও আনাদিগের দেশ নিতান্তই শত্রুর অধিকৃত হয়, তথাপি আমরা সকলে মপরিবার জাহাজারোহণ করিব এবং এসিয়ার মধ্যে জাবা প্রভৃতি যে সমস্ত সুরম্য স্থান আনাদিগের অধিকৃত আছে, তথায় গিয়া বাস করিব । যেদেশের প্রজা মাত্রের এমনত পরামর্শে সন্মতি হয় কাহার সাধ্য যে সেই দেশকে পরাধীন করে ? । ওলন্দাজেরা বাঁদ বাঁধিয়া সমুদ্র জল হইতে আনাদিগের দেশ রক্ষা করিয়া থাকে । উহার এই সময়ে সেই সকল বাঁদ খুলিয়া দিল । সমুদ্র দেশ জলে প্লাবিত হইয়া গেল । নগরগুলি উন্নত স্থানে অবস্থিত ছিল অতএব সমুদ্র মধ্যে দ্বীপের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল । করাসী সৈন্যগণ অবিলম্বে রণ-

ক্ষেত্র ভাগ করিয়া প্রস্থান করিল। পরে ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিপক্ষ রাজাদিগের মধ্যে পরস্পর সন্ধিবন্ধন হইল। চার্লসের ভ্রাতুষ্পুত্রী মেরীর সহিত উক্ত উইলিয়মের বিবাহ হইল। ইংরেজ মাট্রেই ইহাতে পরম সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। উইলিয়মের তাদৃশ সন্তোষের কারণ এই যে, সেই সময়ে রোমান ক্যাথলিকদিগের প্রতি ইংলণ্ডীয় প্রটেস্ট্যান্ট মতাবলম্বী প্রজাগণের সুমহৎ বিদ্বেষ ছিল। প্রথম জেম্সের সময়ে রোমান ক্যাথলিকেরা যে দাক্ষণ ভূস্বত্বনা করে (অর্থাৎ বাকুদ যোগে পার্লিয়ামেন্ট ও রাজাকে বিনষ্ট করিবার ষড়যন্ত্র করে) সেই অবধি সকলের এই দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছিল যে, রোমান ক্যাথলিকেরা না করিতে পারে এমন দুষ্কর্মই নাই। এমন কি, চার্লস একবার একটি আইন প্রচারিত করিয়াছিলেন তাহার মর্ম এই যে, সকল খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনাপন মতানুসারে ঈশ্বরোপাসনা করিতে পাইবে; কিন্তু ইহাতে প্রটেস্ট্যান্টগণ সুখী হয় নাই। তাহার ভাবিল যে দুষ্কর্ম-পরায়ণ পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বী রোমান ক্যাথলিকেরা যে প্রশ্রয় পাইবে, আমরা দিগের তাহা না পাই ওয়াই ভাল। আবার এক সময়ে লণ্ডন নগর অগ্নিদাহে দগ্ধ হইয়াছিল। ঐ অগ্নিদাহ বাস্তবিক দৈবাবধীন ঘটে; কিন্তু সকলেই বলিয়া উঠিল একর্ম রোমান ক্যাথলিকেরাই করিয়াছে। সম্প্রতি কতিপয় দুষ্ক

লোকে ইংরেজদিগের ঐরূপ বিদ্বেষ আছে জানিয়া এক অদ্ভুত উপাখ্যান প্রস্তুত করিল এবং তাহা লইয়া মহা আন্দোলন করত সমুদার দেশকে কয়েককাল ব্যতিব্যস্ত, কতকগুলি নিরপরাধী ব্যক্তির জীবন বিনষ্ট, এবং আপনাদিগকে বিশিষ্ট ধনশালী এবং গৌরবান্বিত করিয়া তুলিল । টাইটস্ ও এটিস্ নামা এক ব্যক্তি কোন মাজিস্ট্রেটের নিকট শপথ গ্রহণ পূর্বক এইরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিল যে, রোমান-কাথলিকেরা টেম্‌স্ নদীস্থিত জাহাজ সকল নষ্ট এবং লণ্ডন নগর দক্ষ ও প্রটেক্ট্যান্ট মাত্রের বধ এবং রাজ্যের প্রাণ সংহার করিবার মনন করিয়াছে । ইংরাজ মাত্রেই ঐ কথাতে বিশ্বাস করিল এবং ঐ সময়ে সকল লোকের অন্তঃকরণে যে কিপর্যন্ত ভয় এবং ক্রোধের উদ্বেগ হইয়াছিল তাহা এক্ষণে অনুমান করাও অসাধ্য । এই সকল গোলমাল উপস্থিত হইলে পার্লিয়ামেন্টে দুইটি আইনের প্রস্তাব হইল । তাহার একটির মর্ম্ম এই যে, যিনি প্রটেক্ট্যান্ট মতাবলম্বী না হইবেন, তিনি কনাপি ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে পারিবেন না । চার্লসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জেম্‌সকে রাজ্যাদিকারে বঞ্চিত করাই এই আইনের উদ্দেশ্য । কারণ তিনি রোমান কাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জনসাধারণকে অতিশয় বিরক্ত করিয়াছিলেন । আর দ্বিতীয় আইন অদ্যাপি প্রচলিত আছে এবং উহা দ্বারা

ইংলণ্ডের প্রজামাত্রের স্বাধীনতা রক্ষা হইতেছে।
উহাকে 'হেবিরিস্ কর্পস্' বলে। এই আইন অনু-
সারে কোন ব্যক্তি কারাকদ্ধ হইলে সে কারা-
দোচন ও বিচারের প্রার্থনা করিতে পারে এবং
তাদৃশ প্রার্থনা বিচার পতি যাত্রকেই অবশ্য পরি-
পূরণ করিতে হয়। এই সময়ে পার্লিয়ামেন্টের যে
সকল সদস্যগণ রাজ পক্ষীয় ছিলেন তাঁহারা
'টোরি' এবং যাহারা প্রজাপক্ষ ছিলেন তাঁহারা
'ছুইগ্' নাম প্রাপ্ত হইলেন। এই দুইটা নামই
প্রথমে অতি নিন্দনীয় ছিল। কিন্তু ক্রমে অতি
মহাজন সমূহের পরিগৃহীত হওয়াতে এক্ষণে উ-
হারা আর নিন্দাবাদক হয় না। এই দুই দল অ-
দ্যাভি পরম্পরের সহিত তর্ক করিয়া আসিতেছেন
এবং উহাদিগের পরম্পর তর্ক বিতর্ক দ্বারাই ইংল-
ণ্ডের রাজ নীতি ক্রমশঃ বিশুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে।
যাহাহউক, ইংলণ্ডীয় প্রজাগণ টাইটস্-ওএটিস্
প্রভৃতি দুষ্কর্মেণের প্রবঞ্চনায় রোমান্ কাথলিকদি-
গের প্রতি কিছুকাল অত্যাচার করিয়া পরিশেষে
দুষ্কর্মী পারিল যে, ঐ সকল বিষয়ে রোমান্ কাথ-
লিকদিগের কোন দোষই নাই; অতএব তাহারা
রাজার ভ্রাতা জেমসকে রাজ্যাধিকার চ্যুত করিবার
নিমিত্ত প্রথমে যেমন যত্নবান হইয়াছিল শেষে আর
তেমন রহিল না। চার্লস্ প্রজাদিগের ঐ রূপ অভিমত
বুঝিয়া পার্লিয়ামেন্ট ভঙ্গ করিয়া দিলেন এবং ক্রাস-

রাজ লুইর নিকট হইতে আপনার ব্যরোপযোগী টাকা পাইয়া আর হুতন পার্লামেন্টের আহ্বান করিলেন না। ফলতঃ তিনি এক্ষণে দিনে বচ্ছে-চারী রাজার ন্যায় সমুদায় রাজশক্তি গ্রহণের উপক্রম করিতেছিলেন। তদর্শনে পূর্ব পার্লামেন্টের কতিপয় সদস্য স্বদেশের স্বাধীনতা বিলোপ ভয়ে ভীত হইয়া রাজদ্রোহের পরামর্শ করিলেন। অতি সচরিত্র, সুবিদ্বান, নীতিজ্ঞ কতিপয় ব্যক্তি এই রূপ দুর্গত্বণায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের গুণ মন্ত্রণা প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং উঁহারা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। কিয়ৎ কাল পরে রাজার পরলোক হইল। তিনি মৃত্যুকালে রোমান কাথলিক ধর্ম বিশ্বাস খ্যাপন করিয়াছিলেন।



নবম অধ্যায়।



[দ্বিতীয় জেম্‌স্‌—তাঁহার চরিত্র—যন্‌মোখের বি-
জ্ঞোহ—রোমান কাথলিকদিগের প্রাবল্য—বিশপদিগের পুতি
অভ্যুত্থান—বিচারপতি জেকিঙ্ক—উইলিয়মের আগমন—রাজার
সহিত নিয়ম নিষেধ—রাজপরিবর্তন।]

দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা
‘দ্বিতীয় জেম্‌স্‌’ উপাধি গ্রহণপূর্বক ইংলণ্ডের রাজা-

মনে উপবিষ্ট হইলেন। ইনি রোমান কাথলিক ধর্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া ছইগ পক্ষীয় অনেকে পূর্বের এমত চেউ। করিয়াছিল যে, জেম্‌স রাজ্য-ধিকারে বঞ্চিত হন। কিন্তু মৃত ডুপা-লর কোশল এবং ছইগদিগের অত্যাচার, এই দুই কারণে প্রজা সাধারণ উক্ত চেউর পক্ষপাতী হয় নাই। প্রত্যুত রোমান্ কাথলিকদিগের প্রতি অবস্থা অত্যাচার করা হইয়াছে, এই বিবেচনা করিয়া অনেকেই মনে জেম্‌সের পক্ষতাবলম্বন করিয়াছিল। জেম্‌স যদি সন্মানুব হইতেন, তবে অনায়াসেই আপনি সুখ সম্বন্ধে রাজ্যভোগ করিয়া আপন বংশে রাজাসন স্থায়ী করিতে পারিতেন। কিন্তু জেম্‌সের নানা দোষ ছিল। তিনি রোমান্ কাথলিক ধর্মের নিতান্ত গোড়া ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিও নিতান্ত নীচ এবং বুদ্ধি অত্যন্ত স্থূল ছিল; আর তিনি লোকের দুঃখ দেখিয়া দুঃখিত হইতে জানিতেন না। প্রত্যুত অন্যের ক্রেশ দর্শনে তাঁহার বিলক্ষণ আনন্দানুভব হইত। গুণের মধ্যে তিনি পরিশ্রম করিতে পারিতেন এবং তাঁহার কাপট্য দোষ নিতান্ত অধিক ছিল, এমত বল যায় না।

যে সকল ছইগ পক্ষীয় লোক পূর্বে জেম্‌সের বিকটচরণ করিয়াছিল, তাহারা অনেকেই নির্দাসিত হইয়া হলণ্ডে প্রস্থান করে। উহাদিগের মধ্যে ‘ডিউক অব বন্‌মোথ’ নামা একজন প্রসিদ্ধ

ভূম্যধিকারী ছিলেন । ইনি দ্বিতীয় চার্লসের উপ-
পত্নী-গর্ভ-জাত পুত্র । চার্লস্ ঐ পুত্রের প্রতি
অতিশয় স্নেহবান ছিলেন এবং উহাকে যথেষ্ট
ভূম্যধিকার প্রদান করত অতি সম্বৎসরীয়া কোন
কামিনীর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন । মন্মোখ
দেখিতে পরম সুন্দর, বিবিধ কলাবিদ্যায় সুপণ্ডিত,
সদয়ান্তঃ করণ, এবং যুক্তহস্ত ছিলেন । রাজা তাঁহাকে
কোন যুদ্ধে সেনাপতি করিয়া পাঠান্, তিনি সেই
যুদ্ধে বিজয় লাভ করেন । এই সকল কারণে
মন্মোখ সৰ্ব সাধারণ প্রজাবর্গের নিতান্ত অনু-
রাগ ভাজন হইরাছিলেন । পরিশেষে জেম্‌সকে
রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত কোন ষড়্‌যন্ত্রে
মিলিত হইয়া সেই দোষ সপ্রমাণ হইলে তিনি
নিৰ্দ্ধারিত হইলেন ।

যে সকল লোক বহুকাল বিবাসিত হইয়া থাকে,
তাহারা প্রায়ই মনে২ এমনত ভাবে যে, পূর্বে আমা-
দিগের বন্ধুবর্গ বেরূপ স্নেহবান ছিলেন এবং লোকে
আমাদিগের বেরূপ মানসম্ভ্রম করিত সেই সকলই
চিরকাল বর্তমান থাকিবে, আবার দেশে যাইতে
পাইলেই সেই সন্মুদায়ই পাইব । মন্মোখেরও ঐ
ভ্রম হইরাছিল । তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, দ্বিতীয়
জেম্‌স কখনই ঐজাপ্রিয় হইতে পারিবেন না ।
আমি যাইয়া উপস্থিত হইলে ইংলণ্ডের সকল
লোক একবারে আমার পক্ষতাবলম্বন করিবে এবং

আমি তাহা হইলে অনারাসে রাজা হইতে পারিব। এই ভাবিয়া তিনি কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কতক গুলি কৃষক ও অন্যান্য সামান্য লোক তাঁহার সহিত মিলিত হইল। কিন্তু তদ্রলোক মাত্রেই এই বিদ্রোহে হস্তাৰ্পণ করিলেন না। সুতরাং মন-মোথ্ অতি শীঘ্রই রাজ সৈন্য কর্তৃক পরাভূত হইয়া বন্দীকৃত হইলেন। ইনি রণবন্দী হইয়া জেম্সের সমক্ষে নীত হইলে বৎপরোন্মত্তি নীচতা প্রকাশ পূৰ্ব্বক আপন জীবন তিফা করিয়াছিলেন। কিন্তু জেম্সের পাষণ্ডহৃদয়ে দয়ার উদ্রেক করাইতে পারিলেন না। বিচারে দোষী সপ্রমাণ হইয়া মৃতক হস্তে সমর্পিত হইলেন।

এই সময়ে মনমোথের বন্ধু এবং লুইগ্ দলের অতি প্রধান ‘ডিউক অব অর্জাইল্’ নামক প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী স্কটলণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া বিদ্রোহ উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। বন্দীকৃত হইয়া এডিন্‌বর্গ নগরে আনীত এবং তথায় বিচারান্তে নিহত হইলেন। এইরূপে শত্রু দমন হওয়াতে জেম্সের অতিশয় সাহস হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন আপনি সমুদায় এজাবর্গের ধর্মপ্রাণী পরিবর্তিত করিতে পারিবেন। অতএব রোমান কাথলিকদিগকে প্রধান রাজ্য কার্যে নিযুক্ত করিতে

লাগিলেন এবং ধর্মোপদেশের কেহ কাহার প্রতি-
বন্ধকতা করিতে পারিবেক না। এই যুক্তি প্রদর্শন
করিয়া প্রকাশ্যরূপে রোমান্ কাথলিক মতের
পোষকতা করিতে লাগিলেন। এপর্যন্ত এপি-
স্কোপেলীয় রাজকগণ রাজার বিরুদ্ধাচরণে প্ররুত
হয় নাই। প্রত্যুত তিনি যত অত্যাচার করিয়াছি-
লেন সকলেরই পোষকতা করিয়া লোক সকলকে
এই বলিয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল যে,
রাজার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিতে পারেন,
তাহাতে প্রজাদিগের কোন আপত্তি করিবার
ক্ষমতা নাই। কিন্তু রোমান্ কাথলিক ধর্মের
প্রবেশ হইলে ঐ রাজকগণের আপনাদিগের
অঙ্গে ইঁতা পড়িবে, এই ভাবিয়া ছয়জন বিশপ
ঐকমত্যানুসারে রাজার নিকট বিনয় পূর্বক প্রার্থনা
করিলেন যে, মহারাজ ! আপনি রোমান্ কাথলিক
ধর্মের পক্ষতা পরিত্যাগ করুন। রাজা ঐ আ-
বেদন পত্র দর্শনে একেবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠি-
লেন এবং উক্ত বিশপদিগকে কারাবদ্ধ করিলেন।

ইহার পূর্বে জেম্সের প্রিয়তম বিচারপতি
জেফিস্ নামা নরপিণ্ডাচ বিবিধ পদ্ধতি প্রণয়ন
দ্বারা প্রজাধারকে উত্তম করিয়াছিল। তাহার
পর আবার রোমান্ কাথলিকদিগের প্রাদুর্ভাব হই-
বার উপক্রম হইল এবং এই সময়েই রাজা এক নব-
কুমার প্রসব করিলেন। সুতরাং প্রজাগণ দেখিল যে,

জেম্সের মৃত্যু হইলেও তাহার নিকৃতি পাইবে না; উৎপন্ন পিতৃধর্ম পরিগ্রহ পূর্বক পুনর্বার উহাদিগকে পীড়া দিবে। এই সকল কারণে ক্রোধ, ঘৃণা এবং ভয় ইত্যাদি প্রবল ভাবের আবির্ভাব হওয়াতে প্রজা নাত্রেই বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া উঠিল। এই সময়ে ইংলণ্ডের প্রধান কতিপয় ব্যক্তি গোপনে ইংলণ্ডের 'ফোর্টহোন্ডর' উইলিয়মকে স্বদেশে রাজ্যাসন গ্রহণ করণার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। উইলিয়ম জেম্সের জামাতা এবং ভাগিনের ছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, যদি জেম্স ইংলণ্ডের রাজা থাকেন এবং স্বধর্মাবলম্বী প্রবল প্রতাপ চতুর্দশ লুইর পক্ষতাবলম্বন করেন, তবে কোন মতেই প্রটেক্ট্যান্ট ধর্মের উন্নতি হইতে পারিবে না; কিন্তু যদি ইংলণ্ডকে আপন হস্তে পাই তবে অক্লেশেই লুইর গর্ব খর্ব করিতে পারি, এই ভাবিয়া উইলিয়ম সসৈন্যে ইংলণ্ডে আগমন করিলেন। জেম্সের অনুচরবর্গ সকলেই জেম্সকে পরিত্যাগ করিল এবং তিনি স্বয়ং ছদ্মবেশে সপরিবারে স্বরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ফ্রান্স রাজের শরণাপন্ন হইলেন। ইংলণ্ডীয় পার্লামেন্ট সভার সদস্যগণ এই আদেশ করিলেন যে, "দ্বিতীয় জেম্স শাসন-প্রণালী পরিবর্তিত করিবার চেষ্টা করিয়া, রাজা ও প্রজার মধ্যে যে নিয়ম নিকরূপিত আছে, সে নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন এবং তিনি আপন রাজপদ

পরিভাগ করিয়াছেন। অতএব ইংলণ্ডের রাজা-
সন এক্ষণে শূন্য আছে।” এই আদেশের সহিত
কতকগুলি নিয়মও নির্দেশিত হইয়াছিল, উই-
লিয়ম এবং তৎপত্নী মেরী ইহারা ঐসকল নিয়ম
প্রতিপালনে সম্মত হইলে উভয়ে ইংলণ্ডের রাজা-
সন প্রাপ্ত হইলেন।

বঙ্গদেশে ইংরেজদিগের যে শাসন প্রবর্তিত
হয় তাহা যেমন তাৎকালিক নবাবের দৌরা-
ত্ম্যে ঘটে এবং তাহাতেও যেমন কতকগুলি প্র-
ধান হিন্দু এবং মুসলমান ঐকমত্যানুসারে
ইংরেজদিগকে সিংহাসন পরিগ্রহার্থে নিমন্ত্রণ ক-
রেন, আর সেই সময়েও যেমন ইংরেজেরা কতকগুলি
নিয়ম পালন করিতে স্বীকার করেন, ইংলণ্ডের যে
রায়্ট-পরিবর্ত ব্যাপার বর্ণিত হইতেছে তাহাতেও
অবিকল সেইরূপ ঘটিয়াছিল। বিশেষের মধ্যে
এই যে, ইংরেজদিগের পার্লামেন্ট সভাছিল, সেই
সভার সভ্যগণ উইলিয়মকে কতিপয় নিয়মে স্বাক্ষর
করাইয়া পরে রাজ্য প্রদান করিলেন। এদেশে সেই-
রূপ কোন নিয়ম পত্রে স্বাক্ষর করান হয় নাই।
কিন্তু কোন নিয়ম-পত্রে স্বাক্ষর না হউক, তথাপি
সেই অবধি সকলেরই প্রতীতি আছে যে, নবাব
যে সকল দৌরাত্ম্য করিতেছিলেন, সেইরূপ কিছুই
করিবেন না, এমনত স্বীকার করিয়াই ইংরেজেরা
মুর্শিদাবাদের সিংহাসন গ্রহণ করিতে পারেন।

বাহা হউক, ইউলিয়স যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করিতে স্বীকার করিলেন তাহার প্রধান কতিপয় নিয়মের মধ্য এই—যথা

প্রথমতঃ । পার্লিয়ামেন্টের সম্মতি ব্যতিরেকে রাজা নিজ ইচ্ছাতঃ কোন আইন রদ বা মকুব করিতে পারিবেন না ।

দ্বিতীয়তঃ । পার্লিয়ামেন্ট সভা বেরূপে ও যৎপরিমাণে কর আদায় করিবার বিধি প্রদান করিবেন, রাজা তদ্বিন্ন অন্য কোনরূপে অথবা তদধিক পরিমাণে কর গ্রহণ করিতে পারিবেন না ।

তৃতীয়তঃ । প্রজামাত্রেই রাজ সন্নিধানে আবেদন পত্র প্রেরণ করিতে পারিবে । রাজা তজ্জন্য কাহার প্রতি কোন দণ্ড প্রণয়ন করিতে পারিবেন না ।

চতুর্থতঃ । রাজা পার্লিয়ামেন্টের সম্মতি ব্যতিরেকে রাজ্য মৰো ভূতিভুক সৈন্য রাখিতে পারিবেননা ।

পঞ্চমতঃ । প্রটেক্টান্ট ধর্মাবলম্বী প্রজাগণ স্বয়ং গৃহে অস্ত্র শস্ত্র রাখিতে পারিবেন । রাজা তাহা নিবারণ করিতে পারিবেন না ।

ষষ্ঠতঃ । পার্লিয়ামেন্টের সদস্যগণ সম্পূর্ণ রূপেই প্রজা সাধারণকর্তৃক মনোনীত হইবেন । রাজা ভয় উৎকোচাদি দ্বারা প্রজাদিগের মত পরিবর্তিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে পারিবেন না ।

সপ্তমতঃ । পার্লিয়ামেন্টে যিনি যে কথা বলুন না, কেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি কোথাও অভিযোগ উত্থাপন হইতে পারিবে না ।

অষ্টমতঃ । কোন বিচার পতি অযোগ্য ধনদণ্ড অথবা শরীর দণ্ড করিতে পারিবেন না ।

নবমতঃ । রাজজোহ দোষের বিচারাবধারণ করা, যে সকল জুরির হস্তে সমর্পিত হইবে তাহা-দিগের সকল ব্যক্তিরই সর্বতোভাবে স্বাধীন-সম্প্রাপ্তিশীলী হওয়া আবশ্যিক হইবে ।

দশমতঃ । কোন ব্যক্তি দোষী প্রমাণ না হইতে হইতে “অনুক দোষী প্রমাণ হইলে তাহার স্থানে যে অর্থ-দণ্ড গ্রহণ করা বাইবে তাহা তোমাকে দিব” রাজারা কাহার নিকট এমত অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না ।

একাদশতঃ । প্রজা সাধারণের সর্ব প্রকার দুঃখ বিমোচনের উপায়াবধারণার্থে এবং দেশীয় ব্যবস্থা সমস্ত সংশোধিত এবং দৃঢ়ীভূত করণার্থে শীঘ্র পার্লিয়ামেন্ট সভার আহ্বান করা আবশ্যিক হইবে ।

দ্বাদশতঃ । রাজ বংশীয় কোন ব্যক্তি স্বয়ং রোগান্ কাথলিক নতাবলম্বী হইলে অথবা তৎতা-বলম্বী কাহাকেও বিবাহ করিলে সেই ব্যক্তি কদাপি ইংলণ্ডীয় সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন না । প্রজাগণ তাদৃশ ব্যক্তিকে বাদ দিয়া অপর যে কেহ তাঁহার

উত্তরাধিকারী হইতে পারে তাহাকেই রাজাসন প্রদান করিবে ।

এই সকল নিয়ম দ্বারা রাজা ও প্রজার বিবাদ এক-
বারে নিষ্পত্তি হইয়া গেল । ‘রাজাপদ ঈশ্বরদত্ত’ প্র-
জার রাজকার্য্যে কোন কথা বলিবার ক্ষমতা রাখেনা,
প্রথম জেম্সের এই যেমত ছিল এত বিবাদ বিসম্বা-
নের পর তাহার সম্পূর্ণ বিপরীতই ঘটয় উঠিল !



দশম অধ্যায় ।



[তৃতীয় উইলিয়ম—বিদ্রোহ দমন—ঋণগ্রহণের প্রথা—ফ্রান্সের
সহিত যুদ্ধ—রাজ্যাধিকার নিয়ামক ব্যবস্থা—ফ্রান্সের সহিত—
যুদ্ধের উপক্রম—উইলিয়মের চরিত্র—এন্ রাজী—মার্ল ব্রো—
কটল্ড এবং ইংলণ্ডের সম্মিলন—টোরিদিগের প্রাবল্য ।]

তৃতীয় উইলিয়ম রাজাসন প্রাপ্ত হইলে প্রটে-
স্টান্ট মতাবলম্বী প্রজামাত্রের মহা আনন্দ উপস্থিত
হইল । কিন্তু আয়র্লণ্ডের ক্যাথলিক প্রজাগণ আর
স্কটলণ্ডের পার্শ্বতদেশীয় কেল্ট জাতীয় লোকেরা
ইহাভে পরিতুষ্ট হইল না । উভয় দেশেই অনেক
যুদ্ধের পর রাজ্যাসন প্রচলিত হইতে পারিল ।

বিশেষতঃ আয়ারলণ্ডে জেমস স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহাতে কাথলিক ধর্মাবলম্বিগণ প্রাণপণ করিয়া তাহার কার্য সাধনে বত্ববান হইয়াছিল। কিন্তু উইলিয়ম আপনি সর্বসৈন্যে আয়ারলণ্ডে গমন করত প্রতিপক্ষ সমূহকে পরাজিত করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে সমুদায় রাজ্য উপশান্ত হইলে ইংলণ্ডরাজ হলণ্ডে যাত্রা করিয়া তথায় ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে প্ররম্ভ হইলেন। এই যুদ্ধে অনেক ধন ব্যয় হয় এবং তৎসংগ্রহার্থ উইলিয়মকে পুনঃ পোল্লিয়ার্মেন্টে সভা আহ্বান করিতে হইয়াছিল। তাহারই মধ্যে একবার ত্রৈবার্ষিক ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়া যায় অর্থাৎ এমন একটা নিয়ম নিরূপিত হইল যে প্রতি তিন বৎসরের মধ্যে একবার নূতন পোল্লিয়ার্মেন্ট সভা সংস্থাপিত করা আবশ্যিক। এই সময়ে ইংলণ্ডের ঋণ ও অনেক বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু যেমন পূর্কোপেক্ষা ঋণ বাড়িয়াছিল, তেমনি তাহার সুদ দিবার নিয়মও পূর্কের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। পূর্কের রাজার খত দিয়া প্রজাদিগের স্থানে যে টাকা ধার করিতেন, তাহার সুদ কখন দিতেন আর কখনও দিতেন না। উইলিয়ম সংগ্রামের ব্যয় সাধনার্থে যে টাকা লইলেন, নিয়মিতরূপে তাহার সুদ দিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ঋণ বৃদ্ধি করাতে যে উইলিয়মের রাজ্য আরও

দৃঢ়তর এবং সমধিক বদ্ধমূল হইল, তাহা বলা বাহুল্য। কারণ, যত লোকে তাহাকে টাকা ধার দিতে লাগিল সকলেই তাহার পক্ষতাবলম্বন করিল। যে হেতু তাহার রাজ্য যাইলে উহাদিগের টাকাও একেবারে যাইবে। কিন্তু এই সময়ে পূর্ব রাজ্য জেম্সের পক্ষপাতী কতগুলি লোক ইংলণ্ডে বাস করিত উহাদিগকে ‘যাকোবাইট’ বলে। ঐ যাকোবাইটেরা নিরন্তর মনেই এই চিন্তা করিয়াছিল, কিরূপে তাহাদিগের অভিমত ভূপাল পুনর্বার আপন ঠেগত্বক সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। কিন্তু উইলিয়ম উহাদিগের নিমিত্ত বিশেষ উদ্বিগ্ন না হইয়। বাহাতে আপন চির সন্ধিত মানস যে ক্রাফের রাজাকে দমন করেন, তাহাতেই সচেষ্ট থাকিলেন। বহু যুদ্ধের পর ক্রাফ রাজ খবর তেজা হইয়। আপনার গর্ব পরিত্যাগ করত সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে সন্ধি সংস্থাপন হইল। তাহার পর ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেন্ট সভায়, রাজ্যাধিকার নিয়ামক ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। এই ব্যবস্থানুসারে ইহাই নিরূপিত হইল যে, উইলিয়ম রাজা নিঃসন্তান আছেন এবং রাজ্ঞী মেরীও লোকান্তরগত হইয়াছেন। উইলিয়মের পর-লোক হইলে মেরীর কনিষ্ঠা ভগিনী ‘এন্’ ইংলণ্ডের অধিশ্রী হইবেন, আর তিনিও নিরপত্য হইয়। পরলোক গমন করিলে সুতরাং তাহার পর

প্রথম জেম্সের কন্যা এলিজাবেথের গর্ভজাত সোফিয়া, যিনি জার্মানির অন্তর্গত হানোবর প্রদেশের ভূস্বামিকারীকে বিবাহ করিয়া ইলেক্ট্রেস্ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারই বংশে ইংলণ্ডের রাজ্যাধিকার থাকিবে ।

ইহার কিছুকাল পরে পুনর্বার ফ্রান্সের সহিত সংগ্রাম হইবার উপক্রম হইল। চতুর্দশ লুই অগন পৌত্রকে স্পেইন দেশের রাজ্যাধিকার প্রদান করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইলেন। বাস্তবিক তাঁহারই ঐ রাজ্যে প্রকৃত অধিকার ছিল বটে; কিন্তু ইংলণ্ডরাজ ও জার্মানির সম্রাট এবং হলণ্ড বাসী প্রজাগণ সকলেই ভাবিলেন যে, ফ্রান্সরাজ্য একাই এমত প্রবল যে, ইউরোপের অন্য সকল রাজারা নিলিত হইয়া ও তাহাকে দমন করিয়া রাখিতে কদাপি সমর্থ নহেন। অতএব যদি পরাজনিত ফ্রান্সের সহিত সুপ্রধান স্পেইন রাজ্যের সংযোগ হয়, তবে আর ইউরোপীয় অন্য কোন জাতির রক্ষা নাই—সকলকেই ফ্রান্সের অধীন হইয়া থাকিতে হইবে। এই ভাবিয়া পূর্বোক্ত তিন জাতি একত্রে মিলিত হইল। কিন্তু সাধারণ বিশেষ যত্নে এবং কৌশলে উক্ত জাতিত্রয়ের এইরূপ সম্মিলন হইল তিনি স্বয়ং ইহার ফল ভোগ করিতে পারিলেন না। উইলিয়ম রাজার হঠাৎ মৃত্যু হইল। ইহার অল্পকাল পূর্বে তাঁহার প্রতিযোগী দ্বিতীয় জেম্স ও লো-

কান্তর গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার এক পুত্র ছিল, ঐ ব্যক্তি জীবন সময়ে আপনাকে ইংলণ্ডের অধীশ্বর বলাইত এবং চতুর্দশ লুই ও তাঁহার ঐ উপাধি স্বীকার করিতেন। এই হেতু ইংরেজেরা উইকে প্রিটেওর বলিয়া থাকেন।

উইলিয়ম রাজা যে অতি প্রধান লোক ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। তিনি কদাপি প্রজাগণের স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়া আপনি যথেষ্টাচারী হইবেন এমত বাঞ্ছা করেন নাই। তাঁহার মতে স্বাধীন, তেজস্বী, সক্ষম, বুদ্ধিমান, বিদ্যাবান প্রজাকুলের অনুরাগ ভাজন হইয়া রাজ্য করায় বত গৌরব, উইলিয়মকে হীন তেজা এবং অক্ষম ও মূর্খ করিয়া শাসন করায় তেমন গৌরব ছিল না। ইঁহার রাজ্য কালে ইংরেজদিগের বর্তমান শৃন্যায় সমস্তের অধিকাংশই সংস্থাপিত হয়। ফলতঃ ইঁহার সময়ে স্কটলণ্ডীয় প্রজাগণ যে দুঃখ পাইয়াছিল তাহাই ইঁহার মহিমার একমাত্র কলক—ইঁহার চরিত্রে অন্য কোন বিশেষ দোষ দৃষ্ট হয় না।

পূর্বেই বলাগিয়াছে যে, স্কটলণ্ডের পার্শ্বভাগে যে সকল অসভ্যলোক বাস করিত তাহার। রাজ বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ঐ বিদ্রোহ

‡ যে ব্যক্তি অধিকারক আপনার অধিকার ব্যাপন করে তাহাকে প্রিটেওর বলা যায়।

দমন হইলে পর উইলিয়ম এইরূপ ঘোষণা করিয়া দেন যে, অমুক দিনের মধ্যে যাহারা আসিয়া অধীনতা স্বীকার করিবে, তাহাদিগকে ক্ষমা প্রদর্শন করা যাইবে; কিন্তু যাহারা তদপেক্ষা অধিক বিলম্ব করিবে তাহারা সমুচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। সকলেই সেই দিনের মধ্যে আসিয়া রাজার নিকট অধীনতা স্বীকার করিল; কেবল একজন ভূম্যধিকারী কার্যাসূত্র প্রতিবন্ধকে ঠিক সেই সময়ে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তৎক্ষণাৎ কতকগুলি সৈনিক ঐ ব্যক্তির অধিকারে প্রেরিত হইল। তাহারা ছদ্মবেশে গমন করিল—উক্ত ভূম্যধিকারীর আতিথ্য গ্রহণ করিল—এবং পরে উক্ত-রূপে পান ভোজনাদি সম্পন্ন করিয়া আপনাপন অস্ত্র শস্ত্র বিনির্গত করত তত্রতা ছুর্ভাগ্য ব্যক্তি সমস্তকে বিনাশ করিল এবং অগ্নিদাহে সকলের গৃহাদি দগ্ধ করিয়া ফেলিল।

আর এক সময়ে কতকগুলি স্কটলণ্ডীয় বণিক এক মতাবলম্বী হইয়া উত্তর এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যবর্তী পানেনমা যোজকের সম্মিহিত ভূ-ভাগে একটি উপনিবেশ সংস্থাপিত করিবার মানস করে। তাহাদিগের এমত অভিপ্রায় ছিল যে, ঐ স্থানে উপনিবেশ প্রস্তুত করিয়া আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর দ্বারা চীন ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি মহাধনশালী দেশ সমস্তে বাণিজ্য করিতে লাইনে।

ইংরেজেরা দেখিলেন যে, তাহা হইলে উইলিঙ্গের প্রভু যার এবং স্কটলণ্ডীয়েরা মহাঈশ্বর্যশালী হইয়া উঠে। এই ভাবিয়া উইলিঙ্গ স্কটলণ্ডীয় উপনিবেশিক গণের খাদ্য সামগ্রী লইয়া যত জাহাজ বাইত সকলকেই পথের মধ্যে আটক করিয়া রাখিতে লাগিলেন—উপনিবেশের চতুর্দিকস্থ যাবতীয় বন্য ইংল্যান্ডে আতিকে উইলিঙ্গের শত্রু করিয়া তুলিলেন—আর পরিশেষে স্পেইন দেশে উকিল পাঠাইয়া তাহাদিগকে এইরূপ ভয় প্রদর্শন করিলেন যে, যদি তোমরা শীঘ্র ঐ স্কটলণ্ডীয় উপনিবেশ বিনষ্ট করিয়া না ফেল, তবে আমেরিকা খণ্ডে আর তোমাদিগের প্রভু থাকিবে না। ইংরেজদিগের এইরূপ শত্রুতাচরণে স্কটলণ্ডীয় উপনিবেশ অতিশীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া গেল। যত লোক স্বদেশে প্রত্যগ করিয়া আসিয়াছিল তাহারা অনেকেই নানা কষ্ট ভোগ করিয়া বিদেশে প্রাণত্যাগ করিল। অতি অল্প লোক মাত্র স্বদেশে প্রত্যগমন করিয়া ইংরেজদিগের প্রতি দৃঢ়তর বিদ্বেষ জন্মাইতে লাগিল। উইলিঙ্গ যেন এইরূপ হইতে দিরাছিলেন ইহাই তাঁহার মহৎ দোষ বলিতে হয়।

তৃতীয় উইলিয়মের মৃত্যু হইলে তাঁহার শ্যালিকা ‘এন্’ ইংলণ্ডের অধীশ্বরী হইলেন। এনের কোন বিশেষ গুণ ছিল না—অন্তঃকরণও অকপট

* আমেরিকা খণ্ডের আদিম নিবাসীদিগকে ইণ্ডিয়ান বলে।

ছিল না—আর বুদ্ধি শক্তিও উত্তম ছিল না। ইনি এপিস্কোপেলীয় ধর্মের গোড়া ছিলেন। আর নির্যোধ লোক মাতেই যেরূপ অন্যের পরামর্শ শুনিয়া কার্য্য করে, ইনিও সেইরূপ করিতেন। আপনি কর্তব্যাকর্তব্য বিচার করিয়া কিছুই করিতে পারিতেন না। এন্ প্রথমে লুইগ্ নতাবলম্বীদিগের পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাহার কারণ, আর্লঅব্ মার্লব্রো নামক অতি প্রসিদ্ধ লুইগ্ ভূম্যধিকারীর বনিতা, এই সময়ে রাজ্যীকে একান্ত বশীভূতা করিয়াছিলেন। সুতরাং রাজ্যী তাঁহার পরামর্শানুসারিণী হইয়া মার্লব্রোকে আপন সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করিলেন। মার্লব্রোর তুল্য যুদ্ধবিদ্যা বিশারদ বীরপুরুষ পৃথিবীতে অধিক জন্ম গ্রহণ করেন নাই। ইনি সর্বদা অতিশয় প্রত্যাশপন্নমতি ছিলেন। কখনই ক্রোধ পরায়ণ হইয়া অসাবধানতা প্রযুক্ত শত্রুর নিকট আপন হিঙ্গ্র প্রকাশ করিতেন না এবং কদাপি সংগ্রাম স্থলে ইহঁার কোন প্রকার ভ্রম উপস্থিত হইত না। সুতরাং যখন তৃতীয় উইলিয়মের প্রবর্তিত সন্ধির নিয়মানুসারে হলণ্ড, জর্ম্মনি এবং ইংলণ্ডের সৈন্যগণ একত্রিত হইয়া মার্লব্রোকে আপনাদিগের অধিপতি স্বরূপে প্রাপ্ত হইল, তখন যে আহারা প্রতিপক্ষ করাসী সেনাগণকে পুনঃ২ পরাভব করিবে ভ্রাতৃত্বে আশ্চর্য্য কি? কলতঃ ইংলণ্ড যেন এত দিন নিদ্রাবস্থায় ছিল।

এনের সময়ে সেই নিদ্রা ভঙ্গ হইলে ইউরোপের সকলেই দেখিতে পাইল যে, তাৎকালিক ইংরেজেরা ক্রেসী এবং আজিন্‌কুরের যুদ্ধ-জেতা মহাবীর-গণের নিতান্ত অগোঁয়া সম্ভান নহেন। ফ্রান্স এবং স্পেইন্ উভয় রাজ্যেই ইংরাজদিগের অপ-রিমীম বীরতা প্রকাশিত হইল—সমুদ্র যুদ্ধেও ইংরাজদিগের প্রাবল্য পুনঃ সংস্থাপিত হইল—এবং ভূমধ্যসাগরের দ্বার ও পৃথিবীর সকল দুর্গের মধ্যে সমধিক দুর্লভ্য যে জিব্রাল্টর নামক দুর্গ তাহাও উইঁদিগের অধিকৃত হইল। এই সময়ে ইংলণ্ডের সহিত স্কটলণ্ডের সম্পূর্ণরূপে সম্মিলন হইয়া যায়। অর্থাৎ প্রথম জেম্‌সের সময়াবধি যদিও উভয় দেশের রাজশক্তি এক ব্যক্তিতেই সমর্পিত হইয়াছিল বটে, তথাপি একাল পর্যন্ত দুই দেশের পার্লামেন্ট, রাজকোষ, ব্যবস্থাপক-সমাজ ভিন্ন ছিল। এক্ষণে সেই সকলও মিলিয়া সম্পূর্ণরূপে এক হইয়া গেল। তাহার কারণ, স্কটলণ্ডীয় প্রজা-গণ ইংরেজদিগের ন্যায় বাণিজ্য করিতে না পাইয়া এবং তাহার পানামা বোজকে যে উপনিবেশ সংস্থাপিত করিবার নিমিত্ত যত্ন করে, তাহা ব্যর্থ হওয়াতে অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল। উহার এই বলিয়া উঠিল যে, আমরা আর ইংলণ্ডের সহিত মিলিত হইয়া থাকিব না—স্বকৃত্ব কোন ব্যক্তিকে রাজ্য শাসনের ভার প্রদান করিব। এই কথায় ইংরেজেরা

ভীত হইলেন এবং অনেক বাদ্যযন্ত্রীদের পর এই নির্দারিত হইল যে, স্কটলণ্ড হইতে ৬৫ জন প্রতিনিধি আসিয়া ইংলণ্ডের হৌস্ অব্ কমন্স নামক সভায় উপবিষ্ট হইবেন আর ১৬ জন স্কটলণ্ডীয় ভূম্যধিকারী ইংলণ্ডের হৌস্ অব্ লর্ডস্ নামক সভায় আসন গ্রাপ্ত হইবেন। অপরন্তু উভয় দেশের মাল ও কৌজদারী আইন পূর্ববৎ থাকিবে আর বাণিজ্যকার্যো ইংরেজ প্রজাগণ যে সকল ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, স্কটলণ্ডীয়েরাও সেই সকল ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন। সেই অবধি এই দুই মিলিত রাজ্যের নাম গ্রেট ব্রিটেন্ হইয়াছে।

১৬৮৮ শালে যে রাফ্ট পরিবর্ত হয়, সেই অবধি এপর্যন্ত লুইগ্ মতাবলম্বী রাজনীতিজ্ঞব্যক্তি রাই ইংলণ্ডের শাসন কার্য আপনাদিগের হস্ত গত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে প্রজা সমূহ তাঁহাদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং টোঁরি মতাবলম্বীর নিরন্তর উহাদিগের প্রতিপক্ষতাচরণ করিতে লাগিল। যত দিন ‘মার্লব্রোর’ পত্নীরসহিত রাজ্যীক সৌহার্দ ছিল তাবৎ টোঁরিরা কিছুই করিতে পারেন নাই। কিন্তু পরে বিবি ম্যাগাম্ নাম্নী অতি চতুরা একজন সখী টোঁরি মতাবলম্বিনী হইয়া রাজ্যীর মন ভাঙ্গাইয়া ক্রমে মার্লব্রোর পত্নীর প্রতি তাঁহার দৃঢ়তর বিদ্বেষ জন্মাইয়া দিলেন, আর সেই সময়েই ‘মাকিবরেল’

ন.মা একজন "সামান্য" রাজক, জন সমক্ষে চৌরী মতের পোষক একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। হুইগ্ মন্ত্রিগণ তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার নামে পার্লামেন্টে অভিযোগ করেন। সেই অভিযোগের ফলে সাকিবরের একেবারে সমুদায় দেশ বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। লোক সকল তাঁহার মতের অন্দোলন করিতে লাগিল এবং এই করিতে প্রজা নাত্রেই ঐ রাজকের প্রতি এমন নিতান্ত অস্বস্তি হইল যে, রাজ মন্ত্রীরা তাঁহার প্রতি কোন বিশেষ দণ্ড প্রণয়ন করিতে সাহসিক হইলেন না। এইরূপে যখন রাজার বিলক্ষণ বোধ হইল যে, হুইগেরা আর প্রজা প্রিয় নহে, তখন বিবি ম্যাসামের পরামর্শানুসারে তিনি প্রাচীন পার্লামেন্ট সভা ভঙ্গ করিয়া দিয়া একটি অভিনব সভার আহ্বান করিলেন। এই সভাতে চৌরী মতাবলম্বী প্রতিনিধি বর্গেরই সমাগম হইল—হুইগদিগের শক্তি বিলুপ্ত হইল—এবং তৎক্ষণাৎ সাহাতে ক্রান্তির সহিত সন্ধিবন্ধন হয় এমনত চেষ্টা হইতে লাগিল। ইউস্টেট নগরে হলও এবং ইংলণ্ডের শাসন কর্তৃগণ জন্মগির সভাটিকে ত্যাগ করিয়া ক্রান্তির সহিত সন্ধি করিলেন।

এই সময়ে সাহারা এনের মন্ত্রিত্ব নিযুক্ত হইয়া ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ প্রিটে-গুরকে রাজাসন দিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হন। কিন্তু

তঁাহানের মন্ত্রণা মনস্ত পরিপক না হইতে হইতেই রাজ্যের পরলোক হওয়াতে ঐ সকল মন্ত্রণায় কোন উপকার দর্শিল না । প্রথম জেগ্‌সের দ্রোহিত্রী সূত হা নাবর দেশের ইলেক্টর প্রথম জর্জ উপাধি পরিগ্রহ পূর্বক নির্বিঘ্নে স্টেটেন রাজ্যের রাজ্যাসনে অধিরূঢ় হইলেন ।



একাদশ অধ্যায় ।



[প্রথম জর্জ—লুটগনিগের পুত্র—যাকোবাইট্‌দিগের অতুল্য—বানিজ্যের দৃষ্টি—দক্ষিণ সমুদ্র বুদ্ বুদ্—সর রবট ওয়াস পোল ।]

প্রথম জর্জ দেখিলেন যে, তিনি কেবল লুইগ্‌নিগের যত্নেই ইংলণ্ডের সিংহাসনারূঢ় হইতে পারিয়াছেন, অতএব প্রথমাবধিই তিনি ঐ দলের প্রতি বিশিষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । টেরি নাভ্রেই তঁাহার বিষদৃষ্টিতে পড়িল । রাজার উচিত সকল প্রজার প্রতি সম্মান দৃষ্টি রাখেন । রাজা পক্ষপাতী হইলে রাজ্য শাসনে সহস্র দোষ

উপস্থিত হয়। প্রথম জর্জের রাজ্যকালে হুইগ্‌ সম্প্রদায়ীরা প্রবল হইয়া টৌরি মতাবলম্বী সকলকে একেবারে উৎসাদিত করিবার মানস করিয়াছিলেন। প্রধানত টৌরীগণ কেহ বা রাজদণ্ডেরে স্বদেশ হইতে প্রস্থান করিল। কেহ বা দেশে থাকিয়াই গোপনে যাকোবাইটদিগের সহিত যোগ দিয়া প্রিটেগরকে রাজাসন প্রদান করিবার নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিল। আর কেহ হটলোক সাধারণের মনে নানা প্রকার ভয় উত্থাপন করাইয়া রাজকার্যের ব্যাঘাত করিবার নিমিত্ত উদ্যোগী হইল। পরিশেষে ‘আল’ অব মার’ নামক কোন ভূম্যধিকারী স্কটলণ্ডের উত্তরভাগে বিদ্রোহ উত্থাপন করিলেন। হাইলও বাসী কেন্ট জাতীয় লোক সকল অনেকেই তাঁহার সহিত মিলিত হইল এবং উহাদিগের সহায়তায় তিনি কোর্থ নদীর উত্তরাঞ্চল সমুদায় অধিকার করিয়া লইলেন। এই সময়ে ‘নর্থবর্নগু, প্রদেশ নিবাসী ‘যাকোবাইটেরা’ও অস্ত্র ধারণ করিয়া উঠিল। যদি প্রিটেগর স্বয়ং ঐকালে উপস্থিত হইয়া নিজ দলবলের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন, বোধ হয়, তাহা হইলে ঐ বিদ্রোহ অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত। এমন কি, কিছু কালের নিমিত্ত প্রিটেগর পুনর্ব্বার আপন ঠৈতৃক সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেও হইতে পারিতেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তির শরীরে কোন অসাধারণ গুণগ্রাম ছিল না।

তিনি বৈচক্ষণ্য বা সাহস কিছুই প্রকাশ করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ তাঁহার একমাত্র সহায় চতুর্দশ লুইরও এই সময়ে পরলোক যাত্রা হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাকে অসহায় হইয়া স্কটলণ্ডে আসিতে হইল এবং তথায় উপস্থিত হইয়াও তিনি দীর্ঘ সূত্রিতা অবলম্বন পূর্বক এক স্থানেই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলেন। অতএব রাজ সৈন্যগণ জানা-য়াসেই এই বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হইল এবং প্রি-টেণ্ডর নিজ প্রাণ লইয়া পুনর্বার ক্রাজ দেশে প্রস্থান করিলেন। অনেকানেক চৌরী এবং যাকোবাইট্ মতাবলম্বী ভূম্যধিকারি গণ এই বিদ্রোহ-সংশ্রব দোষে দূষিত হইয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। কথিত আছে যে, যে রক্ষ মত ঝড় সহ্য করে তাহার মূল ততই দৃঢ়তর রূপে সম্বদ্ধ হয়,। প্রথম জর্জের রাজত্বও এই বিদ্রোহ বাত্যা সহ্য করিয়া সেইরূপে পূ-র্বাপেক্ষা দৃঢ়তর হইল এবং ছুইগ্‌দিগের প্রভাবও অখণ্ডিত এবং অপ্রতিহত হইয়া উঠিল। এই সময় হইতে ইংলণ্ডের বাণিজ্য অত্যন্ত বিস্তৃত হইতে লাগিল। তদ্বারা জনসাধারণের বিভবও বদ্ধিত হইল। এবং প্রজা মাত্রের অন্তঃ করণে অর্থ লো-ভের অতি প্রবল তর আবির্ভাব হইল। বৈদে-শিক বাণিজ্য দ্বারা বিপুল সম্পত্তি সঞ্চিত হয় এই বোধ সকলের মনেই দৃঢ়তররূপে সম্বদ্ধ হইলে অনেকানেক ছুট লোক প্রতারণা করিয়া অলীক

বানিজ্যের কম্পানী প্রকাশ করত জনসাধারণের সর্ব-
 সাপহরণ করিতে লাগিল । তন্মধ্যে সৌখিনী-
 কোম্পানী নামক বে বনিকসম্প্রদায় এই সময়ে
 প্রাচুর্ভূত হয় তদ্বারা সমগ্রিক লোকের মহাক্রতি
 হইবার উপক্রম হইয়াছিল । কিন্তু হোস্‌অব্‌ কম-
 প্লের বিশেষ ষত্বে ঐ কোম্পানীর দ্বারা যত হানি
 হইবার সম্ভাবনা ছিল, তত হইল না । ‘সার রনল্ড্
 ওয়াল্পোল্’ নামা অতি বিচক্ষণ রাজমন্ত্রী ইহার
 যথোচিত ব্যবস্থা ও সংপরাধর্শ প্রদান করেন ।
 ফলতঃ তিনিই এই সময়ে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রি-
 নিযুক্ত হইয়া সমুদায় রাজকার্য্য নির্বাহ করিতে-
 ছিলেন । পার্লামেন্টের সভাগণ তাঁহার স্থানে
 উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তিনি যাহা বলিতেন
 তাহাতেই সম্মত হইতেন । ওয়াল্পোল্‌ যেরূপ
 অপ্রতিহত প্রভাব হইয়াছিলেন তাঁহার পূর্বে
 কোন রাজমন্ত্রীই সেরূপ হইতে পারেন নাই ।
 তাঁহার সকলইগুণ—কেবল একটীমাত্র দোষছিল ।
 তাঁহার মতে পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি যথার্থ ধর্ম্ম-
 শীল নাই । তিনি ভাবিতেন যে, সকলকেই
 অর্থ দ্বারা বশীভূত করা যাইতে পারে । বস্তুতঃ
 ইংরেজেরা যে মনেই অর্থের আতিশয় গৌরব
 করেন এবং মুখে যাহা বলুন কিন্তু বনিক হুতির
 প্রাচুর্ভাব বশতঃ তাঁহাদিগের চরিত্রে যে অবশ্যই
 ঐ দোষ উপস্থিত হইয়াছে তাহা ওয়াল্পো-

লের মন্ত্রিসভেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ইংরেজ-
দিগের বাণিজ্য বিস্তারের প্রথম সূত্রপাত তৃতীয়
উইলিয়মের সময় হইতে হয়। তৎকালে “বাহু
অব ইংলণ্ড” সংস্থাপিত হইয়া ছিল এবং সেই
বাহুর দৃষ্টান্তানুগামী হইয়া অন্যান্য আচ্য বণিক-
গণ অনেকে একতী দলবদ্ধ হওত কোম্পানী নাম
ধারণ পূর্বক বহির্কোম্পানী নিযুক্ত হয়। তৃতীয়
উইলিয়মের সময়াবধি ইংরেজদিগের মধ্যে রাজ-
কীয় ঋণ গ্রহণের প্রথাও বিশিষ্টরূপে প্রচলিত
হইয়াছিল। সে প্রথা এই যে, গবর্নেন্ট কোন
নির্দিষ্ট পরিমাণে সুদ দিবেন এমত স্বীকার করিয়া
প্রজা সমূহের স্থানে ঋণগ্রহণ করেন এবং তৎ-
পরিবর্তে একত খানি কাগজ দেন। সেই কাগজ
বাজারে ক্রীত ও বিক্রীত হইতে পারে। গবর্নেন্ট
উহার আসল কখন ক্রুপে দিবেন কিছুই স্বীকার
করেন না। পূর্বেক্ত বণিক কোম্পানীরাই
এইরূপ কাগজ অধিকাংশ ক্রয় করিয়া গবর্নেন্টের
উত্তমর্গ হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং ইহার
পর বৈদেশিক রাজাদিগের সহিত সন্ধিবিগ্রহ যাহা-
কিছু বখন করিতে হইত তাহাতে ঐ উত্তমর্গগণের
যাহাতে মঙ্গল হয় ইংলণ্ডীয় গবর্নেন্টের এমত করিয়া
চলা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই
कारणे बणिक दल ई इंग्लण्ड मध्ये अतिशय प्रबल
हईयाहेन এবং সেই अवधि तांहादिगेर बाणिज्य

কার্যের উন্নতির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া গবর্ণমেন্ট কোন কর্মেই হস্তার্পণ করিতে সাহসিক হয়েন না ।



দ্বাদশ অধ্যায় ।



[দ্বিতীয় জর্জ—স্পাইনের সহিত যুদ্ধ—ফ্রান্সের সহিত-
যুদ্ধ—নবীন পিটেওর—এইলা লাপেলের সন্ধি ইউনিয়ন পিট
পুথান বন্দী ।]

১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম জর্জের পরলোক হয় ।
তাহার পুত্র দ্বিতীয় জর্জ নাম ধারণ পূর্বক তৎ-
ক্ষণাৎ ইংলণ্ডের রাজ্যসনে আরোহণ করিলেন ।
প্রথমে ওয়াল্‌ পোলই ইহঁার মন্ত্রিস্থে নিযুক্ত থাকেন
এবং বিশিষ্ট যত্ন সহকারে স্বদেশীয়দিগকে কোন
যুদ্ধে প্ররত্ত হইতে দেন নাই । কিন্তু পরিশেষে
কতকগুলি বণিক যাহারা আমেরিকায় গিয়া তত্রত্য
স্পেনীয়দিগের সহিত বাণিজ্য করিবার ভান করত
তথাকার লোকের অনেক অপচয় করিত, তাহারা
স্পেনীয়দিগের দ্বারা যথার্থিত দণ্ড প্রাপ্ত হইলে
স্বদেশীয়দিগের নিকট আপনাদিগের দুঃখ প্রকাশ

করিতে লাগিল। ইংরেজেরা স্বজাতীয় কাহারও অপমান হইলেই ক্রুদ্ধ হইয় উঠেন - ঐ বিষয়ে উইন্ডিগের নায়ানায় বিচার অতি অস্পষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং প্রজামাত্রের স্পেইন্ রাজ্যের সহিত যুদ্ধ করণার্থ প্রার্থনা করিতে লাগিল। রাজমন্ত্রী ওয়াল্পোল সহস্র চেষ্টা করিয়াও উইন্ডিগকে শান্ত করিতে পারিলেন না। অগত্যা তাঁহাকে এই অন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। কিন্তু এই যুদ্ধে ইংরেজেরা বিশেষ কিছুই লাভ করিতে পারিলেন না। উইন্ডার বেমেন পানেনা যোজকের অন্তর্গত পোর্টবেলো নামক সমুদ্রগঙ্গনগর অধিকার করিলেন তেমন কলধিয়া প্রদেশ স্থিত কার্থাগীনা নগর আক্রমণ করিতে গিয়া সম্পূর্ণরূপেই পরাজিত হইয়া আসিলেন। এই সময় ইউরোপে আর একটি যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহার কারণ এই যে, অস্ট্রিয়া সম্রাট বর্ষ চার্লসের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সম্রাট নাথান্য থাকায়, মেরিয়া থেরীসা নাম্নী তৎকাল্য পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু ক্রাঙ্গ, সাক্সনি এবং বেবেরিয়া প্রভৃতি দেশের শাসন কর্তৃগণ মেরিয়ার অধিকার স্বীকার করিলেন না। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্রাঙ্গের বিপুল সেনায় সমুদায় জয়ানি প্লাবিত করিয়া ফেলিল। ইংলণ্ড-রাজ ভ্রাবিলেন যে তাঁহার পুরুষানুক্রমিক অধিকার হানোবর দেশ এইবার হস্ত-

বহিষ্ঠুত হইয়া যাইবে অতএব তিনি মেরিয়ার সহিত সন্ধি বন্ধন করিলেন । এবং প্রজাবর্গের স্থানে ধার করিয়া যুদ্ধের ব্যয় সাধনোপযোগী অনেক অর্থ মেরিয়ার নিকট প্রেরণ করিলেন । এখানে অস্ত্রিয়া সাম্রাজ্যের প্রজাগণ আপনাদিগের তাদৃশ গুণবতী সাহসিক রাজ্যীর দুরবস্থা দর্শনে একান্ত দুঃখিত হইয়া আপনাদিগের প্রাণপণে তাঁহার হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল । প্রতিপক্ষ সৈন্যগণ অত্যন্ত-কাল মধ্যেই পরাভূত হইল । মেরিয়ার কর্তৃত্ব সর্বত্রই পুনঃসংস্থাপিত হইল এবং বাবেরিয়ার অধিপতি যিনি ইতঃপূর্বে সম্রাট উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও মহাদুঃখে লোকান্তর গমন করিলেন । কিন্তু রাজ্যী তখনও সন্ধি সংস্থাপনে ইচ্ছুক হইলেন নাই । ইংলণ্ডরাজ স্বয়ং তাঁহার সাহায্যার্থে আসিয়াছেন জানিয়া তিনি ক্রান্তির গর্ব্ব খর্ব্ব করণার্থে সুদৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া রহিলেন । এখানে ইংলণ্ড রাজ জর্জের অন্তর্গত মেইন্ প্রদেশে সৈন্যে উপস্থিত হইয়া করাসী সৈন্য কর্তৃক ডেটিঞ্জেন্ গ্রামের সম্মুখে এমন কুঠলে বদ্ধ হইয়াছিলেন যে, যদি করাসীরা সতর্ক হইয়া তাঁহার পথ বন্ধ করিয়া থাকিতে পারিত, তাহা হইলেই উহাদিগের নিশ্চয় জয় লাভ হইত । কিন্তু করাসী লোক সকল স্বভাবতঃ তরল-মতি । উহারা কখনই কোন ভাবী মঙ্গলের প্রতীকায় বহুকাল নিবন্ধাবিত থা-

কিতে পারে না। উহারাই ইংলণ্ডীয় সৈন্যের প্রতি আক্রমণ করিল, কিন্তু কোনক্রমেই তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারিল না। সুতরাং তাহাদিগকে অবিলম্বে উহাদিগের পথ মুক্ত করিয়া দিয়া প্রস্থান করিতে হইল। ইহার পর ইংরেজ এবং ফরাসী সৈন্য ফটেনয় গ্রামের নিকট আর একটি যুদ্ধ ঘটয়া ছিল। সেই যুদ্ধে ফ্রান্সরাজ পঞ্চদশ লুই স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ইহাতে ইংরেজেরা পরাভূত হয় বটে, কিন্তু তাহাদিগের পাদাত সৈন্যগণ এমনতরো প্রকাশ করিয়াছিল যে, ঐ পরাভবও উহাদিগের গৌরব-সূচক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

এই সময়ে আবার ফটেন সাম্রাজ্য মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই বিদ্রোহের হেতু পূর্ব প্রিটেগরের পুত্র নবীন প্রিটেগরের স্কটলণ্ডে আগমন। এই যুবাপুরুষ আপন পিতামহ রাজ্য অধিকার করিবার বাসনায় হঠাৎ স্কটলণ্ডের উন্নত অঞ্চলে আসিয়া দর্শন দিলেন। কাতপয় হাইলণ্ড ভূম্যধিকারী তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত মিলিত হইল এবং যোগদান পরস্পরোপস্থিত প্রস্তাবনাইতে নিঃসৃত নদী সকল যত নিম্নে আগমন করিতে থাকে, ততই তাহাদিগের বিস্তার বৃদ্ধি হয় সেইরূপ উহার সৈন্য সংখ্যাও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দুইদল ভাজু সৈন্য উহার নিকট পরাধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। কিন্তু ক্রমেই ইংলণ্ডের সৈন্যগণ রাজ ভ্রাতা কাম্বার্লণ্ডের

অধীনে আসিয়া রণস্থলে উপস্থিত হইতে লাগিল। কলোডেন নামক স্থানে উভয় দলের সন্দর্শন হইল। হাইলণ্ডীয় সৈন্যগণ যৎপরোনাস্তি সাহস প্রকাশ করিল কিন্তু কিছুতেই কোন ফল দর্শিল না। নবীন প্রিটেণ্ডর আপন প্রাণ মাত্র লইয়া পলায়ন করিলেন। হাইলণ্ডীয় লোক সকলের প্রতি অতি পক্ষ ব্যবহার আরম্ভ হইল এবং পরে বাহাতে তাহাদিগের কুলতন্ত্রতা ভগ্ন হইয়া যায় অর্থাৎ অনেকানেক ব্যক্তি এক জন কুলপতির অধীন হইয়া না থাকে, আর তাহাদিগের পরিচ্ছদাদি পর্যন্ত সমুদায় পরিবর্তিত হইয়া যায় এমন ব্যবস্থা প্রচলিত হইল। প্রথমে, বিশেষতঃ যতদিন পর্যন্ত রাজকর্মচারিগণ হাইলণ্ডীয় লোক সকলের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিতে লাগিল তাবৎকাল, উহার ঐ সকল নিয়মের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণ করিত কিন্তু কিছুকাল পরে যখন উহাদিগের প্রতি কোমল ব্যবহার আরম্ভ হইল, বিশেষতঃ উহার যে অবধি সৈনিক কার্যে প্রবৃত্ত হইল সেই অবধি উহারা বর্তমান ত্রাসক বংশীয় রাজাদিগের প্রতি অকুন্ত অনুরক্ত এবং ভক্তিমান হইয়া উঠিল। এই সকল সংগ্রামের কিঞ্চিৎকাল পরে অর্থাৎ ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্রায়ে এবং ইংলণ্ডে সন্ধি সংস্থাপিত হইল। ইহা হইতে 'এইলা সাপেলের' সন্ধি বলে। ইহার তাৎপর্য এই যে, উভয় প্রতিপক্ষ দ-

লই স্বয়ং বিজিত ভূমিসমুদায় তত্ত্ব পূর্ব অধিকারি-
গণকে প্রত্যর্পিত করিবে। অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্বে
যাহার যে অধিকার ছিল যুদ্ধের পরেও তাহাই
থাকিবে। যুদ্ধের কস কেবল অর্থ ও জীবন ব্যয়
মাত্র হইল।

এই সন্ধির পর কয়েক বৎসর ইংলণ্ডের ঈর্ষদে-
শিক অধিকার এবং বাণিজ্য অতি সহজে বৃদ্ধি প্রাপ্ত
হইতে লাগিল। ফরাসীরা তাহাতে মৎসর
ভাবাপন্ন হইয়া পুনর্ব্যার যুদ্ধোদ্যম করে। সেই
সময়ে অতি সাধুশীল, সদ্বক্তা, পরিণামদর্শী এবং
স্বদেশ-হিতৈষী উইলিয়ম পিট, নামক কোন ম-
হাত্মা রাজ-মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইয়া এমত বৈচক্ষণ্য সহ-
কারে যুদ্ধের আয়োজন এবং উপযুক্ত লোক
সকলকে সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করিলেন যে, সর্ব-
ত্রই ইংরেজদিগের জয় এবং শত্রুপক্ষের পরাজয়
হইতে লাগিল। পিটের নিয়োজিত উল্ক নামক
কোন সেনানী কর্তৃক কানেডার অন্তর্গত 'কুইবেক,
নামক অতি দুর্গম নগর বিজিত হইল। ক্রাইব্
ভারতবর্ষে পলাসীর যুদ্ধ জয় করিলেন এবং
চন্দননগর অধিকার করিয়া ফরাসিদিগের গর্বচূর্ণ
করিলেন। ইউরোপেও অনেক যুদ্ধ হইল।
তন্মধ্যে সামুদ্রিক যুদ্ধে প্রায় সর্বত্রই ইংলণ্ডের
জয় লাভ হইতে লাগিল। ইতি মধ্যে রাজপুত্রের
পরলোক হইল। সুতরাং তাহার পুত্রই প্রিন্স

অব্ ওয়েল্‌স উপাধি প্রাপ্ত হইয়া মৌব-রাজ্যে
অভিষিক্ত হইলেন । ইহার কিয়ৎকাল পরে
অর্থাৎ ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় জর্জ লোকান্তর
গমন করিলেন ।



ত্রয়োদশ অধ্যায়।



[তৃতীয় জর্জ—মার্ক অব বুট—স্পেনের সহিত যুদ্ধ—প্রেন-
বিল—মার্কুইস অব বকিংহাম—নর্ডমর্থ—মার্কিন যুদ্ধ—পিট
—রাজার উদ্ভাব—ক্লেকার রাফ্‌বিগব—বোনাপার্টি—নেল-
সন—সার্ডানবিল ।]

দ্বিতীয় জর্জের পৌত্র রাজাসন প্রাপ্ত হইয়া তৃ-
তীয় জর্জ উপাধি গ্রহণ করিলেন। ইনি ইংলণ্ডেই
জন্মেন এবং ইংরাজী ভাষা উত্তম রূপে কহিতে
পারিতেন। ইহঁাব শিক্ষক অর্ল অব বুট নামা একজন
স্কটলণ্ডীয় ভূম্যধিকারী ছিলেন। তাঁহার
প্রতি রাজার বিলম্বন ভক্তি ছিল। অতএব রাজা
তাঁহাকেই প্রধানমন্ত্রিরে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত
যত্ববান হইলেন। কিন্তু উইলিয়ম্‌ পিট্‌ প্রজা

সাধারণের যেরূপ মাননীয় ছিলেন তাহাতে হঠাৎ উইকে কক্ষচ্যুত করায় রাজারও সাহস হইল না। পরন্তু পিট এই সময়ে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, ফ্রান্স এবং স্পেইনের ভূপতিরা গোপনে পারস্পর সন্ধিবন্ধন করিয়াছেন এবং অতি শীঘ্রই উভয়ে মিলিয়া ইংলণ্ডের প্রতিকূলাচরণ করিবেন। অতএব অগ্রেই স্পেইনের প্রতি আক্রমণ করা আবশ্যিক। পিটের এই কথার পার্লিয়ামেন্টের সভ্যগণ সম্মত হইলেন না। সুতরাং তিনি স্বেচ্ছাতঃ আপন কর্ম পরিতাগ করিলেন এবং আর্ল অব বুট তৎক্ষণাৎ তৎপদাভিষিক্ত হইলেন।

কিন্তু পিটের ভবিষ্যদ্বক্তা অতিশীঘ্রই সকল হইল। স্পেইনরাজ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। কিন্তু বিজয় লক্ষ্যী ইংরেজদিগকে পরিতাগ করিলেন না। সর্বত্রই ইংলণ্ডীয়দিগের জয় হইতে লাগিল। পরিশেষে ১৭৬৩ খ্রী-অব্দে কান্টেল নামক স্থানে প্রতিপক্ষগণ পুনর্বার সন্ধিবন্ধন করিয়া সমরানল নিরূপিত করিলেন। এই সন্ধি দ্বারা ইংলণ্ডের অনেক লাভ হইল। কানেডা, লুইসিয়ানা, কেপ রটন, সেনিগাল, গ্রেনেডা জোসিমিকা, সেন্ট ভিন্সেন্ট এবং টোবাগো এই সকল স্থান ফরাসীদিগের অধিকৃত হিন এই-কণে ইংরেজদিগের অধীন হইল। আর মিনকা শীপ এবং পূর্ব ও পশ্চিম

কুরিডা স্পেইনের অধিকৃত ছিল সম্প্রতি ইংরেজ-
দিগের অধিকার সম্বৃত্ত হইল । এই সন্ধি দ্বারা এমত
অধিক লাভ হইল বটে কিন্তু তথাপি ইংরে-
জেরা ইহাতে তুষ্ট হইলেন না । তাহাদিগের
বোধ ছিল যে, যেদ্বারা অল্প লাভ করিয়াছেন
তাহাতে বৈদেশিক অধিকার আরও অধিক
বিস্তৃত হইবে । কলত: তাত্‌কালিক রাজ
মন্ত্রি বর্গ মনে২ ভাবিয়াছিলেন যে, এই যুদ্ধে
মহারাজা পঞ্চম মাইকেল সকলই পিটের গৌরব
সুচক হইবে । এই ভাবিয়া তাহারা তাহাতে সন্ধি
করণে সম্মত হইয়াছিলেন । পরন্তু, ইংরেজেরা
ঐ সময়ে স্পেইনের সহিত সংগ্রাম করণে বি-
লম্বন অনুরক্ত ছিল । কারণ যদিও ক্রাঙ্গের স-
হিত যুদ্ধে ইংলণ্ডের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হয় বটে,
এবং সেই রাজাই ইংলণ্ডের বাস্তবিক প্রতি রক্ষী,
তথাপি ক্রাঙ্গের সহিত যুদ্ধে প্রায়ই অল্প পরাজয়
হুইই হয় এবং বিশেষ যত্ন ব্যতিরেকেও ফরাসী
সৈন্য কখন বিজিত হয় না ; কিন্তু স্পেইন অপেক্ষা-
কৃত দুর্বল রাজ্য এবং তাহার অধিকৃত আমেরি-
কার অন্তর্গত দেশ হইতে অল্পব পোতা দ্বারা
অনেক সূর্য্য রজতাদি আইসে ; সুতরাং যুদ্ধকালে
তৎ সমুদায় অন্যায়মতে ইংলণ্ডীয় ঐক্যভর পো-
তা বাহিনীর হস্তগত হইয়া পড়ে । যে সংগ্রামে
গৌরব এবং অর্থ দুই আছে, সে যুদ্ধ যে লোক

সাধারণের বিশেষ বাঞ্ছনীয় হইবে তাহাতে আশ্চর্য কি?

বাহ। হউক, বুট্‌ এ সন্ধি বন্ধন করিয়া জনসাধারণের অতিশয় অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। পার্লিয়ামেন্টে তাঁহার বিরুদ্ধে বক্তৃতা হইতে লাগিল—সংবাদ পত্র সকলে তাঁহার নামে ঘানি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল—এবং উইল্‌কেস্‌ নামক পার্লিয়ামেন্ট সভার একজন সভ্য একখানি সাময়িক পত্রিকাতে বুটের সপক্ষে ভূপালের প্রতিও অনেক দোষারোপ করিলেন। রাজা তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া উইল্‌কেসকে ধৃত করিয়া কারাবদ্ধ করিলেন; কিন্তু ঐ ব্যক্তি হেব্রিস্‌ কর্পস্‌ নামক ব্যবস্থার বলে আপনাকে অতি শীঘ্রই বিচার স্থলে নীত করিল কিন্তু বিচারে পার্লিয়ামেন্টের সভ্য বলিয়া নিষ্কৃতি পাইল এবং গুনক্ষার আপনি রাজমন্ত্রীকে বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিয়া ধর্ম্যধিকরণে জয়লাভ করিল। রাজমন্ত্রীর অর্থদণ্ড হইল। পূর্বে পূর্বে রাজমন্ত্রীগণ এমত ওয়ারিণ বাহির করিতেন যে, তাহাতে প্রথমতঃ কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম থাকিত না, পরে প্রয়োজন মতে আপনারা বাহার ইচ্ছা তাহার নাম বসাইয়া দিয়া সেই সকল লোককে ধৃত করিয়া কারাবদ্ধ করিতেন। উইল্‌কেসের জয় হওয়া অবধি তাদৃশ ব্যবহার যে আইন্‌ বিরুদ্ধ ইহা নিশ্চিত হইয়া গেল।

যাহা হউক, বুটের মন্ত্রিত্ব অবসান হইলে
 গ্রেনবিল নামক কোন প্রধান ব্যক্তি তৎকর্ত্তে নিযুক্ত
 হইলেন। ইহঁদের সময়ে আমেরিকার ঔপনিবে-
 শিকদিগের প্রতি কর নিৰ্দ্ধারিত করিবার প্রথম
 কল্পনা হয়। ঔপনিবেশিকেরা ফ্রান্স কাগজে
 আদালত সম্প্রদায় সকল বিষয়ের লেখা পড়া ক-
 রিবে এই নিয়ম প্রচলিত হইল। কিন্তু ঔপনিবে-
 শিকেরা বলিল যে, ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেন্টে
 আমাদিগের প্রতিনিধি নাই; অতএব সেই পার্লি-
 য়ামেন্ট কর্ত্তক আমাদিগের প্রতি কর নিৰ্দ্ধারিত
 হইতে পারে না। ইংলণ্ডে টোরী সম্প্রদায়ীরা
 এই ফ্রান্স আইনের সপক্ষে, আর লাইব্‌রেল ইহার
 বিপক্ষে বক্তৃতা করিতে লাগিল; পরিশেষে গ্রেন-
 বিলের মন্ত্রিত্ব গেল এবং ‘মার্কুইস্ অব্ রকিংহাম’
 নামক একজন ভূম্যধিকারী উইলিয়ম্ পিটকে সহায়
 করিয়া রাজ মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইলেন। ইহঁরা
 ফ্রান্স আইন রহিত করিলেন বটে, কিন্তু ইংলণ্ডীয়
 পার্লিয়ামেন্ট কর্ত্তক যে ঔপনিবেশিকদিগের উপর
 কর নির্দিষ্ট হইতে পারে না; এমত স্বীকার ক-
 রিলেন না। উইলিয়ম্ পিট ইতি পূর্বে রাজার
 স্থানে কোলীনা পদবীপ্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে আর্জ-
 অব্ চাট্ হাম্ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ই-
 তিহাস বেত্তারা বলেন যে, পিট উক্ত পদবী
 গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞতার কন্ম করেন নাই। তিনি

যে রূপ ব্যক্তি ছিলেন, কোন কৃত্রিম পদবী দ্বারা তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি হইতে পারে না। প্রত্যুত ঐ পদবী গ্রহণ করাতে প্রজা সাধারণের অনুরাগই হ্রাস হইতে পারে। বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছিল। প্রথম বারের মন্ত্রিসভে পিট্‌ যেমন সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি চাট্‌হাম হইয়া আর তেমন গৌরবান্বিত হইতে পারিলেন না। বাহা ইউক ঔপনিবেশিক দিগের স্থানে ফাঁস্প দ্বারা করদান করিতে না পারিয়া রাজ মন্ত্রিগণ এই নিয়ম প্রচালিত করাইলেন যে, ইংলণ্ডীয় পোত দ্বারা যে সকল দ্রব্য আমেরিকায় নীত হইবে, তন্মধ্যে চা গ্লাস, এবং নানা প্রকারের রং, এই সকল দ্রব্যের প্রতি ঔপনিবেশিক গণকে অতিরিক্ত শুল্ক প্রদান করিতে হইবেক। এই সময়ে শারীরিক অস্বাস্থ্য বশতঃ চাট্‌হাম্‌ স্বয়ং রাজকার্য্যে হস্তার্পণ করিতে পারেন নাই। তিনি ইহার পর আপন স্বৈচ্ছ্যতঃ আপন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহারই মতানুযায়ী ডিউক অব্‌ গ্রাফ্টন্‌ নামক একজন ভূম্যধিকারী রাজ মন্ত্রিসভে নিযুক্ত হইলেন। ইহার সময়ে পূর্ব্বোল্লিখিত ইউলকেম্‌ নামা পার্‌লিয়ামেন্টের সভ্য, পার্‌লিয়ামেন্ট হইতে বহিষ্কৃত হন। কিন্তু প্রজাবর্গ তাঁহার সপক্ষ ছিল। অতএব পার্‌লিয়ামেন্ট তাঁহাকে বতবাস্য বহিষ্কৃত করিল, নিয়োগ-কর্ত্তৃগণ তাঁহাকে তত্ত্বারই মনোনীত

করিয়। প্রতিশ্রুতি করিতে লাগিল। কলতঃ যাহারা ঔপনিবেশিকদিগের প্রতি শুল্ক নিরূপণ করা অব্যবস্থা জ্ঞান করিতেন না তাঁহারা সকলেই উইল্কেসের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। এই সময়ে সাময়িক পত্রিকা সমস্তে রাজমন্ত্রিদিগের বিকল্পে অনেকানেক লিপি প্রচারিত হইতে লাগিল। সমুদায় দেশ সাধারণে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল এবং হট্টলোক সকল একত্রে মিলিত হইয়া স্থানে-বিবিধ প্রকার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে ডিউক্ অব্ গ্রাফ্ টন্ আপন কর্ম পরিত্যাগ করিলেন। তৎপদে লর্ডনর্থ নামা সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী অভিষিক্ত হইলেন। এতদিনে রাজার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। তিনি দেখিয়াছিলেন যে তাঁহার বংশে ইংলণ্ডের রাজ্যাধিকার আসিয়াবধি ছইগ্ সম্প্রদায়ীরা কর্তৃত্ব করিতে ছিল। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয় ছে যে, রাজা স্বয়ং আর্ন-অব্ বুটের শিক্ষিত ছিলেন। বুট যদিও যাকো-বাইট সম্প্রদায়ী না হউন্ কিন্তু সম্পূর্ণরূপে টোরি-মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব দুপতি যে টোরীমতাবলম্বীদিগের বিশিষ্ট সমাদর করিতেন ইহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে। বিশেষতঃ যতদিন প্রিটেগরের পক্ষীয় লোক সকল মধ্যে রাজবিরোধের কাম্পনা করিতে ছিল তাবৎকাল ছইগেরাই রাজার একমাত্র প্রবল

সহায় ছিল। তৃতীয় জর্জের অধিকার আরম্ভ হওয়া অবধি আর প্রিটেগরের ভয় ছিল না। সুতরাং তাঁহার সময়ে টৌরির। বাস্তবিক তৎপন্ন-তাবলধন করিয়া ছিল ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

যাহা হউক, লর্ডনর্থ রাজমন্ত্রী হইলেন এবং হুইগ্ মতাবলম্বীরা রকিংহাম চাট্‌হাম্, ফক্স প্রভৃতি প্রধান বাগ্মীগণ পার্লিয়ামেন্টে এবং ইংলণ্ডের অন্যান্য স্থানে আপন আপন মতের পোষক বক্তৃতা সমুদায় চতুর্দিকে স্তিয়ার করিতে লাগিলেন। এখানে আমেরিকার ঔপনিবেশিকেরা পূর্বোন্নিখিত বাণিজ্য দ্রব্যাদির উপর যে প্রকার শুলক নিরূপিত হইয়াছিল, তদ্বাদনে অনম্মত হইল। রাজমন্ত্রীগণ অন্যান্য সমুদায় শুলক রহিত করিয়া কেবল চায়ের উপর যৎকিঞ্চিৎ শুলক মাত্র আদায় করিতে সন্মত হইলেন। কিন্তু ঔপনিবেশিকেরা বলিল যে, শুলকের আধিক্য বিবেচনা করিয়া আমরা যে তদ্বাদনে প্রতিবন্ধক হইতেছি, এমত নহে। ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেন্টে আমাদের প্রতি-নিধি নাই অতএব তাদৃশ পার্লিয়ামেন্টের নিরূপিত শুলক প্রদানে আমরা কদাপি সন্মত হইব না। ফলতঃ ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ফিলেডেল্‌ফিয়া নগরে আমেরিকাদিগের যে সাধারণ সভা হইয়াছিল তাহাতে সকলেই এই অতিপ্রায় ব্যক্ত করিল, যে

তদদেশীয় ব্যবস্থাপক সমাজ সমস্তের অসম্মতিতে কোন প্রকার কর নির্দিষ্ট হইতে পারিবে না। আর ঐ সভাতে ইহাও অবধারিত হইল যে, সম্প্রতি ইংলণ্ডের সহিত আমেরা নিঃসম্পর্ক হইয়া থাকিব, কোন প্রকার বাণিজ্য ব্যবসায় করিব না। আমেরিকদিগের এইরূপে দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা দেখিয়া ইংলণ্ডের গবর্ণমেন্ট মহা কুপিত হইলেন এবং তত্রত্য বণিকেরা আপনাদিগের লাভের ত্রুটি হওয়াতে একবারে ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল। তখন সংগ্রাম বই আর এই বিবাদ নিষ্পত্তির উপায়ান্তর রহিল না।

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিনদিগের সহিত ইংরেজদিগের সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ইংরেজদিগের বোধছিল যে, সমরানভিজ্ঞ মার্কিনেরা অতিশীঘ্রই পরাজিত হইয়া অধীনতা স্বীকার করিবে কিন্তু আমেরিকার যে ভাগে প্রথমতঃ এই যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তথাকার লোক সকল অধিকাংশই ইংলণ্ডীয় পিউরিটান্ বংশ সম্ভূত ছিল। তাহাদিগেরই পূর্ব-পুরুষেরা প্রথমে চার্লসের সময়ে রাজবিদ্ভোহ উত্থাপন করে এবং তৎকালিক যুদ্ধে বিজয় লাভ করিয়া বাজার শিরশ্ছেদন করে। এক্ষণে উহাদিগের সম্মানগণ সেই অসমসাহসিক পূর্ব-পুরুষদিগের গৌরব সম্পূর্ণরূপেই রক্ষা করিল।

ইংলণ্ডীয় সুশিক্ষিত সৈন্যগণ তাহাদিগের সমক্ষে পরাভব প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং তাহারা জর্জওয়াসিংটন্ নাম। যে মহানুভাবের হস্তে আপ-
নাদিগের সেনাপতিত্বের ভারার্ণন করিল, তিনি
এমত কোশল পুঙ্খক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে,
ইংলণ্ডীয় সৈন্যগণের শিক্ষার ঔৎকর্ষ কিছুনাত্র
কলোপধায়ক হইল না । এপর্যন্ত মার্কিনেরা
আপনাদিগের স্বাধীনতা প্রকাশ করে নাই । কিন্তু
১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা একেবারেই ইংলণ্ডের
অধীনতা শৃঙ্খল ছেদন করিয়া আপনাদিগের
দেশকে ইউনাইটেড্‌স্টেট্‌স নামে প্রচারিত করিল ।
ফ্রান্স এবং স্পেইন্ এই উত্তর দেশই ইংলণ্ডের
প্রাধান্য দর্শনে নিতান্ত মৎসরতাপন্ন ছিল ।
তাহারা এই সুযোগে উক্ত ইউনাইটেড্‌স্টেট্‌স রাজ্যের
স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া ইংলণ্ডের সহিত সংগ্রামে
প্ররুত হইল, আর এই সময়েই কসিয়া, শ্বইডেন্
ডেনমার্ক এবং হলণ্ড এই চারি দেশের রাজারা এক
মতাবলম্বী হইয়া 'ইংরেজদিগের সামুদ্রিক প্রাব-
ল্যের ঋক্সতা সংসাধনার্থ যত্নবান হইল । কলতঃ
এই সময়ে ইংরেজদিগের বিপক্ষ সমূহ এমত প্র-
বল হইয়া উঠিল যে, কেবল মাত্র ইংলণ্ড রক্ষার্থই
তিনলক্ষ সৈন্য এবং তিনশত রণপোত সর্বদা
সমাজ রাখিতে হইত । অধিকন্তু ইংলণ্ড এবং
স্কটলণ্ডের হটলোকেরা রোমান্ কাথলিক মতাব-

লরীদিগের উৎপীড়ন করিবার নিমিত্ত এই সময়ে
 দলৈ বদ্ধ হইয়া তাহাদিগের গৃহ, অট্টালিকা, গির্জা
 প্রভৃতিতে অধিষ্ঠান করিতে লাগিল, কারা যুদ্ধের
 ভার তথ্য করিয়া ছুটতে তা সকলকে মুক্ত করিয়া
 দিল এবং শান্তাঙ্গী প্রজানিচয়ের সর্বস্ব বিলু-
 প্তি করিয়া মহাউপদ্রব উপস্থিত করিল । ষত দিন
 মৈনিকগণের গুলি প্রয়োগ না হইয়াছিল, তাৎ-
 কাল এই সমস্ত উপদ্রব নিবারিত হয় নাই । এ-
 খানে ওয়াসিংটনের যুদ্ধ কোশলে ইংলণ্ডীয়
 সেনাপতি কর্নওয়ালিস্ সৈন্যে বন্দীকৃত
 হইয়াছিলেন ।

এত দিনের পর ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্টের নিশ্চয়
 বোধ হইল যে' মার্কিনদিগকে অধীন করিয়া রাখা
 তাহাদিগের অসম্ভব । অতএব ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে উহা-
 দিগের স্বাধীনতা স্বীকার করণে পার্লামেন্টের
 অতিষত হইল । তৎক্ষণাৎ রাজমন্ত্রী লর্ডনর্থ
 নিজপদ পরিত্যাগ করিলেন এবং ছাইগ্ পক্ষীয়
 মার্কুইস্ অফ্ রকিংহাম ও কক্স সাহেব প্রভৃতি
 সকলে রাজ কার্যে নিযুক্ত হইলেন । উহাদিগের
 সময়ে ইউনাইটেড্ রাজ্যের স্বাধীনতা স্বীকৃত এবং
 তাহারই কিয়ৎকাল পরে প্রতিপক্ষ সকল রাজ্যের
 মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হইল । এইসন্ধির নিয়মা-
 নুসারে ইংরেজদিগের অনেক প্রদেশাধিকার যায় ।

রাজমন্ত্রী রকিংহামের হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে

আর্ন অব্ সেলবর্গ নামা একজন ভূম্যধিকারী তৎ-
পদে অতিথিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সহিত
কক্স প্রভৃতি অসংখ্য মন্ত্রিগণের মতের একতা
হইল না। সুতরাং তাঁহারা স্বয়ং কক্স পরিত্যাগ
করিলেন। তখন সেলবর্গ আপন মতাবলম্বী
সকলকে নিযুক্ত করিয়া রাজকর্ম নির্বাহ করিতে
লাগিলেন। তদ্ব্যতীত আর্ন অব্ চাটহামের পুত্র,
যিনি ইহার পূর্বে পিট্ নামে জগদ্বিখ্যাত হইয়া-
ছিলেন, তিনিও একটি রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।
পরন্তু উইন্ডিগের কর্তৃত্ব বহুকাল স্থায়ী হইল না।
যে নর্ডনর্থ এবং কক্স ইতি পূর্বে পরস্পরের
প্রতি সম্পূর্ণ ঘৃণাভাব প্রকাশ করিয়া আসিয়া-
ছিলেন, তাঁহারা এই একত্রে কক্স পাইবার মোতে
একমতাবলম্বন পূর্বক পার্লিয়ামেন্টে সভায় রাজ-
মন্ত্রীদিগের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন।
এই দুই ব্যক্তির মতাবলম্বিগণ একত্র সম্মিলিত হও-
নতে মন্ত্রিগণ আপনাদিগের কোন অতিমতই
চালাইতে পারিলেন না। সুতরাং উইন্ডিগকে
কক্স পরিত্যাগ করিতে হইল এবং নর্থ ও কক্স
উভয়ে মিলিত হইয়া পুনর্বার রাজ মন্ত্রিবে অধি-
ষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু পার্লিয়ামেন্টে সভায় যদিও
উইন্ডিগের জয় হইল বটে, কিন্তু রাজ্যের সকল
লোকে, উইন্ডিগের বিপক্ষ হইয়া উঠিল। তাহারা
নিশ্চয় বিবেচনা করিল যে, উক্ত মন্ত্রি দ্বয় কেবল

কম' পাইবার লোভেই স্বয়ং মতের পরিবর্ত করিয়া উভয়ে এক মতাবলম্বী হইরাছেন। অতএব এমনত লোক ব্যক্তি বা কদাপি প্রজা কুলের বিশ্বাস ভুমি হইতে পারেন না। বিশেষতঃ ভারতবর্ষ শাসনের নিমিত্ত ফক্স সাহেব যে ব্যবস্থা প্রচলিত করিবার উদ্যোগ করেন, জনসাধারণ সেই ব্যবস্থাকে আপনাদিগের নিতান্ত অসম্মতাবস্থায় জান করিয়াছিল। সেই ব্যবস্থার স্থূল মর্ম এই যে, হোন্স অন্ কমন্স সভা হইতে সাতজন ডিরেক্টর মনোনীত হইবেন এবং সেই সাতজনের হস্তেই সমুদায় ভারতবর্ষ শাসনের ভার অর্পিত হইবে। লোকে বোধ করিল যে, এইরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত হইলে রাজ মন্ত্রিগণ আপনাদিগের ইচ্ছানুরূপ লোক সকলকে ডিরেক্টরো পদে নিযুক্ত করিয়া সুবিধীর্ণ ভারত-ভূমির ঐক্যবিপত্য আপনাদিগের হস্তগত করিবেন এবং তাহা করিতে পারিলেই উইারা এমন প্রভাব হইরা উঠিবেন যে রাজা এবং পার্লামেন্ট সভা, কেহই আর তাঁহাদিগকে দমন করিয়া রাখিতে সমর্থ হইবেক না। প্রজাগণ যে এইরূপ বিবেচনা করিয়া মন্ত্রিবর্গের প্রতি একান্ত বিরুদ্ধ হইরাছিল, রাজা তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। অতএব পার্লামেন্টে মন্ত্রিবর্গের আরম্ভ থাকিলেও তিনি লাহন পূর্বক উইাদিগকে কম'চ্যুত করিয়া গুরুদায়িত্ব বিতরণ বর পিই সাহেবকে প্রধান-

মন্ত্রির কন্মে নিযুক্ত করিলেন। ফক্স সাহেবের প্রভাবিত ভারতবর্ষ শাসনের প্রণালী, বাহা ইতি পূর্বে হোর্স অন্ কমন্সের অনুমত হইয়াছিল, সেই ব্যবস্থাও রাজার বিশিষ্ট যত্নে হোর্স অন্ লর্ডস নামক সভায় পরিত্যক্ত হইল।

একগুণে ইংলণ্ডের শাসন কার্যে যে প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার উপস্থিত হইল, তাহা তৃতীয় উইলিয়মের আগমনাবধি এপর্যন্ত একবারও ঘটে নাই। যে সকল রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি পার্লিয়ামেন্ট সভার অধিকাংশ সভ্যগণকে স্বয়ং মতের পোষক করিতে পারিতেন, তাঁহারা ই তৎকালে রাজমন্ত্রিস্থে নিযুক্ত হইতেন। যখন পার্লিয়ামেন্টে উইলিয়মের পক্ষ হীনবল হইত তখন তাঁহারা স্বয়ং কন্ম পরিত্যাগ করিয়া যঁাহারা প্রবলতর হইয়াছেন তাঁহাদিগের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিতেন। অদ্যাপি এই রূপ হইতেছে এবং তাহা হওয়া-তেই আর রাজা ও প্রজা ঘটিত কোন বিবাদের সূত্র উত্থাপন হইতে পারে না। কিন্তু যে সময়ের বিবরণ বলা যাইতেছে, তৎকালে নর্থ এবং ফক্সের পক্ষ প্রবল এবং পিটের পক্ষ দুর্বল ছিল। পিট যে ব্যবস্থার প্রস্তাব করিতেন তাহা বিপক্ষ বর্গের প্রতিবন্ধিতা প্রযুক্ত কিছুই প্রচলিত হইত না। এমন কি, তিনি বার্ষিক ব্যয়োপযোগী যে টাকা চাহিলেন, তাহাও পাইলেন না। প্র-

তু্যত পার্লিয়ামেন্ট সভা হইতে "পুনঃ" এমত
 অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতে লাগিল যে, উইঁকে রাজ
 কার্যে নিয়োগ করা অবিধি হইয়াছে। কিন্তু ত-
 থাপি রাজা উইঁকেই মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত রাখিলেন
 এবং কিয়ৎকাল পরে সেই পার্লিয়ামেন্ট সভা
 ভঙ্গ করিয়া নূতন পার্লিয়ামেন্টের আহ্বান করি-
 রিলেন। প্রজাগণ ইতি পূর্কাবধি ফক্স এবং
 নর্থ প্রভৃতি সম্মিলিত মন্ত্রি বর্গের প্রতি অনুরাগ
 শূন্য হইয়াছিল; অতএব এই নব পার্লিয়ামেন্টে
 তাঁহাদিগের মতাবলম্বী অতি অল্প লোকেই প্র-
 বেশ করিতে পাইল। পিটের মতাবলম্বী ব্যক্তি-
 রাই অধিকাংশ মনোনীত হইয়া পার্লিয়ামেন্টে
 গমন করিলেন। পিটের বয়ঃক্রম এই সময়ে ত্রয়ো-
 বিংশ বর্ষের অধিক ছিলনা কিন্তু তিনি সেই অল্প
 বয়সেই অসামান্য বৈচক্ষণ্য এবং গুণগ্রাম প্রদ-
 র্শিত করিয়া জনসাধারণকে বশীভূত করিলেন।
 পার্লিয়ামেন্ট সভার সভ্যগণ পিট্‌ যাহা বলিতেন
 তাহাই শুনিতেন। ফলতঃ স্ট্রাফোর্ড সহস্র দুই
 মন্ত্রণা দ্বারা প্রথম চার্লসকে যে ঐকাধিপত্যশক্তি
 প্রদান করিতে পারেন নাই, পিট্‌ নিজ সাধু-
 শীলতা এবং কার্য্য তৎপরতা গুণে তৃতীয় জর্জ-
 কে সেইক্ষমতা অর্পণ করিলেন। কিন্তু এইরূপ
 ক্ষমতা তাঁহাকে বিশেষ কৌশল দ্বারা লাভ ক-
 রিতে হইয়াছিল। তখন হইগু মতাবলম্বীরা পার্লি-

স্যামেন্ট সভার সংশোধনার্থে বিশিষ্ট যত্নবান ছিলেন। সেই সংশোধনের প্রয়োজন এবং তাৎপর্য্য এই যে, যখন হৌস্‌অব্‌ কমন্স সভা প্রথম সংস্থাপিত হয় তখন যে সকল নগর বহুজনা-কীর্ত্তি এবং অন্যান্য কারণে অপেক্ষাকৃত প্রধান হইয়াছিল, সেই সকল স্থান হইতেই ঐ সভার সদস্যগণ মনোনীত হইয়া আসিতেন। কালক্রমে ঐ সকল স্থানের অবস্থার বিবিধ পরিবর্ত্ত ঘটয়া উঠিয়াছিল। যে সকল নগর পূর্বে অতি বৃহৎ ছিল, এক্ষণে তাহারা অতি ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছিল। আর যাহারা পূর্বে অতি ক্ষুদ্র ছিল সেই সকল স্থান অধুনা বাণিজ্য প্রভাবে অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। এই সকল ঋদ্ধিমান নগর হইতে প্রতিনিধি প্রেরিত হইত না। আর পূর্ব্বকালের অতিসামান্য নগর সমুদায় হইতেও প্রতিনিধি প্রেরিত হইত। এই দোষ সংশোধন না করিলে পার্লামেন্ট সভার প্রকৃতিই অযথা হইয়া পড়ে। এই বিবেচনা করিয়া ছইগেরা তদুপযোগী কোন ব্যবস্থা প্রচালিত করিবার নিমিত্ত অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছিলেন। পিট পূর্বেই এই বিষয়ে স্বাভিমত প্রকাশ করিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন। মন্ত্রিস্থে নিযুক্ত হইয়াও কথায় সেই সকল অভিগত প্রকাশ করিলেন বটে কিন্তু কোন প্রকারে কর্ত্তব্য হইতে পারিলেন না।

অর্থাৎ তিনি পার্লামেন্টে তাদৃশ ব্যবস্থার প্রস্তাব করিলে ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল। তাহার মত এবং লুইগ্‌দিগের মত এক হইলেও যে ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল, ইহাতে পিটের চাতুর্য্য বই আর কি কারণ লক্ষিত হইতে পারে? পিট আর একটী অদ্ভুত কল্পনা দ্বারা রাজকীয় ঋণ পরিশোধ করিবার উপায়াবধারণ করেন। তিনি হিসাব করিয়া দেখাইলেন যে, তৎকালে রাজ্যের আয় ১৫ নিযুত এবং ব্যয় ১৪ নিযুত পৌণ্ড স্থির আছে। অতএব উদ্ধৃত এক নিযুত পৌণ্ড চক্রবন্ধিতে খাটাইলে ২৮ বৎসরে উহা দ্বিগুণিত হইবে সুতরাং ক্রমেই ঐ টাকাই বৃদ্ধি হইয়া এমনত অধিক হইয়া উঠিবে যে তদ্বারা রাজ্যের সমুদায় ঋণ পরিশোধিত হইতে পারিবে। এই কথায় পার্লামেন্টের দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মিল। কিন্তু পরে বিলক্ষণ বোধ হইয়াছিল যে, উহা কোন কাজের কথাই নয়। এই বৎসরে পিট আপন শত্রুপক্ষীয় লুইগ্‌দিগের মুখে একটী উপহার প্রদান করিবার ভান করিয়া তাহাদিগকে শান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার বিনয় এই, কক্স ভারতবর্ষ শাসনের নিমিত্ত যে ব্যবস্থা প্রস্তাবিত করিয়াছিলেন তাহার পরিবর্তে পিট স্বয়ং একটী ব্যবস্থা প্রচলিত করেন। সেই ব্যবস্থানুসারে একজন গবর্নরজেনেরেল ভারতবর্ষের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত

হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ওয়ার্নহেইমস, ঐ ব্যক্তি এতদ্দেশীয় রাজা প্রজা প্রভৃতির প্রতি অনেক অত্যাচার করিয়া ইংরেজদিগের সাম্রাজ্য সম্বন্ধিত ও দৃঢ়ীভূত করিয়া গিয়াছিলেন। উহার ঐ সকল অত্যাচারের সমুচিত দণ্ড বিধানের নিমিত্ত হুইগেরা সাতিশয় ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পিট তাহাতে সন্মত হইলেন এবং কক্স বর্ক সেরিডান প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মীগণ হোস্‌অব্‌ কমন্স কর্তৃক প্রতিনিহিত হইয়া হোস্‌ অব্‌ লর্ডস্‌ সভার সমক্ষে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। ঐ সময়ে যে সকল সম্বন্ধুতা হইল তাহার উপমাগুল কেবল প্রাচীন গ্রীক এবং রোমক জাতির অন্যুৎক্রম্য বাগ্মীগণের মধোই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি ওয়ারেন্‌ হেইমসের বিষয়ে তৎক্ষণাৎ বিচার হইত, তবে তিনি নৃদেহধারী রাক্সস বলিয়া অবশ্যই কোন কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত হইতেন। কিন্তু অভিযোগের ও তৎপোষক ব-
ন্ধুতা সমস্তের বহুকাল পরে তাঁহার বিষয়ে চিচার নিষ্পত্তি হওয়াতে তিনি নির্দোষী বলিয়া মুক্ত হইলেন।

পিট এই রূপে নানা কৌশল করিয়া শত্রু বর্গকে শান্ত এবং সমুদায় রাজ্য নিকপদ্রবে পালন করিতেছেন, এমনত সময়ে ভূপাল হঠাৎ উন্মাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে বিষম বিপদে ফেলিলেন।

কারণ, রাজ পুত্র পিতার একান্ত অনভিমতে ফক্স প্রভৃতি ছইগ মতাবলম্বীদিগের পৃষ্ঠ পুরক হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনিই পিতার প্রতিভূ হইয়া রাজকার্য্য নির্বাহ করিবেন। সুতরাং তাহা হইলে পিটের কর্তৃত্ব কিছুই থাকিবে না, প্রত্যুত তাঁহার প্রতিপক্ষদল যুবরাজের অনুগ্রহে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিবে। এই ভাবিয়া পিট এমত অভিপ্রায়ে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন যাহাতে পার্লামেন্ট যুবরাজের হস্তে সমুদায় রাজশক্তি সমর্পিত নাকরে। কিন্তু ফক্স তদ্বিপরীত পক্ষ হইয়া বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। কি আশ্চর্য্য! ফক্স স্বয়ং ছইগ্ অতএব তাঁহার কর্তব্য যে পার্লামেন্টের শক্তির পোষকতা করেন। আর পিট টৌরী অতএব যাহাতে রাজশক্তির হ্রাস হয় এমত অভিপ্রায় ব্যক্তকরা কোনক্রমেই উচিত নয় কিন্তু ধর্ম্মবিদ্ ব্যক্তিরও স্বার্থ যাঁটত বিষয়ের বিচার কালীন মুক্ত হইয়া থাকেন। পিট এবং ফক্সেরও তাহাই হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগের বক্তৃতা সমস্তের কোন বিশেষ ফল দর্শিল না। রাজা নীরোগ হইলেন। সুতরাং প্রতিভূ নিয়োগের অপ্রয়োজন হওয়াতে পিটের কর্তৃত্ব অপ্রতিহত রহিল। সেই কর্তৃত্ব এই সময়ে ইংলণ্ড রক্ষায় একমাত্র হেতু হইয়াছিল। নচেৎ তৎকালে যে একটা অভূত পূর্ব

বাপার ঘটে তাহাতে সমুদায় ইউরোপখণ্ড উপ-
প্লাবিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ইংলণ্ড সেই
আবর্ত্ত মুখে পতিত হইয়া অবশ্য বিনষ্ট হইত
তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংলণ্ডের রাজ্যরূপ
ভরণীর বিচক্ষণ কর্ণধার পিট্ এবং ইংরেজ জাতির
নৈসর্গিক সাহসিকতা সহিষ্ণুতা এবং দৃঢ় প্রতি-
জ্ঞতা এবং আপামর প্রজাসাধারণের মুক্তহস্তে অর্থপ্র-
দান এই সকল গুণে ইংলণ্ড কেবল উল্লিখিত বি-
পদ সমূহ হইতে স্বয়ং উত্তীর্ণ হইয়া আসিল
এমত নহে, প্রভূত সমুদায় ইউরোপ খণ্ডকেই
পরাদীনতার ক্রেশ হইতে মুক্ত করিল।

যে ব্যাপারের উল্লেখ করা যাইতেছে ইহা
ইতিহাসে ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিপ্লব নামে অতীব
প্রসিদ্ধ। ইহার আমূল বর্ণন করা এস্থলের উ-
দ্দেশ্য নহে। কিন্তু ইহা দ্বারা রাজনীতিজ্ঞ মা-
ত্রের পরম শিক্ষা লাভ হইয়াছে অতএব তাহার
সংক্ষেপ উল্লেখ করা আবশ্যিক। রোম রাজ্য
বিনাশ করিয়া যে সকল অসভ্য লোক ইউরোপে
নিবাস করে তাহাদিগের মধ্যে কেহই ফ্রান্সজা-
তির অপেক্ষা অধিক তেজস্বী অথবা স্বাধীনতা-
পরায়ণ ছিল না। সেই ফ্রান্সীয়েরাই পল্দেশ
অধিকার করিয়া তথায় বাস করে। প্রথমে উহা-
দিগের মধ্যেও দৈনিক ভূম্যধিকার প্রণালী প্রব-
র্ত্তিত হয়। ইংলণ্ড জেতা সাক্সনদিগের মধ্যে

যেৰূপ “উইটিনাগিমেণ্ট” নামক সাধারণী সভা ছিল ফ্রান্সদিগের মধ্যেও সেইরূপ স্টেট্‌স্ জেনেরল নামক একটা সভা থাকে। কিন্তু ইংলণ্ডের সাধারণী সভা যেমন নানা কারণে ক্রমশঃ প্রবলতা প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সমুদায় রাজশক্তি আপন হস্তগত করিয়াছিল, ফ্রান্সে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপারই ঘটিয়াছিল তথায় স্টেট্‌স্ জেনেরল সভা এমত হীনবল হইয়া গিয়াছিল যে পরিশেষে রাজারা আর ঐ সভার নাম ও করিতেন না। আপনাদিগের ইচ্ছানুসারে রাজ্য শাসন করিতেন। বিশেষতঃ ফ্রান্সের ১৪শ লুই এমত প্রবল হইয়াছিলেন যে এমিয়াথণ্ডের কোন যথেষ্টাচারী নৃপালও কোন সময়ে তাহা অপেক্ষা অধিকতর ঐক ধিপত্য শক্তি ধারণ করিতে পারেন নাই। অপিচ যে সময়ে সমুদায় ইউরোপ খণ্ড লুধর-প্রবর্তিত ধর্ম প্রণালী লইয়া আন্দোলিত হইতেছিল, ফ্রান্সেও অনেক ব্যক্তি ঐ সংশোধিত ধর্ম প্রণালী পল্লিগ্রহ করে। কিন্তু রাজা ঐ ধর্মের একান্ত দ্বেষী ছিলেন। ফ্রান্সের প্রটেষ্ট্যান্টগণ রাজা কর্তৃক পরিপীড়িত হইয়া রোমান্ কাথলিক ধর্মের প্রতি লৌকিক অজ্ঞা প্রকাশ করিয়া রাজদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পায়। ফ্রান্সে রোমান্ কাথলিক বাজকবর্গ এইরূপে রাজা কর্তৃক রক্ষিত এবং অনুগ্রহীত হইয়া তাহার একান্ত অ-

ধীন হইয়াছিল, রাজা বাহা বলিতেন যাজকেরা তাহাই পরম ধর্ম বলিয়া জন সাধারণকে শিক্ষা করাইতেন এবং রাজাও যাজকবর্গকে ভূমিসম্পত্তিও অন্যান্য বৃত্তিদান দ্বারা তুষ্ট করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেন না । যাজকগণ সম্পত্তিশালী হইয়া উঠিলেই জাতীয় ধর্মের বিবিধ দোষ জন্মায়, সেই সকল দোষ জন্মিলেই জন সাধারণের ঐ ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় অশ্রদ্ধা হয়, ফ্রান্সে তাহাই হইয়া উঠিয়াছিল । তথাকার প্রজাবর্গ রাজা ও ভূম্য-ধিকারী এবং যাজকগণ কর্তৃক একান্ত পরিপীড়িত হইয়া স্বদেশের প্রতি অনুরাগ-শূন্য ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা-যুক্ত এবং একান্ত দীনাবস্থ হইয়া কাল যাপন করিত । এমত সময়ে মার্কিনেরা ইংলণ্ডের প্রতিকূলে বিদ্রোহ উত্থাপন করিলে ফ্রান্সরাজ সেই মার্কিন বিদ্রোহীদিগের সাহায্যার্থে স্বদেশীয় সৈন্য চয় আমেরিকায় প্রেরণ করেন । উহারা তথায় গিয়া স্বাধীনতার সুখ ভোগ করে এবং “মনুষ্য-মাত্রেরই পরম্পর তুল্য, স্বভাবতঃ কেহ কাহা অপেক্ষা বড় নয়, রাজশাসন কেবল এজা কুলের হিতার্থে হওয়া উচিত তাহা না হইলে প্রজাগণ স্বদেশের শাসন প্রণালী পরিবর্তিত করিতে পারে” স্বাধীনতা-পরায়ণ ব্যক্তিবর্গের এইরূপ প্রাকৃতিক মত সমুদায় শিক্ষা করিয়া আইসে । যখন উহার প্রথমে স্বদেশমধ্যে এই সকল মত

প্রচারিত করিতে আরম্ভ করিল তখন অনেকেই আদর পূর্বক সেই সকল মত গ্রহণ করিল, গ্রন্থ কর্তৃগণ বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা সেই সকল মতের পোষকতা করিতে লাগিলেন। সভামাত্রেই ঐ সকল কথাই আন্দোলন হইতে লাগিল। কিন্তু তখন কেহই একবার মনেও ভাবেন নাই যে এই সকল মত কদাপি কার্য্যকারী হইতে পারে। উহা কথার কথা; মাত্র ইহাই সকলের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু ফ্রান্সদেশ সামান্য দেশ নয়; উহাতে চিরকাল অতীব বুদ্ধিমান বিদ্যাবান কার্য্যক্ষম উদার-চরিত ব্যক্তি সকল সম্ভূত হইয়া থাকেন। তাহারা এই রাজ্য শাসনের দোষ-সংশোধনের নিমিত্ত সচেষ্ট হইলেন। এই সময়েই রাজ কোষ শূন্য হইয়াছিল, অতএব ফ্রান্সের সাধারণী সভা বাহা বহুকাল আবাহিত হয় নাই, রাজা প্রজা ব্যূহের ইচ্ছানুসারে সেই সভার আবাহন করিলেন। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যাপার ঘটে।

সেই অবধি ফ্রান্সের রাজ্য শাসন প্রণালী সংশোধিত হইতে আরম্ভ হইল। কিন্তু এই সংশোধন ক্রিয়া নির্দিষ্টে নির্বাহ হইল না। প্রজাগণ পুরুষানুক্রমে রাজা, ভূন্যাদিকারী এবং রাজকবর্গের স্থানে যেমন ছুঃখভোগ করিয়া আসিয়াছিল, যেন একেবারে সেই সকল ছুঃখের শোধ দিবার নিমিত্তই প্রতিজ্ঞারূঢ় হইল। তাহারা এতদিন আপ-

নাদিগের পরাক্রম বুঝিতে পারে নাই। এক্ষণে তাহারা নিশ্চয় বুঝিল যে, প্রজাই রাজ্যের বল। তাহারা এক্ষণে এই সিদ্ধান্ত স্থির করিল যে, প্রাচীন ব্যক্তি মাত্রই মন্দ, পূর্বের রাজা ছিল এক্ষণে আব রাজা না থাকিলেই ভাল ; পূর্বের ভূম্যধিকারী ছিল এক্ষণে আর তাহা থাকা উচিত নয় ; পূর্বের ধর্ম প্রণালী ছিল, এক্ষণে আর কোন প্রকার ধর্ম থাকাই নষ্টলাভহ নহে। ফলতঃ মনুষ্য মাত্রেই সমান, মনুষ্যের মধ্যে যে কেহ ছোট, কেহ বড় হয়, ইহাই সকল দোষের ও দুঃখের আকর। ফলতঃ ক্রান্তির প্রজাবর্গ একান্ত উদ্দাদ এন্তের ন্যায় হইয়া সকল কে সমান করিবে এই চেষ্টায় প্ররত্ত হইল। প্রধানতঃ লোক সকল প্রাণভয়ে স্বদেশ পরিত্যাগ করিল, রাজকবর্গও প্রস্থান করিল এবং পরিশেষে রাজা এবং রাজ্য উভয়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। ক্রান্তি সাধারণ তন্ত্র শাসন প্রণালী সংস্থাপিত হইল এবং তথাকার রাজারা যে পুরুষানুক্রমে প্রজা পীড়ন করিয়া আসিতেছিলেন প্রজাগণ এতদিনের পর তাহার প্রতীকার করিল। কিন্তু ইউরোপীয় রাজগণ যোড়শ লুইর প্রাণ বিরোধের বার্তা শ্রবণ করিবারাত্র একেবারে রাগান্বিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন যে যদি ফরাসীরা এইরূপে আপনাদিগের রাজাকে বিনাশ করিয়া বিনাদণ্ডে নি-

কৃতি পায় তবে তাঁহাদিগের প্রজারাও তদনুরূপ করণে প্ররক্ত হইতে পারে। এই ভাবিয়া নৃপ গণ করাসীর্ণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। করাসীর্ণাও আপনাদিগের দেশে সাধারণ তন্ত্র শাসন প্রণালী প্রবর্তিত করিয়া চতুর্দিকস্থ অপ-রাপর দেশেও সেইরূপ শাসন প্রণালী সংস্থা-পিত করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। উহারা আপনাদিগকে সাধারণ প্রজার সমক্ষে এবং রাজা ও ভূম্যধিকারী মাদ্রেব বিপক্ষ এইরূপ প্রচার ক-রিয়া অসম সাহস প্রদর্শন পূর্বক সমুদায় ইউ-রোপীয় নৃপাল বর্গের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিপ্লব হইবার উপক্রমে ইংলণ্ডীয় লুইগ্ মতাবলম্বীরা অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ ক-রিয়। ছিল। কিন্তু যখন সেই রাষ্ট্রবিপ্লব ব্যাপার এতাদৃশ ভয়াবহ হইয়া উঠিল এবং বিপ্লাবক বর্গের নৃশংসতা দোষে সমুদায় ফ্রান্স দেশ শোণিত সাগরে সম্তরন করিতে লাগিল, তখন অধিকাংশ ব্যক্তি লুইগ্দিগের পক্ষতা পরিত্যাগ করিলেন। কেবল স্থির প্রতিজ্ঞ ফক্ন্ সাহেব করাসীদিগের প্রতি অস্ত্রধারণ করা যুক্তি যুক্ত মনে এই অতি-প্রায়ে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। ইংলণ্ডীয় জনগণ একেবারে ক্রোধাক্ষ হইয়া নর শোণিত

পিপাসু ভীষণ করাসীদিগকে নিৰ্মূলিত করিবার অভিপ্রায়ে সমর সাগরে অবতীর্ণ হইল। কিন্তু প্রসীয়, ওলন্দাজ, ইংরাজ, জার্মান প্রভৃতি মহা-পরাক্রান্ত রাজ্যের সৈন্যচয় মিলিত হইয়াও যুদ্ধোন্মত্ত করাসীদিগের দমন করিতে সমর্থ হইল না, তাহাদিগকে দমন করিবে কি আপনারাই পুনঃ যুদ্ধে পরাভূত হইতে লাগিল এবং হলণ্ড সমুদায় এবং জার্মানির কিয়দংশ আর ইটালিদেশ ইত্যাদি নানা স্থান একেবারে করাসীদিগের অধিকার সম্ভুক্ত হইয়া গেল। করাসীরা ঐ সকল বিজিতদেশে সাধারণ তত্ত্ব শাসন প্রণালী সংস্থাপিত করিল। এই সকল যুদ্ধের কালে নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টী নামা একজন সেনানী কর্তৃক ইটালী এবং মিসর অধিকৃত হয় তিনি ইটালীর যুদ্ধে স্বয়ং অত্যন্ত সৈন্য লইয়া অস্ত্রিয়দিগের বহুতর সেনা সমূহকে পুনঃ পরাজয় করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ বোনাপার্টী ঐ সময়ে যেরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার পূর্বে কোন ব্যক্তি তাদৃশগুণ সমস্ত প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তিনি যে যুদ্ধে উপস্থিত থাকিতেন তাহাতেই সম্পূর্ণ বিজয় লাভ করিতেন অতএব করাসী সৈন্যগণ তাহার প্রতি একান্ত ভক্তিমান হইয়া উঠে। বোনাপার্টী দেখিলেন যে ফ্রান্সে বহুপ শোণিত প্রবাহ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইবাছে

প্রজাগণ তদর্শনে অনেকেই সাধারণ তত্ত্ব শাসন প্রণালী প্রতি আকর্ষিত হইয়াছে। অতএব ফ্রান্সে ঐ আধিপত্য সংস্থাপন করিবার এই সুযোগ। এই ভাবিয়া তিনি একদিন রাজ্যের শাসন কর্তৃ-
 সভা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তথাকার সভ্যগণকে দূরীভূত করিলেন এবং আপনি কক্ষল উপাধি পরিগ্রহ পূর্বক রাজ্য শাসনের সমুদায় ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। কক্ষল উপাধিটা প্রাচীন রোমকদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাদৃশ উপাধি গ্রহণের তাৎপর্য্য এই যে তাহা হইলে করাশীরা ও উক্ত রোমকদিগের ন্যায় সমরানুরক্ত হইয়া আপনাদিগের বৈদেশিক অধিকার বিস্তৃত করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইবে। তাহা হইলেই স্বাধীনতার নিমিত্ত উহার ষেরূপ উন্নত হইয়াছিল আর সেইরূপ থাকিবে না। কারণ মনুষ্য মাত্রেয় স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্ম এই যে কোন একটা রিপু প্রবল হইয়া উঠিলে সে অন্য সকল রিপুকে দুর্ব্বল করিয়া কেল। যুদ্ধোন্মাদে প্ররক্ত হইলে স্বাধীনতানুরাগ অবশ্য হ্রাস হইবে তাহার সন্দেহ নাই। করাশীরা তাহাকে পাইয়া দিনে স্বাধীন হইবার ইচ্ছা পরিহার পূর্বক কি প্রকারে দিগ্বিজয় করিবে অন্য সকল জাতীয় লোককে আপনাদিগের পদা-
 রমত করিবে ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল। বো-
 নাপার্টি তাহাদিগকে রণজয়ী করেন। অতএব

তিনি সহস্র অত্যাচার করিয়া একাধিপত্য গ্রহণ করিলেও কেহই তৎপ্রতি মৎসরদৃষ্টি করিল না ।

কিন্তু বোনাপাৰ্টি কমল হইয়াই বিগ্রহে প্র-
রুত হয়েন নাই । তিনি ইংলণ্ড রাজ্যের সহিত
সন্ধি করিবার অভিপ্রায়ে এক পত্র প্রেরণ করেন ।
কিন্তু ইংরেজেরা বলিলেন যত দিন ফ্রান্সের পূৰ্ব্ব-
রাজবংশীয় কোন ব্যক্তি তদ্দেশের সিংহাসনে
উপবিষ্ট না হয়েন তাবৎ সন্ধি করিবেন না । সু-
তরাং পুনৰ্ব্বার সমরানল প্রজ্বলিত হইল । ইং-
লণ্ডীয় পোতাধ্যক্ষ নেলসন্ সাহেব ইতি পূৰ্বেই
ফরাসীদিগের মিসর-গত পোত বাহিনী সমুদায়
বিনষ্ট করিয়াছিলেন । এক্ষণে রাস্ক্ অব্ রক্তাশ্বী
নামক একজন ইংলণ্ডীয় সেনাপতি মিশরে গমন
পূৰ্ব্বক ফরাসী স্থলচর সৈন্য গণকে ও পরাভূত
করিলেন । কিন্তু ঐ স্থলে বোনাপাৰ্টি স্বয়ং উপ-
স্থিত ছিলেন না । তিনি স্বয়ং যেখানে গমন
করিতেন সেই স্থানেই ফরাসী দিগের বিজয় লাভ
হইতে লাগিল । মোরাদ্দোর যুদ্ধে ইটালী দেশ
পুনৰ্ব্বার তাহাদিগের অধিকৃত হইল । আর নেরো
নামক আর একজন ফরাসী সেনাপতি অস্ত্রিয়
সৈন্য গণকে পরাভব করিয়া বিয়েনার অনতিদূর
পর্য্যন্ত সমুদায় দেশ অধিকার করিলেন । সুতরাং
অস্ত্রিয় সম্রাট্ সন্ধি প্রার্থনা করিতে নিতান্ত বাধ্য
হইলেন ।

এই সময়ে অর্থাৎ ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে আয়র্লণ্ডে মহাগোলযোগ উপস্থিত হয়। ফরাসীরা প্রজা-
হনের স্বাধীনতা সম্বন্ধে যে সকল অক্লান্ত উক্তি
প্রচারিত করিয়াছিল একান্ত পরিপীড়িত আই-
রিস্ লোক সকল তৎ অবশেষে নিতান্ত স্বাধীনতা-
লোলুপ এবং ব্যগ্র হইয়া উঠে। তাহারা নি-
শ্চয় বুঝিয়াছিল যে, বিজাতীয় এবং ভিন্ন ধর্মাব-
লম্বী গর্ভিত স্বভাব ইংরেজদিগের হইতে তাহা-
দিগের কদাপি কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা
নাই। কিন্তু উদার-চিত্ত স্বাধীনতা-পরায়ণ এবং
সমান-ধর্মী ফরাসীরা অবশ্যই তাহাদিগের
প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবে। এই ভাবিয়া
আয়র্লণ্ডীয় রোমান ক্যাথলিক লোক সকল গো-
পনে ফরাসীদিগকে স্বদেশে আহ্বান করে।
এবং আপনারা বিদ্রোহ করিবে এমন চেষ্টা পায়
কিন্তু প্রতিকূল বায়ু এবং ইংরেজদিগের সামুদ্রিক
প্রাবল্য আর আয়র্লণ্ডীয় লোকদিগের গৃহবি-
চ্ছেদ এই সকল কারণে ফরাসী যুদ্ধ জাহাজ স-
কল যথাকালে অথবা উচিত পরিমাণে আয়র্লণ্ডে উ-
পস্থিত হইতে পারিল না এবং ইংরেজ শাসনকর্তৃ-
বর্গ এই সকল বিপৎপাতের সংবাদ পাইয়া অগ্রৈই
তৎ প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হইলেন। সুতরাং
যদিও আয়র্লণ্ডে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল বটে তথা-
পি সেই বিদ্রোহ কোন কার্য্য কর হইল না।

পরন্তু রাজমন্ত্রী পিট্‌ আনেক কৌশল করিয়া এই সময়ে আয়ারলণ্ডের এবং স্কটল্যান্ডের পার্লামেন্ট সভাদ্বয়কে মিলিত করিয়া ফেলিলেন। তদবধি এইরূপ ব্যবস্থাপিত হইল যে আয়ারলণ্ড হইতে ১০০ ব্যক্তি প্রজা সাধারণের প্রতিনিধি হইয়া ইংল্যান্ড হোঁস্‌ অব্‌ কমন্সে উপবিষ্ট হইবে। আর অষ্টাবিংশতি ভূম্যধিকারী এবং চারিজন প্রধান রাজক হোঁস্‌ অব্‌ লর্ডস্‌ সভার সভ্য পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এই সময়ে ইংলণ্ডে অতি ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। অতএব ইংলণ্ডের শাসন কর্তৃগণ পরিশেষে ফরাসীদিগের সহিত সন্ধি করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলেন। পরন্তু পিট্‌ এ সন্ধিতে সম্মত হইবেন না বলিয়া তিনি স্বয়ং আপন কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। এবং আডিংটন্‌ নামক ব্যক্তি প্রধান মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইলেন। তিনি ফ্রান্সের সহিত যেরূপ সন্ধি করিলেন তাহাতে ফ্রান্সের প্রাধান্য স্পষ্টই স্বীকার করা হইল। ফলতঃ স্থল যুদ্ধে সর্বত্রই ফ্রান্সের প্রাধান্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু অর্ধব যুদ্ধে প্রায়ই ফরাসীদিগের পরাভব হইয়াছিল। নেলসন্‌ প্রভৃতি কতিপয় পোতাধক্ষকের গুণে ইংলণ্ডের প্রভাব সমুদ্রে অপ্রতিহত রহিয়াছিল। এবং তাহার বাণিজ্যের কোথাও কোন হানি হইতে পারিল না। কিন্তু ছোটর

বড়র ফ্রান্সের ১২২৪ খান জাহাজ এই যুদ্ধে ন্য-
রাপড়ে ।

যদি ইংলণ্ডের বাণিজ্য ঐরূপ অত্যন্ত বিস্তীর্ণ না
থাকিত তাহা হইলে রাজ কার্য্যের যেরূপ ব্যয়
বাহুল্য হইয়াছিল, ইংলণ্ডীয় প্রজাগণ সেই ব্যয়
নির্ব্বাহ করিয়া উঠিতে পারিত না । ১৭৯৩ খ্রী-
ষ্টাব্দে ইংলণ্ডের বার্ষিক ব্যয় (১৪০০০০০০০) চৌ-
দ্দকোণী টাকা ছিল । ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে উহার
বাৎসরিক ব্যয় (৪২১৯৭০০০০) বেয়াল্লিশ কোটি
হইয়াছিল ।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ হইল । পিট্
তৎক্ষণাৎ প্রধান মন্ত্রির পদে অধিকৃত হইলেন ।
তাঁহার কৌশলে কমিয়া, অস্ট্রিয়া সুইডেন এবং
নেপল্‌স্ এই কয়েকটি দেশ ইংলণ্ডের সহিত মি-
লিত হইয়া একোদ্যমে ফ্রান্সের প্রতিকূলে যুদ্ধ
আরম্ভ করিল । ইংলণ্ডীয় সুবিখ্যাত পোতাধক্ষ-
নেল্‌সন সাহেব কর্তৃক ফ্রান্স এবং স্পাইনের মি-
লিত পোত বাহিনী সমস্ত ট্রাকাল্লার অন্তরীপের
অদূরে বিনাশ প্রাপ্ত হইল । কিন্তু স্থলে বোনা-
পার্টির সর্ব্বত্রই জয়লাভ হয় । তিনি অস্ট্রীয় দি-
গের প্রসিদ্ধ অঘ্ন নামক দুর্গজয় করিয়া তত্রতা
ত্রিশং সহস্র সৈন্যকে বন্দীকৃত করিলেন । অ-
বাঘাতে বিয়েনা নগর অধিকার করিলেন এবং অ-
তীব আশ্চর্য্য রণকৌশল প্রকাশ পুরঃসর অফর-

লিট্‌স নামক স্থানে কসিয় সৈন্যগণকে পরাভূত করিলেন। এই সকল সংবাদ শ্রবণে ইংলণ্ডীয় প্রধান মন্ত্রী পিট্‌ এমত ভগ্নমনা হইলেন যে, কতিপয় দিন মধ্যেই তাহার আয়ুঃ শেষ হইল। পিট্‌ যে অতি বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ এবং একজন প্রধান বাগ্মী ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। তিনি যে স্বদেশের হিতানুষ্ঠানেই, জীবন যাপন করিয়াছিলেন, তাহাও নিঃসন্দেহ। কিন্তু ফরাসীদিগের সহিত যে, যোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া দেশের কর-রুদ্ধি ঋণ-রুদ্ধি এবং সৈন্য-রুদ্ধি করেন তাহা যুক্তিযুক্ত হইয়াছিল কি না ইহা নহিয়া। অদ্যাপি অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া থাকে। টৌরী ম-তাবলম্বীরা বলেন তিনি ঐ সময়সাগরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়াই ইউরোপ খণ্ডের সর্বস্থানেই রাষ্ট্র বিপ্লব ঘটে নাই, নচেৎ ফ্রান্সের অনুবর্তী হইয়া সর্বদেশীয় প্রজাগণই স্ব-দেশে নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিত। কিন্তু ভাইগ্‌ মতবর্তী জনগণ বলেন যে, যদি ইউরোপীয় কোন জাতি ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করিত বস্তুতঃ তাহাদিগকে নির্ঝিঘে আপনাদিগের রাজ্য শাসন প্রণালী সংশোধিত করিতে দিত, তাহা হইলে এতাদৃশ ধন ও জীবন ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা থাকিত না এবং অত্যাঁপ কাহ্ন মধ্যেই ফ্রান্স উপশান্ত এবং স্বাধীন হইয়া নিয়োজিত কার্য সাধনে

প্রবৃত্ত হইতে পারিত। তাইরা ইহাও বলেন যে, তৎকালে ফ্রান্সের প্রতি ইউরোপীয় অপরা-
পর জাতির অত্যাচার হইয়াছিল বলিয়াই ফ্রান্সের
রাজশাসন প্রণালী সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইতে
পারিত না ; সংশোধিত হইবে কি ? করাসীর। টে-
দেশিক প্রবল শত্রু কুলের ভয়ে ভীত হইয়া
যুদ্ধবীর বোনাপার্টের একান্ত শরণাপন্ন হইল।
এবং তাঁহাকে একাধিপত্য শক্তি সম্পন্ন করিয়া
শত্রুপক্ষীয় দিগের গর্ব খর্ব করিতে লাগিল।
অতএব করাসীদিগের বাক্য বিপ্লব ব্যাপারে হ-
স্তার্পন করিয়া পিট্ সুরক্ষি বা ন্যায় পণায়ণতার
কর্ম করেন নাই এই উভয় মতের মধ্যে কোনটী
প্রকৃত তাহা সহজে বীমাংসা করা যায় না কিন্তু
যত অধিক কাল যাইতেছে ছইগুনিগের মত
ততই প্রবলতর হইতেছে ইহাতেই বোধ হয়
যে তাঁহাদিগের বিবেচনাই যথার্থ হইবে।

মহাত্মা পিটের মৃত্যুর পর লর্ড গ্রেন্ভিল ও
ফক্স সাহেব এবং তাঁহাদিগের বন্ধুবর্গ রাজমন্ত্রিহে
নিযুক্ত হইলেন। প্রধান মন্ত্রী লর্ড গ্রেন্ভিল সাহেব
আর সর্ব বিষয়েই টোরীদিগের মতানুবর্তী ছিলেন
কেবল তিনি রোমান্ ক্যাথলিকগণের অতিকূল
ব্যবস্থা সমস্ত রহিত করিতে চাহিতেন ইহাতেই
ছইগুদিগের স্বপক্ষ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন
কিন্তু রাজ্য দ্বয়ং ঐ সকল ব্যবস্থা রহিত করণে

একান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি বলিতেম আমি এতদেশ সমস্তের শাসন এংলী সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিব এমত শপথ করিয়া রাজমুকুট ধারণ করি-
য়াছি। এক্ষণে সেই শপথ উল্লঙ্ঘন পূর্বক রো-
মান্ কাথলিক সম্বন্ধীয় চির প্রচলিত ব্যবস্থা সমস্ত
রহিত করণে সম্মত হইলে আমার অধম্ম হইবে।
রাজার সহিত মন্ত্রিবর্গের এইরূপ বিবাদ হওয়াতে
মন্ত্রিবর্গ আপনাদিগের কন্ম পরিত্যগ করিলেন।
কিন্তু ইতি মধ্যে তাঁহাদিগের সর্ব প্রধান এবং
নানা সদাশুন-সম্পন্ন ও ইংলণ্ডীয় জনসাধারণের
একান্ত প্রিয় ফক্স সাহেব মানবলীলা সম্বরণ ক-
রিয়াছিলেন। আর বোনাপার্টি ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে
জিলা ও রফট্ নামক দুই স্থানে পমিয়ার রাজাকে
পরাসূত করিয়া আর ক্রিডলওয়ের সংগ্রামে কসীর
সত্ৰাট্কে আপন পদাবনত করিয়া টিলসিড নামক
স্থানে উক্ত মহীপাল দ্বয়ের সন্ধিবন্ধন করিয়াছিলেন।

এন্‌বিলের মন্ত্রি অবসন্ন হইলে ডিউক অব
পোর্টলাণ্ড নামক একজন ভূম্যধিকারী রাজমন্ত্রী
হইলেন। হাক্সবুরী, কার্টলরীফ্, এবং কেনিঙ্ ও
পার্নিবালা নামক কতিপয় প্রধান ব্যক্তি ইঁহার
সহকারী হইয়াছিলেন। ইঁহার কোন প্রকারে
সংবাদ পাইয়াছিলেন যে বোনাপার্টি ডেনমার্ক
দেশীয় রণতরীষোগে সর্বৈশ্বর্য আসিয়া ইংলণ্ড
আক্রমণ করিবেন, অতএব ইঁহার অবিলম্বে আ-

পনাদিগের পোত বাহিনী প্রেরণ করিয়া দিনা-
মারদিগের রণপোত সমস্ত বলপূর্ব্বক গ্রহণ করি-
লেন। ঐ সময়ে ইংরেজদিগের সহিত দেনামা-
রদিগের সন্ধি ছিল, কোন বিবাদের সূত্রই হয়
নাই। সুতরাং সন্ধিসত্ত্বে এরূপ অত্যাচার করাতে
সকলেই ইংরেজদিগের নিন্দা করিতে লাগিল।

যদি বোনাপার্টি এই সময় হইতে বিবেচনা
করিয়া চলিতে পারিতেন এবং নিতান্ত স্বার্থপরতার
বশীভূত হইয়া ইউরোপীয় সকল জাতির স্বাধী-
নতাপহরণে যত্নবান না হইতেন তাহা হইলে
তিনি ফ্রান্সকে যেরূপ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, তাহা
অখণ্ডিত রাখিয়া আপন বংশে সেই সিংহাসন
চিরস্থায়ী করিতে পারিতেন কিন্তু এত দিন স-
র্বত্র অপ্রতিহত প্রভা প্রকাশ করিতে পারিয়া
তিনি এক্ষণে আপনাকে কোন অপূর্ব্ব দৈবশক্তি-
সম্পন্ন বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বোধ
হইল যে, আমি চিরকাল এইরূপ শুভাদৃষ্ট ভাজন
ধাকির কোন কালেই আমার দুর্দৃষ্ট ঘটবে না।
বিশেষতঃ একাল পর্য্যন্ত তিনি করাসী জাতির
দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হইয়া প্রতিকার করিতে ছিলেন।
কিন্তু এক্ষণে তিনি কিরূপে আপন পরিবার ও
জাতি কুটুম্ব প্রভৃতিকে রাজ পদাভিষিক্ত করিবেন
এবং আপনি সমুদায় পৃথিবীর একাধিপতি সম্রাট
হইয়া বসিবেন নিরন্তর এইরূপ যত্ন করিতে লাগি-

লেন। সুতরাং ইতিপূর্বে ফরাসীদিগের সহিত
যত যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে প্রতিপক্ষ রাজ্যের
প্রজাগণ বিশেষ যত্ন করিত না। কিন্তু এই সময়
অবধি নানা দেশীয় প্রজাগণ বোনাপার্টির প্রত্ন-
কূলে অস্ত্র ধারণ করিতে লাগিল।



চতুর্দশ অধ্যায়।



[রাজার উদ্ভাদ-নিবৃতি—বোনাপার্টির রুসিয়াক্ষবৎ—
ওয়াটারলুয় যুদ্ধে বোনাপার্টির পরাভব—হোলি-এলাএস—তু-
তীয় অর্জ্জের মৃত্যু।]

৩ সর্ব প্রথমে স্পেইন দেশে প্রজাব্যূহের এই ভাব
প্রকাশিত হইল; তথায় বোনাপার্টি আপন জ্যেষ্ঠ-
ভ্রাতা যোসেফকে রাজাসন প্রদান করিয়াছিলেন।
প্রজাগণ পূর্বে রাজার অপমানে আপনাদিগকে
অপমানিত জ্ঞান করিয়া ফরাসীদিগের প্রতি বি-
দ্রোহাচরণে প্ররত হইল এবং ইংলণ্ডের স্থানে
সাহায্য প্রার্থনা করিল। ইংরেজেরা ওয়েলেস্লী
নামক সেনাপতিকে প্রেরণ করিলেন। এই ওয়ে-
লেস্লী সাহেব ইতি পূর্বে ভারতবর্ষে আসিয়া
বিশেষ রণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন।
তিনি পোর্টুগালে অবতীর্ণ হইয়া ভিমিরা নামক
স্থানে ফরাসীদিগের সৈন্যী জুনটকে পরাভূত

করিলেন এবং পরে তাঁহার সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়া আসিলেন। ওয়েলেস্লী সাহেব ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলে সরুজন সুর নামক আর একজন বহুগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তি স্পেইন্দেশে প্রেরিত হন। কিন্তু তিনি তদ্দেশীয়গণের বিশেষ উপকার করণে সমর্থ হইলেন না। বোনাপার্টী আপন সেনাপতি স্মৃটকে এমনত অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে স্পেইনে প্রেরণ করিলেন যে ইংরেজেরা তাঁহাদিগের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে একান্ত অসমর্থ হইয়া ক্রমে পশ্চাদ্বর্তী হইতে লাগিল এবং পরিশেষে জাহাজারোহণ করিয়া প্রস্থান করিল।

এইরূপে স্পেইন্ অধিকৃত হইলে পর, জর্জির সজাট পুনর্বার বোনাপার্টীর বিকল্পে অস্ত্রধারণ করিলেন। বোনাপার্টীও তৎক্ষণাৎ স্পেইন হইতে অধিকাংশ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার বিকল্পে যাত্রা করিলেন। একদল এবং ওয়াশাম নামক দুইস্থলে যে দুই যুদ্ধ হইল, তাহাতেই জর্জির সমুদায় বল একেবারে নিঃশেষিত হইল। অস্ত্রির সজাট বোনাপার্টীর নিতান্ত বশীভূত হইয়া পড়িলেন এবং বোনাপার্টী আপন বংশ মর্যাদা রক্ষি করিবার অভিপ্রায়ে পূর্ব পত্নী জোসেফীন্কে পরিত্যাগ করিয়া সজাট-কন্যা মেসিরা লুইসীর পানি গ্রহণ করিলেন। -

এই সময়ে ইংরেজরা লক্ষাধিক লোক প্রেরণ করিয়া বেল্জিয়ম্ দেশান্তর্গত সোল্ট নদীর মুখ-ভাগ অধিকার করিবার যত্নকরেন। কিন্তু তাহা-দিগের সেই চেষ্টা সফল হয় নাই। সৈন্যগণ কুঠল বাসে নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া অধিকাংশই কাল গ্রাসে পতিত হয়। অবশিষ্ট জনগণ স্বদেশে প্রত্যাগমন করে।

পরন্তু ইংরেজেরা স্পেইন্ রাজ্যে করাসী সৈন্য সংখ্যা অল্প হইয়াছে দেখিয়া এই সময়ে তথায় ওয়েলেসলী সাহেবকে পুনর্বার প্রেরণ করিয়া-ছিলেন। তিনি অনায়াসেই বোনাপার্টির সেনাপতি সুল্টকে পরুগাল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। এবং অতি দ্রুত পদে স্পেইন্ রাজধানী মেড্রিড নগরাতিমুখে ধাবমান হইলেন। স্পেইন্ দেশের অভিনব ভূপাল যোসেফ ভিক্টর নামক করাসী সেনানীর সমভিষাহারে আসিয়া টালাভিরা অভিধেয় একস্থানে মিলিত ইংরেজ ও স্পেইনীয় সৈন্যের সহিত অতি ভূমূল সংগ্রাম করিলেন। এই যুদ্ধে করাসীদিগের সম্পূর্ণ পরাভব না হইলেও ইংরেজদিগের অনেক লাভ হইল। সুতরাং ইংরেজেরা বহুকালাবধি স্থল যুদ্ধে করাসীদিগের কর্তৃক পরাভূত হইয়া শেষে এই অসম্পূর্ণ জয় লাভেও মহা অসন্তোষিত হইয়া উঠিলেন। মহাবীর ওয়েলেসলী সকলেরই প্রশং-

সাম্পদ এবং অন্ধাস্পদ হইলেন। তাঁহাকে মার্কুইন্স অব ওয়েলিংটন্ উপাধি প্রদত্ত হইল।

১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে বোনাপার্ট আপন সেনানী মাসেনাকে স্পেইন্ রাজ্যে প্রেরণ করিলেন। ওয়েলিংটন্ ইতি পূর্বে কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্বর্তী হইয়া পৰ্তুগালের অন্তর্গত বুসাকো স্থানের পার্শ্বতীয় অধিত্যকায় বাহ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মাসেনা সহস্র চেষ্টা করিয়াও সেই বাহ ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাহার পর ওয়েলিংটন্ আবার টরিস্ ভিড্রাস্ নামক স্থানে সুদৃঢ় বাহ রচনা করেন। মাসেনা সেই বাহ আক্রমণ করিতেও সাহস করিলেন না। প্রত্যুত তাঁহাকে পৰ্তুগাল পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইল এবং সেই প্রস্থান কালে তাঁহার সৈন্যগণ যৎপরো-
নাস্তি কষ্ট পাইতে লাগিল। ইহার পর ওয়েলিংটন্ আপনি ফরাসীদিগের অধিকৃত দুৰ্গ সমস্ত আক্রমণ করিতে লাগিলেন এবং প্রায়ই সৰ্ব্বত্র বিজয় লাভ করিয়া পুনর্বার পৰ্তুগালে আনিয়া বাহ নিৰ্ম্মাণ করিয়া রাখিলেন। এই সময়ে ইংলণ্ড মহীপাল উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইয়া রাজকা-
র্যালোচনে অক্ষম হওয়াতে তাঁহার পুত্র রাজ-
প্রতিভু হইয়া সমুদায় রাজকার্য্য নিৰ্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ইনি পূর্বে যেমন ছইগু মতাবলম্বী-
দিগের অপেক্ষা হইয়াছিলেন এক্ষণে আর সেরূপ

হইলেন না । রোমান্ কালিকদিগের বিমোচন বিষয়ে ইহঁদের পূর্বের বেরূপ অভিমত ছিল এখন আব সে মত রহিল না; সুতরাং ইনি মোথিক লুইগ্-দিগের বন্ধু থাকিয়াও মনে২ টোরিদিগের পক্ষ হইয়া তাহঁদিগকেই মদ্রিহ পদে স্থায়ী করিয়া রাখিলেন ।

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডীয় প্রজাগণ অত্যন্ত ভ-
খোৎসাহ হইয়াছিল । বোনাপার্টি সমুদায় ইউ-
রোপখণ্ডকে আপন করতলস্থ করিয়া বর্লিন্ এবং
মিলান হইতে যে অনুজ্ঞা প্রচার করেন তদনুসারে
ইউরোপীয় কোন বন্দরে ইংরেজদিগের বণিক-
পোত সকল প্রবেশ করিতে পাইত না । সুতরাং
ইংরেজদিগকে গোপনে২ বাণিজ্য ব্যাপার নিষ্বাহ
করিতে হইত । এইজন্য তাঁহারাও ক্রোধান্বিত হইয়া
এমত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যদি আমরা
ইউরোপীয় কোন বণিকের সহিত বাণিজ্য করিতে
না পাই, তবে আর কাহাকেও তৎকর্ম্ম সুখে
নিষ্বাহ করিতে দিব না । এইরূপ মনস্থ করিয়া
ইংলণ্ডীয় শাসন-কর্তৃগণ অনুমতি করেন যে, যখন
কোন বণিক পোত ইউরোপীয় কোন বন্দরে বাণিজ্য
দ্রব্য লইয়া যাইবে তখন তাহাদিগকে অগ্রে ইং-
লণ্ডে আসিয়া শুল্ক প্রদান করিতে হইবে, নচেৎ
ইংলণ্ডীয় রণতরী কর্তৃক ধৃত হইয়া ইংলণ্ডের স-
ম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে । এইরূপে প্রতিপক্ষ

উভয় দলে বাণিজ্যের বাধা দিতে সর্বদেশীয় জনগণেরই অপরিমিত রেষা হইতে লাগিল । ফলতঃ বাণিজ্য বাপারে হস্তক্ষেপ করা যে রাজা-দিগের নিত্যমুত্ত অকর্তব্য, ইহা তৎকালে স্পষ্টরূপে কাহার বোধগম্য হয় নাই ।

পর বৎসরে উভয় পক্ষকেই উহার ফলভোগ করিতে হইল । স্পেইনদেশে ফরাসীরা যুদ্ধে পরাভূত হইতেছে শুনিয়া কসিয়াধিপতি আলেকজাণ্ডর, বোনাপার্টির বাণিজ্য বিষয়িনী অনুজ্ঞা অমান্য করিবার সাহস প্রাপ্ত হইলেন, বোনাপার্টিও তাঁহাকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে প্রায় লক্ষাধিক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কসিয়াতি যুদ্ধে যাত্রা করিলেন । তিনি অতি শীঘ্রই কসীর সৈন্যগণকে পরাভূত করিয়া তাহাদিগের রাজধানী মস্কো অধিকার করিয়া লইলেন । কিন্তু কসীয়রা নির্যাস হইয়া সেই নগর অগ্নিসং করিয়া ফেলিল । সেই সময়ে দুরন্ত হেমন্ত কালের আবির্ভাব হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, আশ্রয় ব্যতিরেকে কোন জীব জন্তু সেই দেশে রক্ষা পাইতে পারে না । কিন্তু ফরাসী সৈন্য মস্কো বিনাশে নিরাশ্রয় হইয়াছিল । সুতরাং বোনাপার্টিকে অগত্যা পশ্চাদবর্তী হইতে হইল । শীতের প্রাদুর্ভাবে তাঁহার সৈন্য সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল । কসীয়রাও উহাদিগকে নিরন্তর আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল । ফলতঃ

তৎকালে ফরাসী সৈন্যগণ বেরূপ দুর্দশা গ্রস্ত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। যে বীর পুরুষ কখন শত্রুদলকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে নাই, যাহাদিগের ভয়ে ইউরোপের সকল রাজা সর্বদা সশঙ্ক থাকিতেন এবং যাহাদিগের ভীষণমূর্ত্তি দর্শন নাহলে শত্রু সেনাগণ প্রস্থান পরায়ণ হইত, এক্ষণে তাহারা আহারাভাবে অস্থি চর্ম্মা বিশিষ্ট হইয়া ভুয়ানক রাত্রির আগমনে হিম শিলোপরি শয়ান হইয়া পড়ে। কিন্তু যখন সেই সুদীর্ঘ রাত্রি প্রভাত হয় তখন উহাদিগের মধ্যে কত শত২ কত সহস্র২ ব্যক্তি আর গাত্রোত্থান করিয়া উঠে না। রুক্ষি, বিদ্যুৎপাত, বজ্রধ্বনি, ও বায়ুধ্বনি এবং তদপেক্ষা ও নৃশংসতর কসীয় সৈন্যগণ আর তাহাদিগের সেই কাল নিদ্রা ভগ্ন করণে সমর্থ হয় না। এইরূপে দিন২ ক্ষর হইয়া বোনাপাটির সর্ব বিজয়িনী সেনার বিংশতি সহস্র নাত্র অবশিষ্ট রহিল। তিনি নিতান্ত হীনবল এবং ভয়োদ্যম হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। কসীয়, পসীয়, অফ্রীয় প্রভৃতি রাজবর্গ ইংলণ্ড কর্তৃক উত্তেজিত এবং ইংলণ্ডের ভূতি প্রাপ্ত হইয়া একেবারেই তাহার সহিত যুদ্ধে প্রযুক্ত হইল। বোনাপাটির আর রক্ষা নাই। তাহার সুশিক্ষিত সৈন্যগণ কসীয়ার ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং রাইন্ নদীর পর পার হইতে, আম্প পর্বতের শিখরদেশ হইতে,

পিরানিস পক্ষতের অধিত্যকা হইতে, যে বিপক্ষ পক্ষের ঘোষণার সমস্ত বিফল হইতে লাগিল। ফ্রান্সের নবীন সৈন্যচর্য তাহার প্রতীকার করণে সমর্থ হইল না। ফলতঃ যেমন কোন সুবিজ্ঞান শার্দূল জাল জড়িত হইলে তত্তুর্দিকে লোকের কোলাহল হইতে থাকে এবং পশুরাজ কিছুই করিতে পারে না। কিন্তু তথাপি কাহার সাহস হয় না যে, যুগপতির নিকটবর্তী হয়, এই সময়ে বোনাপার্টীর অবস্থা অবিকল তদ্রূপ হইয়া ছিল। তিনি পতন কালেও সিংহবৎ বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার রণপাণ্ডিত্য, শূর প্রকৃতি এবং ক্ষিপ্ৰ-কারিতা কখনই তেমন হয় নাই যেমন এইরূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল। তিনি ফ্রান্সের চতুর্দিকে ভ্রাম্য-নাগ হইতে লাগিলেন। যেখানে শত্রু উপস্থিত হয়, অমনি বোনাপার্টী তাঁহার সম্মুখে স্বনাম-জনিত ভয় প্রদর্শন দ্বারা আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন। কিন্তু পরিশেষে জর্ম্মণির অন্তর্গত লিপ্‌জিক্ নামক স্থানে যে ঘোরতর সংগ্রাম হইল আর সেই সময়েই স্পাইনের অন্তর্ভুক্ত ভিটোরিয়া নামক স্থানে যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে করাসী সৈন্যগণ একেবারে নিম্নলিত হইয়া গেল। সুতরাং পরিশেষে বোনাপার্টীকে ফ্রান্সের রাজ্যুকুট পরিত্যাগ করিতে হইল এবং বিপক্ষ রাজগণ তাঁহাকে ইটালীর বারুকোণবর্ত্তি এলা নামক এ-

কটী ক্ষুদ্র দ্বীপের আধিপত্য প্রদান করিয়া অষ্টাদশ লুইনামক ফ্রান্সের পূর্ব রাজবংশা এক ব্যক্তিকে তদ্দেশের সিংহাসনে অধিরোহিত করিলেন।

অষ্টাদশ লুই, আপন প্রজাবর্গের ভক্তিতাজন হইতে পারিলেন না। ফরাসীরা ভাবিল যে, ইনি শত্রু পক্ষের অনুগ্রহে আমাদিগের রাজা হইয়াছেন, ইহার রাজ্যকাল আমাদিগের লজ্জাকর। কোন মতেই গৌরব সূচক নহে। ফরাসীরা ইহাও মনে ভাবিত যে, হায়! যখন বোনাপাটি আমাদিগের রাজা ছিলেন, তখন ফরাসী নামটী কেমন উজ্জ্বল হইয়া ছিল, এক্ষণে সেই নামে কলঙ্ক হইল। আবার কখন আমরা তাঁহাকেই পাই, তবেই এই লজ্জাপনয়নের উপায় হইতে পারে। ফ্রান্সের প্রজা বাহু এইরূপ চিন্তা করিতেহে আর ভিয়েনা নগরীতে সমর বিজেতা রাজগণ মিলিত হইয়া কি প্রকারে আপন রাজ্য শাসন করিবেন; কেমন করিয়া প্রজাবর্গকে চিরকাল অধীনাবস্থায় উপশান্ত রাখিবেন; কে, কোন দেশের অধিকারী হইবেন, এই সকল স্বার্থচিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময়ে প্রচারিত হইল যে, বোনাপাটি পাশ বিনিমুক্ত সিংহের ন্যায় এলা দ্বীপ হইতে প্রস্থান করিয়া পুনর্ব্বার ফ্রান্সে আগমন করিয়াছেন। বাস্তবিক ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি এলা হইতে ফ্রান্সে আসিয়াছিলেন।

যে সকল ফরাসী সৈন্য তাঁহাকে ধৃত ও বন্দীকৃত করিয়া আনিবার নিমিত্ত প্রেরিত হয় তাহারা উহাকে দর্শন করিবামাত্র একেবারে ভক্তিরসে আর্জ হইয়া “মহারাজার জয় হউক” বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করে । তিনি সৈন্য সামন্ত কিছুই লইয়া আইসেন নাই । কিন্তু দিবস কতিপয় মধ্যেই সমুদায় ফরাসী সেনা তাঁহার হস্তগত হয় এবং অষ্টাদশ লুই আপনার প্রাণভয়ে কাতর হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করেন । ফরাসী প্রজান্যূহ আবার আপনাদিগের সর্ববিজয়ী মহীপালের আশ্রয় লাভ করিয়া প্রকুল্লচিত্ত হইল এবং মহোৎসাহ সহকারে তাঁহার সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিল । অত্যন্তকাল মধ্যেই দুইলক্ষ সতর হাজার ফরাসী সেনা সুশিক্ষিত হইয়া উঠিল । তদ্বতিরিক্ত আরও লক্ষাধিক সৈন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল ।

এখানে ইউরোপীয় মিলিত রাজবর্গ অবিলম্বে অস্ত্রধারণ করিলেন । সর্ব প্রথমই পুসীয় এবং ইংলণ্ডীয় সেনা রণস্থলে উপস্থিত হইয়াছিল । বোনাপার্টি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি যুদ্ধ গমনে যত কাল বিলম্ব করিবেন তাঁহার শত্রুচর্য ততই প্রবল হইয়া উঠিবে । এই ভাবিয়া বোনাপার্টি সত্বর হইয়া রণস্থলে উপনীত হইলেন । তিনি উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, পুসীয় এবং ইং

লণ্ডীয় সৈন্য দ্বয়ের মধ্য ভাগে একটি স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছে; এই দেখিয়া তাঁহার স্থির হইল যে, বিপক্ষ সেনানীদ্বর বাস্তবিক যুদ্ধ কোশল পরিজ্ঞাত নহেন। তিনি স্থির করিলেন যে, উভয় সৈন্য দলকে মিলিত হইতে দিব না। প্রথমে পুসীয়দিগকে যুদ্ধে পরাভব করিয়া পরে ইংলণ্ডীয় দিগকে অনায়াসে জয়করিব। তিনি প্রথম দিনের যুদ্ধে পুসীয়দিগকে দূরীভূত করিয়া দিলেন। পরদিবস ওয়াটারলু নামক স্থানে ইংরেজ সেনার প্রতি অতিশয় পরাক্রম সহকারে আক্রমণ করিলেন। অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। প্রতি পক্ষ উভয় দলের কামানের ধুম উখিত হইয়া রণস্থল আচ্ছন্ন করিল, তৎক্ষণাৎ করাসী অশ্বারোহ গণ সমুদায় রণস্থল কম্পাদিত করিয়া ইংলণ্ডীয় সেনার প্রতি আক্রমণ করিতে আসিল। এই অবকাশে ইংলণ্ডীয় অশ্বারোহ গণ পশ্চাদ্বর্তী হয় এবং পাদাত সৈন্যগণ বর্গক্ষেত্রের আকারে নিশ্চল হইয়া দণ্ডায়মান থাকে। করাসীরা সমুদ্রের উন্মিরনায় ভতিভরকর বেগে আইসে কিন্তু নিশ্চল ট্যাল স্বরূপ ইংরেজ পাদাতগণ কর্তৃক প্রতিহত হইয়া পরাঙ্মুখ হইয়া যায়। যুদ্ধ প্রায় সমস্ত দিবসই এইরূপ হইতে লাগিল। কোন দলের জয় পরাজয় নিশ্চয় হয় না, এমন সময়ে করাসী সেনার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে ধুম

উখিত হইতে লাগিল । ক্ষণকাল পরেই একটি বিপুল সৈন্যদল সেই দিকে দৃশ্যমান হইল । তাহাদিগের সূশানিত অস্ত্রে সূর্য্যরশ্মি প্রতিক্রিত হইতে লাগিল । বোনাপার্টি প্রথমে ভাবিলেন যে, ঐ সকল সৈন্য তাঁহার আপনারই হইবে, তিনি পূর্ক দিবস পসীয়দিগের পক্ষাৎ যে সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারাই বুঝি প্রত্যাগত হইয়াছে, এই বলিয়া তিনি হর্ষোৎকৃষ্ট লোচনে তৎ প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন এমন সময়ে পুসীয় রণপতাকা সমূহ তাঁহার নয়নগোচর হইল । তাহাদিগের কামানের গোলাও সেই সময়ে আসিয়া তাঁহার সৈন্য মধ্যে পতিত হইতে লাগিল । এবং তাহাদিগের অশ্বারোহ গণ অতি ঘোরতর গর্জন করিয়া তাঁহার সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইল । বোনাপার্টি ইহার পরেও আর একবার ইংরেজ সৈন্যের প্রতি ঘোরতর আক্রমণ করিলেন । কিন্তু তথাপি সূদৃঢ় ইংরেজ সৈন্যকে ভেদ করিতে পারিলেন না । তখন ইংরেজদিগের অশ্বারোহ গণ বহির্গত হইল পাদাত গণ জয়ধ্বনি করিল পুসীয় অশ্বারোহ সমুদায় সমরে প্রবৃত্ত হইল এবং করাসী সৈন্য একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চতুর্দিকে প্রস্থান করিতে লাগিল । বোনাপার্টি আর কিছুই করিতে পারিলেন না । তিনি একটি ইংলণ্ডীয় রণপোতাধ্যক্ষের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়া

ইংলণ্ডে বাস করিবার মানস প্রকাশ করিলেন । কিন্তু ইংরেজেরা তাঁহার সেই মানস সফল করিলেন না । তাঁহাকে স্বাধিকৃত আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যবর্তী সেন্টহেনেলা দ্বীপে প্রেরণ করিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত হইলেন ।

ইরোপীয় রাজারা অষ্টাদশ লুইকে পুনর্বার ফ্রান্সের সিংহাসনাধিষ্ঠিত করিয়া বিয়েন নগরে সম্মিলিত হইলেন । তাঁহারা ফ্রান্সের রাষ্ট্র বিপ্লব ব্যাপার দর্শনে এমত ভীত হইয়াছিলেন যে, অবিলম্বে এক মত হইয়া একটী সন্ধি পত্র অবধারিত করিলেন । ঐ সন্ধিকে ‘হোলিএলাইআন্স’ অর্থাৎ পবিত্র সন্ধি নামে অভিহিত করা যায় । উহার মুখ্য ত্র্যংপর্য্য এই যে, যদি কোন রাজার প্রজাগণ কখন রাষ্ট্র বিপ্লবে প্ররত্ত হয় তবে অন্য রাজারা তাঁহার সহায় হইয়া প্রজাবর্গকে দমন করিবেন । অঙ্গিয়া, পুসীয়া এবং কসিমার রাজারা এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত করেন । ইংলণ্ডীয় রাজ-প্রতিভা স্বয়ং উহাতে স্বাক্ষর করেন নাই । কিন্তু এই সন্ধি যে তাঁহার মনোনীত বটে, এমত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন ।

ফলতঃ ফ্রান্সের রাষ্ট্র বিপ্লব জনিত সুমহৎ যুদ্ধের অবসানে ইরোপের সর্বত্রই রাজা এবং ভূম্যধিকারি বর্গের ক্ষমতা পূর্বাধিক্যে দৃঢ়তর হইয়া উঠিল । অন্যান্য দেশের কথা দূরে থাকুক ইং-

লণ্ডের শাসন প্রণালী নামে প্রজাতন্ত্র হইয়া বাস্তবিক ভূম্যধিকারি পরতন্ত্র হইয়াছিল। এই সময়ে যে সকল ব্যবস্থা ইংলণ্ডে প্রচলিত হইয়াছিল তাহার তাৎপর্য্য অবগত হইলে ইহা সুপ্রতীত হয়। যে, ইংলণ্ডের ভূম্যধিকার সমুদায়ই আচ্য কুন্ডীন বর্ণের হস্তগত। সুতরাং ভূমি প্রস্তুত শস্যাদির মূল্য বহু উচ্চ থাকে, ততই ভূম্যধিকারি বর্ণের লাভ অধিক হয়, অতএব এনত ব্যবস্থাপিত হইল যে, গো-ধূমের বাজার দর কম থাকিলে অন্যদেশ হইতে ঐ দ্রব্য আনীত হইতে পারিবে না। যুদ্ধ কালে প্রজাদিগকে যে নানাবিধ কর প্রদান করিতে হইয়াছিল, তদ্ব্যপ্যে সকল লোককে আপনাপন আর অনুসারে একটি কর দিতে হইত। এই কর আচ্যদিগেরই বিশেষ ক্রেশকর, দুঃস্থ লোকদিগের পক্ষে তাদৃশ ক্রেশকর হয়না। সুতরাং আচ্য-কুন্ডীন বর্ণ ইহার আদান রহিত করিয়া দিলেন। প্রজা সাধারণ তদ্বিপরীত চেষ্টা করিয়া সকল প্রযত্ন হইতে পারিলেন না।

বস্তুতঃ এই সময়ে ইংরেজদিগের যেমন গো-রবণ অধিকার বৃদ্ধি হইয়াছিল, উহারা স্বদেশে তেমন সুখভাগী হইতে পারে নাই। প্রথমতঃ রাজ প্রতিভুর চরিত্র ভালছিল না। তিনি কারো-লিন্স নাম্নী যে কন্যার পুণিগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার প্রতি সন্মোহ ব্যবহার করেন নাই। আর

তৎপত্নীও যথার্থ স্নেহের পাত্র ছিলেন না। বাহা-
ইউক ইংরেজের। উভয়ের দুই ব্যবহার দর্শনে
নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়াছিলেন। তাহাদিগের এইমাত্র
ভরসা ছিল যে ইহাদিগের কুমারী সুশীলা সার্লট্
বদি কখন রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন তাহা
হইলে সিংহাসনের গৌরব রক্ষা ও প্রজা ব্যাহের
সুখ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু সার্লট্ প্রথম বারে স্মৃতিকা
গারে প্রবেশ করিয়াই একটি মৃতকুমার প্রসব করত
অপনি লৌকিকীলীলা সম্বরণ করিলেন। ইংলণ্ডীয়
প্রজা নাট্রেই দুঃখে কাতর হইল, ইহার পর যে কে
রাজাসন গ্রহণ করিবে তাহারও নিশ্চয় রহিল না।
কারণ তৃতীয় জর্জের চারি পুত্রের এই এক মাত্র
কন্যাসন্তান ছিল। অপর সকলেই নিঃসন্তান ছি-
লেন। সুতরাং উহাদিগের মধ্যে যাহারা এপর্যন্ত
অকৃতদার ছিলেন, তাহারা সকলেই দার পরিগ্রহ-
ণার্থে যত্নবান হইলেন। ইংরেজদিগের আর এক
দুঃখের কারণ এই যে যত দিন যুদ্ধ চলিতে ছিল,
পৃথিবীর সমুদায় বাণিজ্যই তাহাদিগের হস্তগত
থাকে, তাহাতে অনেক অর্থাগম হয়। আর সেই
সময়ে পণ্য দ্রব্যমাত্রের মূল্যও অত্যন্ত অধিক
হইয়াছিল। তাহাতেও পণ্য জীবনাত্রেয় অধিক
লাভ হইত। কিন্তু যুদ্ধ নিবারণ হইলে যেমন দ্রব্য-
দির মূল্যও ন্যূন হইল ইংরেজদিগের বাণিজ্যও আর
তেনমন বিস্তৃত রহিল না। আবার ঐ সময়ে

শস্যোৎপত্তিও প্রচুর পরিমাণে হয় নাই। সুতরাং
 প্রজাদিগের দুঃখের পরিসীমা রহিল না। উহারা
 ভাবিল যে, সমন কর্তৃগণের দোষেই এইরূপ ঘটি-
 য়াছে। এই ভাবিয়া তাহারা পার্লামেন্টে সভা
 সংশোধনার্থ যত্নবান হইয়া ভুরি২ লোকে নানা
 স্থানে দলবদ্ধ হইতে লাগিল। আবেদন পত্র সমু-
 দায় রাজ্য প্রতিভূ সমীপে প্রেরণ করিতে লাগিল
 এবং কোন স্থলে আচ্য ব্যক্তিদিগের গৃহ সম্পত্তি
 বিলুপ্তি করিয়া বিবিধ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইল।
 রাজমন্ত্রিগণ ভাবিলেন যে প্রজাসাধারণের এইরূপ
 অত্যাচার বল পূর্বক নিবারণ করা বিধেয়। তাঁ-
 হারা পার্লামেন্টের সম্মতি লাভ করিয়া হেবিস্
 কর্পস্ নামক সুপ্রসিদ্ধ ব্যবস্থা রহিত করিলেন,
 অনেকানেক প্রজাপক্ষ ব্যক্তিকে কারাগৃহে নীত ক-
 রিলেন এবং সৈনিকগণ প্রেরণ করিয়া প্রজাদিগের
 দল ভঙ্গ করিয়া দিতে লাগিলেন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ
 হইতে ১৮২০ পর্য্যন্ত এইরূপে গত হইল। এই
 বৎসরে প্রাচীন রাজা তৃতীয় জর্জ লোকান্তর গমন
 করিলেন এবং রাজ্য প্রতিভূ চতুর্থ জর্জ নামধেয় হ-
 ইয়া রাজ্যোপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায় ১

—৬—

[চতুর্থ জর্জ—রাজ্ঞী কারোলীন—চতুর্থ উইলিয়ম—ক্যাথোলিক বিমোচন—ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিপ্লব—দাস বিমোচন—রাজ্ঞী বিক্টোরিয়া—সর রবার্ট পীল—ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিপ্লব—চার্লিস সম্প্রদায়—ক্রিমিয়ার যুদ্ধ—ইন্টাইগ্রিটি কোম্পানির বিলোপ ।]

:৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় জর্জের মৃত্যু হইলে পর চতুর্থ জর্জ রাজোপাধি গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি নিজপত্নী কারোলীনকে রাজ্ঞীর উপাধি প্রদান করিলেন না। কারোলীন এতাবৎকাল স্বেচ্ছাতঃ ইটালী দেশে গমন করিয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। তিনি এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন। ইতিপূর্বে রাজা আপনার গুপ্তচর সকলের দ্বারা কারোলীনের দুষ্চরিত্রতার অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অতএব রাজ্ঞী ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া আপনার পদদর্য্যাদা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে পর ভূপাল নিজপত্নীর নামে অভিযোগ করিলেন। হোর্স্ অব লর্ডন্ সভায় এই বিষয়ের বিচার আরম্ভ হইল। প্রজাগণ রাজ্ঞীর পক্ষ হইয়াছিল, তাহারা জানিত যে কারোলীন যদিও দুষ্চরিত্রা বটেন কিন্তু রাজা তাঁহার অপেক্ষা দাম্পত্য ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন দোষে অধিক দূষিত হইয়াছি-

লেন। লড্-ব্রোহাম্ নামক অতি প্রসিদ্ধ বাগ্মী কাং-
রোলীনের উকীল হইয়া বক্তৃত্তা করিতে লাগিলেন।
প্রজামাত্রেই তাঁহার জয় বাঞ্ছা করিতে লাগিল।
এবং রাজা অতি কুৎসিত ব্যবহার করিয়াছেন ইহা
সকলের প্রতীত হইল। স্মৃতাং রাজপক্ষের জয়
হইবার যদিও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল, তথাপি রাজা
চূড়ান্ত বিচার রুতি কয়ই বিধেয় বোধ করিলেন।
ইহার পর রাজা রাজ মুকুট ধারণ করিবার নিমিত্ত
যে দিন মহা সন্মারোহ করিলেন, তাঁহার পত্নী
সেই সন্মারোহ দর্শনার্থে গমন করিয়া দৌবারিক
গণ কর্তৃক অপমানিতা হইলেন। এই মনোদুঃ-
খেই কারোলীনের মৃত্যু হইল।

চতুর্থ জর্জ আপনার রাজ্যকাল মধ্যে এক২ বার
করিয়া সমুদায় প্রধান ইউরোপীয় অধিকার
সন্দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী মার্ক্‌ইন্স
অব্ লণ্ডোৱী সাহেব আত্মহত্যা করেন। সেই
হেতু বিচক্ষণবর 'কানিং' সাহেবের ভারতবর্ষের
শাসন কর্তৃত্ব পদ গ্রহণ করা হইল না। তিনি
প্রধান মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহরও
ইষ্ঠাৎ মৃত্যু হইল এবং সুপ্রসিদ্ধ ডিউক্ অব্
ওয়েলিংটন্ ও সর রবার্ট পীল প্রভৃতি টোৱী
মতাবলম্বিগণ রাজমন্ত্রীর কার্যে নিযুক্ত হইলেন।
উইনিগের সময়ে আর্লিংগে কাথলিক সভা নামে
একটি সভা সংস্থাপিত হয়। সেই সভার প্রধান

‘ওকোনেল্’ সাহেব অতিশয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সুসাহসিক এবং সম্বন্ধ ছিলেন। ঐ সভার অভিপ্রায় এই যে রোমান্ কাথলিকদিগের প্রতি যে সকল কঠিন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল সেই সকল ব্যবস্থা রহিত হইয়া যায়। টোরাঁ মন্ত্রিগণের ও রাজার কাহার ইচ্ছা ছিল না যে, উক্ত সভার তাদৃশ অভিপ্রায় সুনিবৃত্ত হয়। কিন্তু জনসাধারণের ঐ নিষয়ে যেরূপ অভিযত হইয়াছিল তাহাতে উইলিয়ামকে অগত্যা সম্মত হইতে হইল। :৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে রোমান্ কাথলিকেরা বিমুক্ত হইলেন।

:৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ৪র্থ জর্জের মৃত্যু হইল। তাঁহার ভ্রাতা, ৪র্থ-উইলিয়াম নাম পরিগ্রহ পূর্বক ইংলণ্ডের রাজ্যসন গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে ফ্রান্সদেশের রাক্ষসবিপ্লব ঘটিল। যেমন ফ্রান্সে রাজবংশীয় প্রথম চার্লস্ নিহত হইলেও তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় জেমস্ পিতার অনুবর্তী হইয়া প্রজাদিগের স্বাধীনতাপ্রহরণ চেষ্টায় বিরত হয়েন নাই প্রত্যুত তাঁহাকেও স্বরাজ্য চ্যুত হইতে হইয়াছিল, ফ্রান্সেও অবিকল সেইরূপ ব্যাপার উপস্থিত হইল। বোর্বনবংশীয় ঘোড়শ লুই প্রজাদিগের হস্তে জীবন বিসর্জন করিয়াছিলেন; তথাপি তৎপূর্ব-সম্রাট একাদশ লুই ও তৎপরবর্তী রাজা দ্বাদশ চার্লস্ নিজ প্রজা ব্যতীত মন বুঝিয়া চলিতে পারিলেন না। সুতরাং শেষোক্ত নৃপাল

রাজ্যচ্যুত হইলেন এবং তৎপরিবর্তে অর্নল্ড-বংশীয় লুই ফিলিপ রাজাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন ।

ক্রামে এই ব্যাপার উপস্থিত হইলে ইংলণ্ডে ও পার্লামেন্টে সভার সংশোধনার্থসমূহ বহু হইতে লাগিল । তাহাতে চৌরী মতাবলম্বী ওয়েলিংটন সাহেব রাজমন্ত্রির পরিত্যাগ করিলেন এবং লুইগ্ নতানুবর্তী 'গ্রে' সাহেব প্রধানমন্ত্রী হইলেন । ইহার সময়ে পার্লামেন্টের সংশোধন কার্য নির্বাহিত হইল, অর্থাৎ যে সকল গ্রাম ও নগর পূর্বেবহুলোকের নিবাস স্থান ছিল এবং পার্লামেন্টে প্রতিভূ প্রেরণ করিত, এক্ষণে তাহাদিগের মধ্যে অনেকগুলি নিতান্ত হীন দশা প্রাপ্ত হওয়াতে আর প্রতিভূ প্রেরণ করিবার ক্ষমতা পাইল না । আর যে সকল স্থান পূর্বে হীন দশাগ্রস্ত ছিল, কিন্তু কাল বশে বাণিজ্যের প্রভাবে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রতিভূ নিয়োগের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল । ইহার পর ইংলণ্ডের ব্যবস্থা প্রণালী সংশোধনার্থ বিশিষ্ট বহু হয় । তাহারই কিয়ৎকাল পরে ইংরেজের ২০০০০০০০০ বিংশতি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া আপনাদিগের ঔপনিবেশিকগণের দাম বাণিজ্য রহিত করিলেন । এই কীর্ত্তিটী ইংরেজ জাতির সাধুশীলতার দেদীপ্যমান প্রমাণ হইয়া আছে । প্রধানমন্ত্রী গ্রে, সাহেব এইরূপ কীর্ত্তিকলাপ দ্বারা আপনার নাম

টির স্বরণীয় করিয়া স্মৃচ্ছাতঃ মস্তিষ্ক পদ পরিত্যাগ করিলেন। মেলবুর্ন সাহেব তাঁহার কর্মে প্রবৃত্ত হন। ইনি আয়ারলণ্ডের উপদ্রব করী প্রজাগণের দমনার্থে একটি বাবস্থা প্রচলিত করিলেন। পরে রাজা ইহাকে কস্মর্চ্যুত করিয়া পুনর্বার ওয়েলিংটন্ সাহেবকে প্রধানমন্ত্রিত্বে অধিষ্ঠিত করেন এবং ইটালী হইতে সররবর্ট পীলকে আনয়ন করেন, কিন্তু ইহঁার! অধিককাল রাজকার্য্য নিষ্পন্ন করিতে পারিলেন না। পুনর্বার মেলবুর্নের মস্তিষ্ক লাভ হইল। পরন্তু তিনি কোন বিশেষ রাজনিয়ম প্রচলিত না করিতে করিতেই ভূপাল লৌকিকী লীলা সম্বরণ করিলেন।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ উইলিয়মের জাতুক্ষন। আমাদিগের বর্তমান অধীশ্বরী বিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের রাজাসন পরিগ্রহ করেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সহিত জার্মানদেশীয় প্রিন্স আলবर्ट নামা সুষোণ্য রাজকুমারের বিবাহ হইল। রাজ্ঞী আপন পতি সমভিব্যাহারে স্কটলণ্ড, বেলজিয়ম, জার্মানি প্রভৃতি নানাদেশ পর্য্যটন করিয়াছেন। রুসিয়া, সাক্সানি এবং বেলজিয়ম প্রভৃতি নানাদেশীয় নৃপালবর্গও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইংলণ্ডে আদিয়াছেন। কলতঃ ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতির পরস্পর বিদ্বেষ ভাব যেম এক্ষণে অনেক ন্যূন হইয়া গিয়াছে, এনত স্পষ্টই বোধ হইয়াছে।

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে মেলবোর্ন সাহেবকে মন্ত্রির প-
রিত্যাগ করিতে হইল এবং সররবর্ট পীল তৎ-
পদাভিষিক্ত হইলেন। এই মন্ত্রিকর্তৃক অনেক-
কামেক উত্তম রাজ নিয়ম প্রচলিত হইল। ইনি
ইংলণ্ডের অন্তর্বাণিজ্য এবং শান্তিরক্ষা বিষয়ে
অনেক সুনিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া। পরে শস্যের
হানাদানি রপ্তানি বিষয়ে যে সকল অধিশুদ্ধ নিয়ম
প্রচলিত ছিল, সমুদায় রহিত করিয়াছিলেন ;
ইংলণ্ডের বহির্বাণিজ্য প্রণালীও সম্বতোভাবে
উন্নত করিলেন ; বাহ্যতে স্বদেশীয় জনগণের
স্বাস্থ্য বিধান হর এমত ব্যবস্থা সমস্ত প্রচলিত
করিলেন এবং প্রজা ব্যাহের বিদ্যা শিক্ষার সচ্ছ-
পায়াবধারণের নিমিত্ত সমদিক প্রয়াস পাইলেন।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি নিজকার্য্য পরিত্যাগ
করিলে লর্ড জম রসেল নাম অতি বিচক্ষণ এক ব্যক্তি
ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইলেন। ইহার সময়ে
আয়ারলণ্ডে অতি ভয়কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া-
ছিল, রসেল সাহেব সেই দুর্ভিক্ষ-জনিত দুঃখ
নিবারণ করিবার অতিপ্রায়ে সমূহ চেষ্টা করিয়া-
ছিলেন। ইহার সময়ে অনেকাণেক উত্তমোত্তম
ব্যবস্থা সমস্ত প্রচলিত হয়। বিদ্যাশিক্ষা বিষয়েও
ইহার মনোযোগের ক্রটি ছিল না।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীরা হঠাৎ রাজ বিদ্রোহে
প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিগের রাজা লুইফিলিপকে

স্বদেশ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিল এবং পুনর্বার সাধারণ-তন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রবর্তিত করিল । ফ্রান্স-রাজ ইংলণ্ডে পলায়ন করিয়া আসিলেন । ফলতঃ এই সময়ে ইউরোপের সর্বত্রই দুঃস্থ প্রজাগণ স্বয়ং শাসনকর্তৃগণের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী হইয়া তাঁহাদিগকেই আপনাদিগের দুর-বস্থার নিদানভূত বিবেচনা করিয়া সাতিশয় ক্রোধ এবং দ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিল । তাহারা বলিত যে, একই রাজ্যের মধ্যে কোন প্রজা অতিশয় বিভব শালী এবং কেহ বা উপজীব্য-বিরহিত হইয়া থাকে অত্যন্ত অন্যায্য । শাসন কর্তৃগণের কর্তব্য তাঁহার এই প্রকার ঐক্যাদৃশ্য নিবারণের উপায় করেন—শ্রমজীবীদিগের অবস্থা উন্নত করেন এবং বিকলেঞ্জিয় প্রযুক্ত পরিশ্রমে অক্ষম ব্যক্তি-বৃহের ভরণ পোষণের উপায় বিধান করিয়া দেন ।

এই সকল মত প্রকাশঃ ইংলণ্ড পর্য্যন্ত সংক্রামিত হইয়া আসিল এবং ‘চার্টিষ্ট’ নামক এক সম্প্রদায় দল বদ্ধ হইয়া রাষ্ট্র বিপ্লাবক পরামর্শ সমস্তের আন্দোলন করিতে লাগিল । কিন্তু ইংলণ্ডীয় লোক সকল ফরাসীদিগের ন্যায় নিতান্ত চপল বা তরল মতি নহে । তাহারা ঐ সকল দুষ্কৃতিসন্ধির অনুমোদন করিল না এবং ডিউক অব ওএলিংটন বিলক্ষণ কৌশল পূর্ব্বক সৈন্য্য বিনিবেশ করিয়া চার্টিষ্ট মতাবলম্বীদিগকে এতাদৃশ ভয় প্রদর্শন

করিলেন যে, তাহারা কোন প্রকার অত্যাচার ক-
রিতেসাহসিক হইতে পারিল না ।

কিন্তু ইটালী, অষ্ট্রিয়া, পুসিয়া, হঙ্গেরী, স্পেইন
এবং পোর্টুগাল প্রভৃতি দেশ এই সময়ে অতি ভয়-
কররূপে আন্দোলিত হইতে লাগিল । সর্বত্রই
প্রজাকুল বিদ্রোহে প্ররত্ত হইল । যে২ সাম্রাজ্য* বি-
ভিন্ন জাতীয় লোকের সম্মিলন দ্বারা সমুৎপন্ন হইয়া-
ছিল তথায় জাতি বৈর প্রবলতর হইয়া সাম্রাজ্য
বন্ধনকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিবার উপক্রম করিল
আর কোন২ স্থলে * একরাজ্যের কিয়দ্ভাগ পূর্বরা-
জ্যের অধীনতা পবিহার করিয়া অন্য রাজ্যের সহিত
সম্মিলিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল । অস্ত্রবল
এবং মন্ত্রণা কৌশল দ্বারা বহু বিবাদ বিসম্বাদের
পর ঐ সকল গোলোযোগের নিবারণ হইয়া পরি-
শেষে প্রায় সকল ইউরোপীয় রাজ্যই ইংলণ্ডের
অনুরূপ শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত হইয়া উঠিল ।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গ্রিন্স্ আলবর্টের সবি-
শেষ যত্নে পৃথিবীস্থ সমুদয় জনপদবাসীদিগের
শিষ্প প্রস্তুত দ্রব্যজাত সম্বিষ্ট হইয়া একটি প্রকাণ্ড

*যথা অষ্ট্রিয়া ।

*ডেনমার্ক এবং ইটালী দেশে এইরূপ হইয়াছিল আর-
লণ্ডের প্রজাগণও ফরাসীদিগের সাধারণী সভাতে এই সময়ে
এক লিপি প্রেরণ করে এবুং ইংলণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার
চেষ্টা পায় ।

কাচভবন মধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছিল। ঐ সমুদায় সামগ্রীর মূল্য অত্যাধিক ছুই কোটি মুদ্রা হইবে এবং ত্রয়োবিংশ শতাব্দী কালাবধি তদদর্শনার্থ নানা দিগ্দেশীয় ছয় কোটি মনুষ্য সমাগত হইয়াছিল। ঐ কাচ ভবনের অনুরূতি এক্ষণে নিউইঅর্ক, পারিস, ডব্লিন্ প্রভৃতি স্থানে বিনির্মিত হইয়াছে এবং তাহাও সাইডেনহাম্ নামক স্থানে যৎকিঞ্চিৎরূপে পরিবর্তিত হইয়া অদ্যাপি বর্তমান আছে।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ডিউক অব ওএলিংটনের মৃত্যু হয় এবং তাহারই কয়েক দিবস পরে তাহার প্রতিপক্ষ মহাবীর নেপোলিয়ান্ বোনাপার্টের ভ্রাতৃপুত্র ফ্রান্সের সম্রাট উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। লুই নেপোলিয়ন্ অতি সূচতুর এবং সক্ষম ব্যক্তি। ইনি সাম্রাজ্য লাভ করিয়া অবধি অপরিমিত ইংলণ্ডের সহিত স্থির সৌহার্দ বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন এবং প্রায় সর্বস্থলেই ইংরেজদিগের সহিত একমত হইয়া অন্যান্য ভূগোলবর্গের সহিত সন্ধিবিগ্রহাদি করিতেছেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কলীয়া সম্রাট নিকোলাস তুরস্ক সাম্রাজ্য বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিয়া ঐ দুর্বল রাজার প্রতি আপনার অগণ্য সৈন্যচয় এবং অতি পরাক্রান্ত পোতবাহিনী প্রেরণ করেন। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স তৎক্ষণাৎ মিলিত হইয়া তুরস্কের রক্ষার্থ সজ্জীভূত হইল। পরবৎসর ডেনুব নদীর তীরে,

আশ্বিনিয়া প্রদেশের পশ্চিম ভাগে, ক্রিমিয়া প্রায়োদ্বীপের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রসীয়রা বহুকালাবধি ক্রিমিয়ার অন্তর্গত শিবাষ্টপল নামক নগরে দুর্গাদি নির্মাণ করিয়া তাহা নিতান্ত অজেয়বৎ করিয়া তুলিয়াছিল। সেই নগরের সম্মিহিত সমুদ্রকোড়ে উহাদিগের সুবহু রণতরী প্রস্তুত হইতছিল এবং তথা হইতেই উহারা যাইয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের প্রতি হঠাৎ আক্রমণ করিতে পারিত। অতএব মিলিত ফরাসী এবং ইংরেজ সৈন্যগণ সেই নগরাভিমুখেই প্রেরিত হইল। এই নগরাবরোধে উভয় পক্ষের বজ, বুদ্ধি, সমর কৌশল এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা বিলক্ষণরূপে পরীক্ষিত হইতে লাগিল। ইংরেজেরা, সৈন্যগণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার নিদিষ্ট সমুদ্রকুল হইতে রণস্থল পর্য্যন্ত একটী রেইলওয়ে প্রস্তুত করিলেন, লণ্ডন এবং পারিস্ হইতে যুদ্ধস্থল পর্য্যন্ত তাড়িতবার্তাবহ সমুদ্র গর্ভ দিয়া পরিচালিত হইল—আহত এবং পীড়িত সৈন্যদিগের সেবা শুশ্রূষার নিদিষ্ট নিম্ননাইটিশ্বেল প্রভৃতি অতি দ্রাশীল কামিনীগণ স্বদেশ হইতে যাইয়া যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন—আর সৈনিক কার্যের বিবিধ বিশৃঙ্খল। একাশিত হওয়াতে তাৎকালিক প্রধানমন্ত্রী লর্ড আর্ভিন সাহেব স্বকর্মচ্যুত এবং লর্ড পামফোর্ট সাহেব তৎপদাভিবিজ্ঞ হইলেন। সার্ডিনিয়ার

রাজাও ঐ সময়ে ইংরেজ এবং কসীয়দিগের সহিত একপরামর্শী হইয়া যুদ্ধস্থলে সৈন্য প্রেরণ করেন। বহু কষ্টের পর শিবাজীপালের প্রধানতম দুর্গ কসীয়দিগের হস্তগত হইল এবং কসীয়রা আর নগর মধ্যে তিষ্ঠিতে না পারিয়া কিছুদূরে অপস্থত হইল। কসীয় সম্রাট নিকোলাস এইরূপে অপমানিত এবং ভয়মনা হইয়া দেহ ত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় আলেকজণ্ডর সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। অক্ষুণ্ণ সম্রাটের মধ্যস্থতায় ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিপক্ষ উভয়দলে সন্ধিবন্ধন হইল এবং তুরস্কের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ হইয়া রহিল।

পারস্য সাম্রাজ্য মধ্যে কসীয়রা নানা কৌশল ও ভয় প্রদর্শন দ্বারা বিলক্ষণ প্রভাব প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে সুতরাং কসিয়ার সহিত ইংলণ্ডের বিবাদ হইলেই পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতি ইংরেজদিগের কটুকটাক্ষ নিক্ষেপ হইয়া থাকে। ফলতঃ কসিয়ার সহিত উল্লিখিত যুদ্ধন্যাপার সর্বতোভাবে নিঃশেষিত না হইতে হইতেই পারসিকেরা কোন পূর্বকৃত সন্ধির বিচ্ছেদে হীরাট নগর আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্টের আদেশানুসারে পারসিকদিগের দেশে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ঐ সৈন্য দ্বারা পারস্যোপসাগর সম্মিহিত বুসায়র নগর আক্রান্ত, পরাজিত

এবং অধিকৃত হইল। অনতিবিলম্বে ইংরেজেরা
 চীন রাজ্যের সহিতও সমরে প্রবৃত্ত হইলেন এবং
 পারস্য ও চীন উভয় দেশেই টৈন্যা প্রেরণ করিতে
 লাগিলেন। উভয় দেশেই তাহাদিগের জয় হইতে
 লাগিল। কিন্তু ইতি পূর্বে মাকু'ইস্ অব ডালহোসির
 শাসনকর্তৃত্বের মধ্যে ভারতবর্ষীয় প্রধান ব্যক্তি-
 দিগের প্রতি কতকগুলি সুকঠিন নিয়ম প্রচারিত
 হইয়া গিয়াছিল, নাগপুর প্রভৃতি কএকটি রাজ্য বিশে-
 বতঃ অযোধ্যা প্রদেশ ইংরেজাধিকার-সমুদায় করা
 হইয়াছিল এবং পূর্বে যেমন স্থানবিশেষের মধ্যেই
 টৈনিকগণ কার্য্য করিবে, তাহাদিগকে সর্ব্বত্র
 যাইতে হইবে না এমত অঙ্গীকার সহকারে সিপাহী-
 সমস্ত সংগৃহীত হইত এক্ষণে সেই নিয়ম রহিত
 করা হইয়াছিল। সিপাহিরা নিতান্ত মুখ এবং
 অনভিজ্ঞ। তাহারা মনে নিশ্চয় করিল যে, নিতান্ত
 দুর্ব্বাকাজ্ঞ ইংরেজেরা এতদিনে সমুদায় ভারতবর্ষ
 জাগনাদিগের কবলিত করিয়, এইবারে প্রত্যন্ত দেশ
 সমস্ত অধিকার করিবার নিমিত্ত নিতান্ত চেষ্টা করি-
 বে। কিন্তু সেই মনস্কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত টৈন্যের
 আবশ্যকতা হইবে স্মরণে আনিয়া তাহাদিগকেই এ
 সকল স্বেচ্ছদেশে লইয়া যাইবার নিমিত্ত প্রয়াস
 পাইবে এবং তজ্জন্য আনিদিগের আতিনাশ
 করবে। সিপাহিদিগের মানসাকাশ এইরূপ সন্দে-

হাকুল হইয়া আছে এমত সময়ে টোটা কাটিবার অনুজ্ঞা প্রচারিত হইল। অজ্ঞ লোক মাত্রেই পর-
 চিত্ত পর্যালোচনে নিতান্ত অক্ষম বলিয়া সর্বদা
 সন্দিহান-মনা হইয়া থাকে। কোন নূতন কার্যের
 আদেশ করিলেই—কোন অভূতপূর্ব ব্যাপার উপ-
 স্থিত হইলেই তাহার একান্ত বিরক্ত এবং দুষ্কাভি-
 সন্ধির সম্ভাবনা করিয়া থাকে। সিপাহিরা তাদৃশ
 সময়ে তাদৃশ অনুজ্ঞা প্রচারিত হইবামাত্র একেবারে
 উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিল এবং রাজবিদ্রোহে প্ররত্ত
 হইল। এই বিদ্রোহ সমকালে যে কত ভয়ঙ্কর
 ব্যাপার, কত অত্যাচার, কত নৃশংসতা প্রকাশ এবং
 কত সাহসিকতা ও বীরতার কার্য হইয়া গিয়াছে
 তাহা এক্ষণি এতদু স্বতন্ত্র করিয়া লিপিবদ্ধ করা
 আবশ্যক। যাহা হউক, চিরস্মরণীয় নাম ভারত-
 বর্ষের শাসনকর্ত্তা লর্ড কানিং বাহাদুরের প্রযত্নে
 এবং কৌশলে বিদ্রোহিবর্গের দমন, রাজ্যের
 পুনঃসংস্থাপন এবং ইংরেজাধিকারের বহুল দোষ
 সংশোধন হইয়া পরিশেষে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের
 সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিবস হইতে এই সাম্রাজ্য
 ইংলণ্ডেশ্বরীর সাক্ষাৎ অধীন এবং জগদ্বিখ্যাত ইষ্ট-
 ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিলোপ হইয়াছে। রাজ্য
 এতদেশীয় প্রজা সমস্তকে স্বদেশীয় ইংলণ্ডীয়
 প্রজা-নির্বিশেষে প্রতিপালন করিতে অঙ্গীকার

করিয়াছেন—সেই অঙ্গীকৃতি সম্যকরূপে প্রতি-
পালিত করিবার নিমিত্ত জগদীশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘায়ু
করুন ।



সমাপ্ত ।

